Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

অবৈধ অরণ্য

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর

আবেগ অনুভূতি

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

প্রকাশনায়

www.boighar.com

মদীনা পাবলিকেশান্স

মদীনা ভবন ঃ ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
শাখা অফিস ঃ ৫৫/বি পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০।

অবৈধ অরণ্য

শফীউদ্দীন সরদার
www.boighar.com

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশান্স এর পক্ষে
- মোস্তফা মঈন উদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫
www.boighar.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইং
বাংলা ঃ ফাল্গুন ১৪১০

প্রচ্ছদ
মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস

কম্পোজ
মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস

মুদ্রন ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র
www.boighar.com

ISBN 984-8367-44-6

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

www.boighar.com

আবোল তাবোল

অবৈধ অরণ্য

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

মমতা ঃ ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

মামুন ঃ কাকের অভাব কখনোই হবে না; বরং ঝাঁকে ঝাঁকেই আসবে। কিন্তু সব মানুষই কাক নয়। প্রকৃত মানুষ যারা, ঘি ছড়ালেও তারা ফিরে চাইবে না সেদিকে? গোস্‌সাভরে বেরিয়ে গেল মামুন-উর রশিদ মামুন। মোসলেমা খাতুন মমতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দুয়ারের চৌকাঠ ধরে। www.boighar.com

এ কাহিনী লিখতে বসে আজ এত কথাই এক সাথে ভিড় করে আসছে যে, কোন কথাটা আগে লিখি আর কোনটা লিখি পরে, কিছুই ঠাহর করতে পারছিনে। লিখতে বসেছি সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু সেটা ঐতিহাসিক উপন্যাসে রূপ নিচ্ছে বারবার। যা লিখতে বসেছি, তাতে কোন ঐতিহাসিক কলহ নেই, যুদ্ধ নেই, জয়-পরাজয়ের কথা নেই, নেই কোন ঐতিহাসিক বীভৎসতা। যুদ্ধ যেখানে শেষ আমার কথা সেখান থেকে শুরু। সেসব বিলকুলই সামাজিক কথা আর সামাজিক ঘটনা। তবু সেই সামাজিক কথা আর ঘটনাগুলো এতই বিচিত্র আর বীভৎস যে, ঐতিহাসিক অনেক ঘটনাই সেসবের কাছে শিশু। সেগুলো নিজেরাই এক একটা অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

তিন লক্ষই হোক আর তিরিশ লক্ষই হোক, এতগুলো মা-বোনের ইজ্জত বিকিয়ে আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছি আমরা। মূল্য দিতে কম হয়নি কানাকড়িও। কিন্তু এত মূল্য দিয়ে স্বাধীনতার নামে আমরা যা কিনেছি, বিকোতে গেলে বাজারে তা কানাকড়িতেও বিকোবে না; বরং দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্যে খদ্দেররা আতকে উঠে দৌড় দেবে পেছনে।

স্বাধীনতার সুবাদে আমাদের আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, নীতি-আদর্শ আর ধর্ম দর্শন পাল্টে গেছে রাতারাতি আর পাল্টে গেছে আগাগোড়া। প্রকটভাবে পাল্টে গেছে যেটা, সেটা আমাদের ধর্ম আর ধর্মীয় বোধ। পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা নব্বইজন মুসলমান। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ইসলাম ধর্মাবলম্বী পশ্চিম পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের তথা আমাদের ওপর। অতএব সব অনিষ্টের মূল এই ইসলাম আর ইসলামই জাতি ও অগ্রগতির শত্রু। আকাশের দিকে ছুড়লাম তীর, তীর লাগলো কলাগাছে, উঃ। চোখ গেলরে বাবা! পূর্ব পাকিস্তানকে হামলা করেছে পশ্চিম পাকিস্তান। তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অতএব ছাড় ইসলাম। ইসলাম ছেড়ে হবো কি? খৃষ্টান না বৈরাগী? তার কোন জবাব নেই। স্বাধীনতার সাথে সাথে অনেক মুসলমানই সরে দাঁড়িয়েছে ইসলামের অনুশাসন থেকে আর ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের রণ হুঙ্কার বুলন্দ হচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ। এটি একটি অভিনব ইতিহাস বই কি!

এমন দর্শন আর নিদর্শন আগে এই পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। অনেক হিন্দুরাজ্যের সাথে যুদ্ধ হয়েছে অনেক হিন্দুরাজ্যের। অতীতের অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে এমন যুদ্ধ অসংখ্যবার সংঘটিত হয়েছে। পৃথ্বিরাজের সাথে জয়চন্দ্রের লড়াই ইতিহাসের এক বিখ্যাত অধ্যায়। এত যুদ্ধের পরও হিন্দুধর্ম এক বিন্দুও বিপন্ন হয়নি। অনিষ্টের মূল হিসেবে ভাবা হয়নি কখনো। খৃস্টান জগতেও পরস্পরের মধ্যে এমন যুদ্ধের অন্ত নেই।

ছিলও না কখনো। বিভিন্ন খৃস্টান রাজ্যের ওপর বিভিন্ন খৃস্টান রাজ্যের হামলার ঘটনায় ইতিহাসের পাতা ভর্তি হয়ে আছে। তবু খৃস্টান ধর্ম কখনো কোপনজরে পড়েনি। মার্টিন লুথারের ধর্মীয় সংস্কার পৃথক জিনিস ধর্ম ত্যাগ নয়। পরস্পরের যুদ্ধের জন্য খৃস্টান ধর্ম খৃস্টানদের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়নি। বর্জনীয় বস্তু বা অনিষ্টের মূল হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। হয়েছে এদেশে এই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। শতকরা নব্বইজন মুসলমানের দেশে একদল নামসর্বস্ব মুসলমানের কাছে ইসলাম চরম গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণটা কি, আর কেন এমনটি হলো? www.boighar.com

এর জবাব হলো অকারণে কোন কিছুই হয় না। কেন এমনটি হয়েছে এ তথ্য সমঝদারদের সকলের জানা। এটি হয়েছে নিদারুণ দেবতুষ্টির দৌরাত্ম্যে।

বর্তমান বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। মুসলমানদের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটা অংশ। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে স্থাপিত হয় মুসলমানদের নিজস্ব এই রাষ্ট্রটি। ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ এবং একমাত্র হিন্দুদের। এখানে অন্য কোন জাতির স্থান বা অধিকার নেই। এই যাদের স্লোগান, অখণ্ড ভারতকে অখণ্ড রাখতে জীবন-মরণ পণ যাদের আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ঊষালগ্ন থেকেই সুচাগ্র মেদিনীও যারা মুসলমানদের ছাড় দিতে নারাজ, তাদের নাকের ডগার ওপর পৃথক এই মুসলমান রাষ্ট্র তারা সইতে পারবে কেন? প্রাণপণ করেও মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা রোধ করতে না পেরে প্রতিষ্ঠার পরের দিন থেকেই আবার এই নবজাত রাষ্ট্রকে সূতিকাগারেই হত্যা করার পরিকল্পনায় লিপ্ত হয় তারা। প্রত্যক্ষ পথ ছেড়ে পরোক্ষপথ ধরে। বিষ ঢালতে শুরু করে এপার বাংলার ভাবপ্রবণ অধিবাসীদের কানে। পূর্ব পাকিস্তানীদের দরদে জার জার হয়ে যেতে থাকেন কলিকাতা বেতারের দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুরা। উস্কানির পর উস্কানি দিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষিয়ে দেন পূর্ব পাকিস্তানীদের মন-মগজ।

অবশ্য দোষ আছে এদিকেও। মাথা মোটা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীও দেব দুলাল বাবুদের উস্কানির পথ প্রশস্ত করে দেয়। রসদ যোগায় তাদের গলা ছেড়ে কথা বলার। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর প্রভুত্ব করার ভূত চেপে বসে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মাথায়। তাদের ভাব-ভাষা খেয়াল-খুশি জোর করেই চাপাতে চায় পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর। পূর্ব পাকিস্তানকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখেই দেখতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা। বিগ ব্রাদারগিরি ফলাতে চায়। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিক কলিকাতা ঘেঁষা আচরণও পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানকে অনেকখানি অবিশ্বাসী করে তোলে।

সব মিলে আর যায় কোথায়? একে নাচুনে বুড়ি, তাতে আবার নাতিনের বিয়ের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কলিকাতা বেতার তো পাক দিয়ে নাচবেই। এই নাচন আরো চরমে ওঠে, যখন দুর্মতি পাকিস্তান সামরিক জান্তা অতর্কিতে হামলা চালায় পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। ভারতীয়রা বরাবর সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতেই ছিল।

মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার নামে তারা সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রণাঙ্গনে আর এক ঢিলে দুই পাখী মেরে বগল বাজাতে থাকে। পাকিস্তানকে খান খান করার দীর্ঘদিনের সাধটাও যেমন পূর্ণ হয় তাদের, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার সুবাদে অনেক বাংলাদেশী মুসলমানদের কাছে তারা দেবতার আসনেও অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিশেষ করে স্বাধীন বাংলার নব্য শাসকগোষ্ঠী প্রায় এমন আসনই দেয় তাদের।

ব্যস, আর লাগে কি? দেবতাদের ইঙ্গিত কি বৃথা যেতে পারে? না অগ্রাহ্য হতে পারে দেব ইচ্ছা। দেবতার ধর্মই ভক্তকুলের ধর্ম। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী আর রাবিন্দ্রীয় ভাবধারায় এদেশীয় ভক্তকুলের মন-মগজ ভর্তি হয়ে গেল। দেবতাদের চিরশত্রু ইসলাম। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান নামধারী এ দেশীয় দেবভক্ত ঐ বিশেষ লোকদের কাছেও ইসলাম চিরশত্রু হয়ে গেল। বিশ্বের কোন ধর্মের বেলায় যা ঘটলো না, স্বাধীন বাংলাদেশে তাই ঘটলো। যুদ্ধ হলো পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সাথে আর এ দেশের সুবিধাবাদী ও নামসর্বস্ব মুসলমানদের চিরশত্রু হয়ে রইলো ইসলাম।

আর হবেই না বা কেন? শুধু ভোগবাদী দেবতাদেরই তো নয়, ইসলাম ভোগবাদী ইহুদি-খৃস্টান তামাম জগতেরই শত্রু। সারবত্তাহীন ভোগবাদী তামাম ধর্ম একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে ইসলামের আদর্শের সামনে এটা বুঝতে পেরেই ইসলামের উৎখাতে গোটা বিশ্ব এখন খড়্গহস্ত। ভোগবাদী আর সুবিধাবাদীদের পথ কি আর পৃথক হতে পারে? এদেশের ঐ নামসর্বস্ব মুসলমানগুলো যেমনই ভোগবাদী, তেমনই সুবিধাবাদী। শক্তি যেদিকে, সুবিধাবাদীরাও সেইদিকে। সুতরাং এদেশের ঐ মুসলমানদেরও যে শত্রু হবে ইসলাম, তা কি বলার কোন অপেক্ষা রাখে, না বুঝতে চাইলে বোঝার কোন অসুবিধা থাকে?

অবশ্য তারা একটা ঠ্যাং ভাঙ্গা যুক্তি দেখাতে চায় যে, ইসলামভক্ত কিছু লোক এ লড়াইয়ে বিরোধিতা করেছে। অর্থাৎ তারা পাকিস্তান ভাঙ্গতে চায়নি। কাজেই ইসলাম বর্জনীয়। কিন্তু গুলে খাইয়েও একথা তাদের বোঝানো যাবে না বা বুঝেও তারা বুঝবে না যে, যে ধর্মেরই হোক, প্রতিটি দেশের এমন লড়াইয়ে কিছু লোক এ রকম বিরোধিতা করেই থাকে। দোষী হলে সে দেশের সেই লোকেরাই দোষী হয়, তাদের ধর্ম দোষী হয় না। সুতরাং দেব তুষ্টির দিক আর নিজেদের ভোগবাদী ও সুবিধাবাদী চরিত্র আড়াল করে এ যুক্তি খাড়া করলেও তাদের এ যুক্তি আদৌ ধোপে টিকে না। অগ্রগতির পথেও ইসলাম কোন অন্তরায় নয়, ইসলাম অধঃগতির বাধা।

এ ছাড়া সেরেফ কিছু ইসলামভক্ত কেন, যদি বর্বর হানাদারেরা এদেশবাসীর ওপর অহেতুক জুলুম না চালাতো আর দেশবাসী যদি সত্যি সত্যিই অনুভব করতে পারতো যে, দুইশো বছর ধরে হিন্দুদের হাতে কি নির্যাতনটাই না সহ্য করতে হয়েছে মুসলমানদের, তাহলে ঐ হিন্দুদের সহায়তায় পাকিস্তান ভাঙ্গতে এ দেশের কটা লোক রাজি হতো তা হিসাবের যথেষ্ট অপেক্ষা রাখে। সর্বোপরি, এই স্বাধীনতার ফলে বাংলাদেশের মানুষের জান মাল ধর্ম সব কিছুই করুণভাবে বিপন্ন হবে, এটা বুঝতে

পারলে, এমন স্বাধীনতা বোধকরি একজন পাষণ্ডও চাইতো না। সেই সাথে মুসলমানের আজ্ঞাবাহী হওয়ার ভয়ে হিন্দুর আজ্ঞাবাহী হওয়ার খায়েশ সিংহভাগ মুসলমানেরই হতো না। প্রাসঙ্গিক আর অপ্রাসঙ্গিক যাই হোক, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যই মূলত প্রাণ দিতে হলো মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। আপাত দৃষ্টিতে হত্যাকারীরা এদেশের লোক হলেও কাদের ইশারায় স্বদলীয় লোকজন চারপাশে গিজ গিজ করা সত্ত্বেও নিহত হলেন তিনি এ তথ্য বিজ্ঞজনদের অজ্ঞাত কারো নয়।

www.boighar.com

আসল কথায় ফিরে আসি। 'স্বাধিকারের আগে সাবালক হওয়া প্রয়োজন। স্বাধিকার বা স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও দায়িত্ব প্রণিধান করার মতো প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি থাকা অপরিহার্য'- বিজ্ঞদের বাণী । কিন্তু ভাবাবেগে আপ্লুত আর স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত লোকদের কাছে এসব বাণী আর উপদেশ তোলা রইলো শিকেয়। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার মনগড়া অর্থ নিজেদের আবেগ আর সুবিধা অনুযায়ী সংগে সংগে বানিয়ে নিলেন খানিকটা সদ্য স্বাধীন দেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী আর বিপুলাংশে অধিকটা বানিয়ে নিলো তাদের সাঙ্গপাঙ্গ ও চাঁই-চেলারা। তাদের কাছে স্বাধিকারের অর্থ হলো সব কিছুতেই স্ব-অধিকার থাকা, অন্য কারো কোন অধিকার না থাকা। থাকবে শুধু রাইট, থাকবে না কোন ডিউটির বালাই। স্বাধীনতার অর্থ হলো স্ব অধীন, অর্থাৎ নিজের অধীন চলা, যা খুশি তাই করা আর নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন কোন কিছুরই অধীন না হওয়া। এই সহজ উপলব্ধির ফলে স্বাধীনতার পরে পরেই বাংলাদেশে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড, সস্তা বুলি আর নিত্য নতুন স্টান্ট মারা শুরু হলো, তাতে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকরা স্বাধীনতার স্বাদ এমনভাবে সর্ব সাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগলো যে, 'ভিক্ষে চাইনে মা কুত্তা সামলা' বলে ডুকরে ওঠা ছাড়া দেশবাসীর মুখে আর কোন রা-ই রইলো না। আমূল পাল্টে গেল দেশের আদব-আচরণ, নীতি-আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ। বলা বাহুল্য, কমবেশি আজও চলছে সেই পুরনো ট্রাডিশান কখনো ধীরে, কখনো জোরে।

থাক সে কথা। যা বলতে চাই তাহলো, এই ধুন্ধুমার কারবার, সস্তা বুলি ভাঁওতা আর স্টান্টের তুফানে পড়ে ফেঁসে গেল অসংখ্যজন, ফেঁসে যেতে রইলো আরো অনেক অভাগা ও অভাগী। মোসলেমা খাতুন মমতা আর মামুন-উর রশিদ মামুন এরাও দুইজন সেই ধ্বংসের পথের যাত্রী।

হৃদয়ের লেনদেনে জিদ বড় হওয়ায় হেরে যাচ্ছে মমতা। মেকী আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন মমতা ভরাডুবির মুখোমুখি হয়েও তার জিদ থেকে সে এক কদমও সরছে না। আর এতে করে তার নাগাল থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছে মামুন। কাছে টানতে গিয়ে বারবার সে মামুনকে ঠেলে দিচ্ছে দূরে।

মামুন-উর রশিদ মামুন। অসংখ্য হাঙ্গর-কুমিরের নদীতে নিমজ্জিত এক মানুষ। সাথে আবার সাঁতারে অপটু কয়েকজন সঙ্গী। অগণিত বাঘ-ভাল্লুকের মাঝে সে নিজে আর

ল্যাংড়া-খোঁড়া কয়েকজন আনুষঙ্গিক সাথী। নিজে বাঁচতে আর সাথীদের বাঁচাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সে নিয়তই। দুষ্টজনের দলভুক্তি না হওয়ায়, দেশী-বিদেশী এক গাদা ডিগ্রি নিয়ে সে বেকার। বিষয় সম্পত্তি বেহাত হওয়ায় সে নিঃস্ব ও কপর্দকহীন। নুন আনতে পান্তা ফুরায় প্রতিদিন। তার এই কাটা ঘায়ে পুনঃ পুনঃ নুনের ছিটা দিয়ে আর যাই করা যাক, পিরিত জমিয়ে তোলা যায় না। মমতার অন্তর মমতায় ভরা। তবু তার জেদের দেয়াল টপকে মমতার সেই মমতা মামুনকে এক বিন্দুও স্পর্শ করতে পারছে না। পারবে বলে ভরসাও কিছু নেই।

২

গাঁয়ের নাম জোড়গাছী। হয়তো কোন জোড়াগাছ এককালে এলাকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাই এর নাম হয়েছে জোড়গাছী। একটা মফস্বল শহর থেকে মাইল চারেক দূরে গ্রামটার অবস্থান। জোড়গাছী তাই কোন অজ পাড়াগাঁ নয়। শহরতলীই বলা চলে একে। শহরে ঢোকার অন্যতম প্রধান রাস্তার একেবারেই পাশে হওয়ায় শহরের বাতাস অনেকখানিই জোড়গাছীতে লাগে। এই গাঁয়ের বড় আকর্ষণ জমিদারবাড়ি। অধুনা বিলুপ্ত ছোট এক জমিদারির জমিদার সৈয়দ আলী শাহ সাহেবের বাড়ি।

জমিদার সৈয়দ আলী শাহ ছিলেন একজন অত্যন্ত সৎ লোক। প্রজাবৎসল ও ঈমানদার মানুষ। এ কারণে প্রজা অপ্রজা সকলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো তাকে? জমিদার সৈয়দ আলী শাহ সাহেব শেষ বয়সে স্বগ্রামে এসে আশ্রয় নেন। শহর আর রাজধানীর বাস তুলে দিয়ে নিরিবিলি পৈতৃক ভিটেয় এসে বসবাস করতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে আগেই তিনি স্বগ্রামে একটা সুন্দর ও ছিমছাম বাড়ি তৈরি করেন আর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার কিছু আগে থেকেই এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। মোসলেমা খাতুন মমতা এই জমিদার সৈয়দ আলী শাহ সাহেবের মেয়ে।

সৈয়দ আলী শাহ সাহেবের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। কন্যা মোসলেমা খাতুন মমতাই তার একমাত্র সন্তান। তার যথাসর্বস্বের একমাত্র উত্তরাধিকার। তাই তার সবকিছু সামাল দেয়ার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে মেয়েকে সুশিক্ষিত করে তোলেন তিনি। মমতাও কৃতিত্বের সাথে বিএ পাস করে। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে দূরে পাঠানোর মনোভাব শাহ সাহেবের ছিল না। দেখে শুনে একটা ছেলেকে ঘরজামাই রাখবেন তিনি, এই ছিল তার ইচ্ছে। জমিদারি না থাকলেও গাঁয়ের এই সুন্দর বাড়িসহ জোতভূঁই আর বিষয়বিত্ত যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পরিমাণে তা কম নয়। এসব ফেলে মেয়ে তার অন্যখানে চলে যাবে, সব কিছু বিরান হয়ে যাবে, পৈতৃক ভিটেয় বাতি দেয়ার কেউ থাকবে না- শাহ সাহেব এসব কল্পনা করতেও পারেননি।

কিন্তু শাহ সাহেব তার সে ইচ্ছা পূরণ করে যেতেও পারেননি। কন্যা মমতা বিএ পাস করার মাস কয়েক পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে বিষয়বিত্তের সাথে মমতার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ায় মমতা নিজেই। পরিবারে কয়েকজন মহিলা সদস্য আর পুরাতন

ও বিশ্বাসী কিছু কর্মচারী থাকলেও, নিজের দায়সহ সংসারের পুরো দায়টাই এসে মমতার ওপরই পড়ে। অবশ্য নিজের দায় নিয়ে মমতার মোটেই মাথাব্যথা ছিল না। সে দায় সে বাল্যকালেই তুলে দিয়ে রেখেছে একান্তই পাশের বাড়ির এক কীর্তিমান ছেলের ঘাড়ে। বাড়ি সংলগ্ন বাড়ির এক অবস্থাপন্ন শরীফ গৃহস্থের ছেলে সে। ছেলেটার লেখাপড়ার তামাম উৎসাহ বাল্যকাল থেকেই যুগিয়ে এসেছে মমতা। সংসারের কর্ত্রী হওয়ার পরেই ছেলেটার উচ্চ শিক্ষার পেছনে পরোক্ষভাবে মোসলেমা খাতুন মমতা অনেক কিছুই করেছে। হিয়ার বাঁধনে একের সাথে অন্যে বাধা পড়েছে শক্তভাবে। এই ছেলেই এসে তার নিজের আর তার সংসারের হাল ধরবে একদিন- এই হলো মমতার দীর্ঘদিনের আশা। সেই ছেলে এই মামুন-উর রশিদ মামুন।

কিন্তু মমতার সেই আশা এখন দুরাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরমার হয়ে যাচ্ছে তার সাধ আর স্বপ্ন। ঘরজামাই হয়ে মমতার বাড়িতে উঠতে মামুন একদম নারাজ বরং বউ হয়ে মমতা এসে তার বাড়িতে থাকবে এই হলো মামুনের কথা। লাগালাগি বাড়ি। বিষয় সম্পত্তি যা কিছু দেখাশোনা করার দরকার দুজনেই তা করবে, সময়ে সময়ে মমতার বাড়ীতে গিয়েও দুজনে থাকবে, কিন্তু ঘরজামাইয়ের অঙ্গীকার নিয়ে মমতাকে বিয়ে করে মমতার বাড়ীতে গিয়ে উঠতে কিছুতেই রাজি নয় মামুন। দেখতে গেলে ব্যাপারটা খুবই সামান্য। ক্ষুদ্র একটা অনুভূতি মাত্র। মমতা এটা মেনে নিলেই সমস্যা কিছু থাকে না। ঘরজামাই না হলেও প্রকারান্তরে মামুন ঘরজামাইয়ের পর্যায়েই এসে পড়ে। কিন্তু জেদ ছাড়তে রাজি নয় মমতা। ঘরদোর সব বেচে দিয়ে ঘরজামাই হিসেবে মামুন এসে সরাসরি তার বাড়ীতে উঠবে এই জিদে মমতা অনড়। জমিদারের মেয়ে সে। একজন গরিবের বউ হয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উঠা অসম্ভব তার পক্ষে। জেদ যতই শক্ত হচ্ছে মমতার, আত্মসম্মানে ততই ঘা লাগছে মামুনের। দুই জনের এই কাছি টানাটানি জোরদার হতে হতে কাছিটা এখন একেবারেই ছিঁড়ে যাওয়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

জোড়গাছ থেকে শহরে যাওয়ার পথে সামনে পড়ে এক বিশাল অরণ্য। সৃষ্টির এক মহান নিদর্শন। আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট বৈধ অরণ্য এটা। অমানুষে ভরা মানব সমাজের মতো কোন জঘন্য অরণ্য নয়। এ অরণ্য উপকার ও উদারতার প্রতীক। মানুষের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এককালে খুব ঘন আর গভীর ছিল অরণ্যটা। কিন্তু সভ্য মানুষের অসভ্য আচরণ অরণ্যটাকে আজ ঝাঝরা করে ফেলেছে। গাছ গাছড়া আর বৃক্ষাদি কেটে একে এতিম করে দিয়েছে। আয়তনেও এটা কমে এসেছে অনেকখানি। অতীতের এক স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। প্রচুর সাঁওতাল বুনো আর জংলিরা এখানে বাস করতো অতীতে। পশুপাখি শিকার করাই পেশা ছিল তাদের। সেসব বসতি এখন উঠেই গেছে প্রায়। তাদের ভিটেমাটি এখন সভ্য মানুষের দখলে চলে গেছে। ইটের ভাটা জ্বলে আর কাঠ ফাড়াইয়ের করাত চলে সেখানে এখন। এর পরেও কয়েকঘর জংলী বুনো আজও আছে হেথা হোথা। বিরান অরণ্যে পশুপাখি খুঁজে বেড়ায় তারা।

রাস্তার সাথে সংলগ্ন এই অরণ্যের এক ধারে এখন লেগেই থাকে রং বেরংয়ের মানুষের

ভিড়। সভ্য মানুষের কোপ নজর এড়িয়ে এখনও এক মস্ত বড় বটগাছ বেঁচে আছে এখানে। সেই গাছের নিচে ছাউনি তুলে বাস করে এক শাঁইজী। এক বাউল ফকির, আশেপাশে কয়েকঘর জংলী বুনোর বসত। শাঁইজীর এই ছাউনিটাকে সবাই বলে শাঁইজীর আখড়া। হরেক রকম ফকির বাউল আর সাধুবাবার মাঝে মাঝেই আবির্ভাব ঘটে এখানে। অনেক বাউরে বখাটে আর পাগল-ছাগলও সকাল-সন্ধ্যা ভিড় করে শাঁইজীর এই আখড়ার সামনে। পথশ্রান্ত পথিকেরাও অনেকে বটের ছায়ায় জুড়িয়ে নেয় শরীর। জংলী বুনোরা সবাই ভক্তি করে শাঁইজীকে। সুখে-দুঃখে তারাও এসে হাজির হয় শাঁইজীর কাছে। ওদিকে আবার ফুটবলের ছিঁড়ে কভার বা বাতাবী লেবু কুড়িয়ে এনে মাঠের রাখাল ছেলেরাও সময় সময় ফুটবল খেলে শাঁইজীর আখড়ার প্রাঙ্গণে। খেলে ডাংগুলি। সব মিলে এখানে অল্প বিস্তর কলরব কোলাহল লেগেই থাকে সব সময়।

সেই কোলাহলটা আজ তুঙ্গে উঠে গেল পাগল এক তরুণের কল্যাণে। মাঝে মাঝেই এই পাগলটা শাঁইজীর আখড়ায় আসে আর শাঁইজীর অন্নে ভাগ বসিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে। মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ আর পরনে শতচ্ছিন্ন প্যান্ট-শার্ট। লেখাপড়া জানা এই পাগলটাও স্বাধীন বাংলার ধুন্ধুমার কাণ্ডের এক করুণ শিকার। বঞ্চনা আর ভাঁওতাতে সে হুঁশহারা ও সর্বহারা। নাম তার আবদুর রাজ্জাক। কিন্তু সে নাম বড়বেশি কেউ জানে না। নিজেকে সে রাজা বলে জাহির করে আর অন্যেরাও তাকে তাই বলে ডাকে। এই রাজা পাগলার পাগলামিটা আজ তুঙ্গে উঠে গেছে। ছেঁড়া একটা ফুটবলের কভার টুপির মতো করে মাথায় দিয়ে রাজা এসে হাজির হলো হঠাৎ। কাউকে কোথাও না দেখে সে কভারটা হাতে নিয়ে টিপাটিপি করতে লাগলো আর আপন মনেই চিৎকার জুড়ে দিলো-দুশশালা! ফলস ফলস, এভরিথিং ফলস। কোন শালা বলে পৃথিবী গোলাকার? আসলে এর কোন আকারই নেই।

বলেই সে একটা কিল মারলো কভারে আর সেদিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠে বললো, লুক, যখন যেদিকে কিল পড়ে তখন ঠিক সেই আকার। দ্যাট ইজ কিলের কাছে সব একাকার। ইঃ আবার বলে কিনা উত্তর-দক্ষিণে কমলালেবুর মতো কিঞ্চিৎ চাপা। অল বোগাস।

কভারটা আবার চেপে ধরে বললো- আরে, চাপ দিলেই চাপা। জাস্ট লাইক এ পিস অফ ব্রেড। একদম রুটির মতো।

রুটির কথায় তার আবার ভাবান্তর ঘটলো। বললো এ্যাঁ, রুটি? শালা পৃথিবী, তুই তাহলে রুটি? ভেরি গুড ভেরি গুড! তাহলে তোকে আমি খাবো। আই শ্যাল ইট ইউ।

রাজা পাগলা কামড় দিলো কভারে। ঠিক সেই সময় সেখানে এসে হাজির হলো এক বুনো। নাম মংলু। মংলুর হাতে তীর-ধনুক আর হাঁটু পর্যন্ত তার দুই পায়ে ধুলোবালি আর কাদা। রাজাকে কভার কামড়াতে দেখে সে তাজ্জব হয়ে বললো হাইরে পাগেলা, তুহার ছরম লাইরে বা?

www.boighar.com

বিরক্তির সাথে রাজা বললো কিয়া লাইরে বা?

বইঘর.কম ও রোকন
মংলু বললো ই তু কি খাইছিস?
ঃ তুমহারা বাপকা মুণ্ডু খাইছি। খায়েগা? তুম থোড়া খায়েগা? বহুত উমদা চিজ। একদম ফার্স্ট ক্লাস।
ঃ হাইরে বা! উতো একটা খেলার বল বটে।
ঃ নো নো, বল নেহি। দিস ইজ এ গ্লোব।
ঃ গুলোব!
ঃ ইয়েস, গুলোব। অর্থাৎ পৃথিবী (কভারে আঙ্গুল দিয়ে) এই যে, এইখানে এশিয়া, এইখানে এ্যামেরিকা, এই খানে সুমেরু আর এইখানে কুমেরু। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?
ঃ লাইবাবু, তু আখুন বেহাল আছিস্ সবটে।
ঃ হা হা হা, বেহাল? (কভারটা আবার চেপে ধরে) লুক, একদম রুটি। এ পিস অফ ব্রেড। পৃথিবীটা আসলে কিছুই নয়, সেরেফ একটা রুটির মামলা। সমঝা?
ঃ রোটি?
ঃ ইয়েস এ্যাণ্ড ডেলিশাস।
রাজা আবার কভারটা কামড়াতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ কামড়ানোর পর সে মুখ বিকৃত করে বললো ঃ থুঃ, অখাদ্য। শালা পৃথিবীটা একদম একটা অখাদ্য বস্তু। একে ভাল করে টেস্ট না করলে বোঝা যায় না এ শালা ডেলিশাস, না ডার্টি।
মংলু এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলো না। বললো ইতু কি বুলছিস রাজাবাবু?
কভারটাকে পা দিয়ে হাই শট মেরে মংলুর কাছে দিয়ে রাজা পাগলা ফের বিজ্ঞের মতো বললো, দাও ফিরে সে অরণ্য লহো এ নগর।
বোম শংকর আওয়াজ দিয়ে এই সময় রাস্তা থেকে নেমে এলো শম্ভুজি নামের এক সাধুবাবা। হাতে গাজার কলকে, পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, আর দাড়ি গোঁফে সাধু বাবার মুখমণ্ডল আবৃত। মংলু ও রাজা তার দিকে চেয়ে রইলো। শম্ভুজি এসে শাহজীর আখড়ার একপাশে বসলো আর আবার আওয়াজ দিলো ব্যোম ভোলা।
বুড়ো আংগুল নাড়তে নাড়তে রাজা পাগলা তার কাছে এসে ব্যঙ্গ স্বরে বললো কাচকলা।
শম্ভুজি মুখ তুলে বললো কিয়া বেটা?
রাজা বললো-পগার পার।
ঃ কৌন বেটা।
ঃ শংকর বাবা, তুমহারা শংকর।
পায়ে পায়ে মংলুও কাছে এসেছিল। এবার সে বিস্মিত কণ্ঠে বললো ছংকর? দেউতা ছংকর?
রাজা বললো হ হ দেউতা ছংকর। ইওর গড ছংকর। বেগতিক বুঝে ব্যাটা আগেই কুইক মার্চ। একদম দে ছুট
ঃ কুথায় গেল?
ঃ ছছুর বাড়ী। অন দি টপ অপ দি এভারেস্ট। হিমালয়ের মাথায় উঠে পৃথিবীর দিকে

ব্যাক সাইড দিয়ে বসে আছে।
শম্ভুজি মুচকি হেসে বললো কেউ? কিসলিয়ে বেটা?
রাজা বললো আনন্দে। দুনিয়ার সোহাগ সইতে না পেরে মনের আনন্দে শ্বশুরবাড়িতে পালিয়ে গেছে। ব্যাটা বেঁচে গেছে। পালাও, তোমরাও পালাও। দুনিয়ার এখন যা অবস্থা, তাতে যে কোন মুহূর্তে দুনিয়াটা চুরমার হয়ে যেতে পারে। যে যেখানে আছো পালাও শিগগির পালাও
রাজা মিয়া অস্থির হয়ে উঠলো। কলকে কপালে ঠেকিয়ে শম্ভুজি আওয়াজ দিলো ব্যোম শংকর।
মংলু বললো হেই ছংকর বাবা, ই পাগেলা বাবু আজ জব্বোর বেহাল হইচে বটে।
একথায় রাজা ফের হেসে উঠে বললো বেহাল! হা হা হা । সব শালার হাল এখন বেহাল। কারো হালে আর পানি পাচ্ছে না, বুঝলে?
মংলু বিরক্ত হয়ে বললো আহ! তু চুপ কর রাজাবাবু।
কে শোনে কার কথা। মংলুর সামনে এসে রাজা এবার হেলে দুলে গান ধরলো "চাচাহো, হালে আর পানি পেলো না।
মাঝ দরিয়ায় নৌকা নিয়ে সব ব্যাটা আজ তালেকানা চাচাহো চাচাহো হালে আর পানি পেলো না"। হতবুদ্ধি মংলু বললো হাইরে বা!
গেয়েই চললো রাজা, ভাঙ্গা হালের ছেঁড়া কাছি
কেউ বলে না আমি আছি,
শংকর গেছে, গড মরেছে, ভাবছে এবার রাব্বানা,
চাচাহো হালে আর পানি পেলো না।
সন্ত্রস্ত কণ্ঠে মংলু বললো, হেই রাজা বাবু! উ কুথা বুলবেক লাই। উতে পাপ হয়।
রাজা মিয়া রেগে গিয়ে বললো পাপ! রাম রহিম ইষ্ণু-বিষ্ণু সব ব্যাটা বাপ বাপ করে পালালো, আর আমার বলাতেই পাপ! ননসেন্স।
গাঁজার কলকের আগুন টিপে শম্ভুজি আওয়াজ দিলো ব্যোম শংকর!
রাজা বললো আরে থাম ব্যাটা শংকর। আর ব্যোম ব্যোম করে লাভ নেই। এবার নিজেদের কথা ভাবো।
ঃ নিজেদের কথা বেটা?
ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজেদের কথা। ওয়াটস ক্লাইভ ওয়াটসন কোম্পানির কথা থাক, ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজ প্রসঙ্গ পরিহার করুন। নিজেদের কথা ভাবুন, রাজা নিজেদের কথা ভাবুন।
দিশেহারা কণ্ঠে মংলু বললো, আহ! ই পাগেলা তো বেজায় কেচাল করলেক বটে।
রাজা বললো কেচাল! দেখতে পাচ্ছো না পৃথিবীটা দুমড়ে যাচ্ছে মুষড়ে যাচ্ছে। এখনই ভেঙ্গে যাবে পৃথিবীটা? মাটি চাপা পড়বে তুমি? সেঁদিয়ে যাবে মাটির মধ্যে? চোখ নেই? হুঁশ নেই?

বইঘর.কম ও রোকন
এবার যারপরনাই ক্ষেপে গেল মংলু। তীর-ধনুক বাগিয়ে সে বললো, হাপে চুপ। ছালা ভুখ হামার পেটে আগুন লাগাইচে আর তু হামার মাথায় আগুন লাগাইচিস বটে। থাম, তুরে আখুনি হামি ঠাণ্ডা বানাই ছাড়বেক হ।

আতকে উঠে রাজা ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগলো আর বলতে লাগলো খুন খুন। টর্চার জুলুম। চারদিকে জালিম আর পাষণ্ড। বাঁচাও বাঁচাও।

রাস্তার উপর শাঁইজীর গলা শোনা গেল। ভিক্ষে শেষে গীতকণ্ঠে আখড়ায় ফিরে আসছে সে। কাঁধে ঝোলা, পরনে আলখেল্লা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। শাঁইজীর গলা শুনেই রাজা ও মংলু চুপ হয়ে গেল। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো তারা। গান গাইতে গাইতে শাঁইজী তার আখড়ার দিকে আসতে লাগলো ঃ

রাসূল নামের ফুল এনেছিরে
আয় গাঁথবি মালা কে?
(এই) মালা দিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাহ তায়ালাকে
আয় গাঁথবি মালা কে?
অতি অল্প ইহার দাম
শুধু আল্লাহ রাসূল নাম
এই মালা পরে দুঃখ শোকের
ভুলবি জ্বালাকে
আয় গাঁথবি মালা কে?

শাঁইজী এসে শম্ভুজীর পাশে দাঁড়াতেই শম্ভুজী হৃষ্টচিত্তে বললো বহুত খুব শাঁইজী বহুত খুব। দীল একদম সাফা হো গিয়া।

শাঁইজী বললো কুয়ী খানাপিনা মিলা, শম্ভুজি? নেহি শাঁইজী। সব শংকরজি কা মর্জি। ব্যোম শংকর।

গাঁজার কলকে কপালে ঠেকালো। মংলুর দিকে চেয়ে শাঁইজী ফের বললো মংলু, তোমার হাতও খালি যে? শিকার কিছু পাওনি নাকি?

জবাবে মংলু আফসোস করে বললো, লাই ছাইজী, একদম বেকার। দুনিয়ায় জঙ্গল রহিলেক লাই, জানোয়ার কুথায় থাকবে, তু বল?

ঃ তাজ্জব!

ঃ দিনভর হামি চুড়িয়া ফিরিলেক। লেকেন সোব কুপাল। জঙ্গল সাফা হই গেইচে তো জানোয়ার ভি সাফা হই গেইচে। হামরা কেউ আর বাঁচবেক লাই শাঁইজী। সোব খতম হই যাইবেক বটে।

মংলু তার হাতের তীর-ধনুক মাটিতে ফেলে দিলো। শাঁইজী উদাস কণ্ঠে বলতে লাগলো উঃ। একি নেশা! একি উন্মাদনা! আল্লাহর সৃষ্ট বন-জংগল অন্ধ মানুষ উন্মাদের মতো ধ্বংস করছে। স্বার্থের মোহে তারা একবিন্দুও বুঝতে পারছে না যে, নিজের পায়ে

নিজেই তারা কুড়োল মারছে। কি অন্ধ! কি নির্বোধ সব।
শাঁইজীকে উদাস দেখে মংলু বললো ছাইজী
সম্বিত ফিরে এসে শাঁইজী বললো ও হ্যাঁ, তাইতো। শিকার করাই তোমার পেশা। জন্তু জানোয়ার না পেলে- রাজা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললো- ঝুট বিলকুল ঝুট।
ঃ ঝুট?
ঃ ইয়েস। নগর বন্দর রাস্তা ঘাট সব জায়গায় জন্তু জানোয়ারের দল গিজ গিজ করছে, ভিড় ঠেলে এগুলো যাচ্ছে না আর ও ব্যাটা জানোয়ার খুঁজে পাচ্ছে না।
এরপর রাজা মিয়া মংলুকে লক্ষ্য করে বললো আরে এই, তুইও তো একটা জানোয়ার। এ বাইপেড এ্যানিম্যাল। মার ঐ তীর তোর নিজের বুকে মার। তুই মর। সবাই তোকে পুড়িয়ে কাবাব করে খাক।
মংলু অসহায় কণ্ঠে বললো হামারে? হামারে বা! ই কুন কুথা বুছিস বটে!
ঃ কি? মায়া লাগছে? এই গ্যাটিস মারা লাইফটার ওপর এখনও এত মায়া? তো দাঁড়া, তোর সিগন্যাল আমিই ডাউন করে দিই।
তীর ধনুক কুড়িয়ে নিয়ে রাজা ধনুকে তীর সংযোজন করলো। তা দেখে মংলু চিৎকার দিয়ে শাঁইজীর কাছে ছুটে এলো। শাঁইজী রাজাকে ধমক দিয়ে বললো আহ! রাজা মিয়া এসব কি হচ্ছে? কি হচ্ছে এসব?
থতমত খেয়ে রাজা মিয়া তীর-ধনুক ফেলে দিলো। মুখের কাছে হাত নিয়ে শাঁইজী ফের রাজা মিয়াকে বললো খাওয়া হয়েছে, খাওয়া।
রাজা মিয়া চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ খাদ্য? আইমিন ফুড? কৈ কোথায় খাদ্য? কোথায়? আমি ক্ষুধার্ত। আই এ্যাম ভেরী হাংরী।
রাজা পেট চেপে ধরলো। ঝোলায় হাত দিয়ে শাঁইজী বললো তাহলে চুপ করে বসো ওখানে। গোলমাল করো না। আমি এগুলো ফুটিয়ে নেই গে। পাক নামলেই তোমাদের ডাক দেবো।
ঃ থ্যাং ইউ থ্যাং ইউ।
রাজা মিয়া ওখানেই থপ করে বসে পড়লো। শাঁইজী এবার মংলুকে বললো, তুমিও গামছা পাতো। দেশে আকাল। গাঁয়ে গঞ্জে সবারই ভাতের অভাব। ভিক্ষে আর আজকাল তেমন পাওয়াই যায় না। তবু যা পেয়েছি, তা থেকে তুমিও কিছু নিয়ে যাও। শিকার পাওনি, মেয়েটাকে নিয়ে খাবে কি?
মংলু উৎসুক কণ্ঠে বললো, তু দিবি? তু দিবি শাঁইজী?
শাঁইজী বললো হ্যাঁ, দেবো বৈ কি! আমি না হয় আজ একটু কম খাবো। তুমি নাও।
ঝোলা থেকে কিছু চাল মংলুর গামছায় দিলো। খুশি হয়ে আর তীর-ধনুক তুলে নিয়ে মংলু তখনই বাড়ীর দিকে ছুটলো। যেতে যেতে সে গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগলো, তু মানুষ লাই আছিস ছাইজী, তু দেউতা আছিস, দেউতা আছিস বটে।

বইঘর.কম ও রোকন
মংলু বিদেয় হলো। শাঁইজীও তার ছাউনীর মধ্যে চলে গেল। নড়েচড়ে বসে রাজা আবার সশব্দে বললো দুশশালা, দেউতা কি হবে? মানুষই পাওয়া যাচ্ছে না, তাতে আবার দেউতা!

রাস্তা বেয়ে নানা ধরনের লোক যাচ্ছে, লোক আসছে। কেউ এদিকে খেয়াল করছে, কেউ খেয়াল করছে না। কেউ গল্পে গল্পে চলে যাচ্ছে কেউ বা যাচ্ছে আপনভাবে। এই সময় রাস্তার উপর মামুন-উর রশিদ মামুনকে দেখা গেল। সে শহরের দিকে যাচ্ছে। পেছনে খাদেম আলী নামের তার এক চাকর। খাদেম আলীর হাতে সুটকেস, মাথায় বেডিং। আস্তে আস্তে তারা শাঁইজীর আখড়ার কাছে চলে এলো। মামুনের চাকর খাদেম আলী হুঁশে কম, কিন্তু কথা বলার শখ তার প্রচণ্ড। কথার পিঠে কথা বলার আগ্রহ সে চেপে রাখতে পারে না। রাজা পাগলার কথাটা কানে গেল দুজনেরই। মামুন সেদিকে চোখ তুলে তাকালো। খাদেম আলী সংগে সংগে বললো মানুষ পাওয়া যাবে কি করে? মানুষ আর কে আছে ভাইজান? থাকার মধ্যে এই এক আপনি আর এক আমি।

মামুন তাকে ধমক দিয়ে বললো তুই থাম।

ঃ জি আচ্ছা।

খাদেম আলী মাথা নিচু করলো। মামুন দাঁড়িয়ে গেল আখড়ার সামনে। উস্কোখুস্কো রাজা পাগলা আর জটাধারী শম্ভুজীকে দেখে সে সবিস্ময়ে বললো, এ্যাঁ একি! এরা কে?

মাথা তুলে শম্ভুজীকে দেখেই খাদেম আলী শশব্যাস্তে বলে উঠলো, চাকরি শ্যাষ! ভাইজান, এবার নির্ঘাত ভস্ম। দাঁড়াবেন না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলুন।

ঃ তার মানে? এরা এখানে কেন?

ঃ এখানেই তো থাকবে। এটা যে শাঁইজীর আখড়া। এখানেই এরা থাকে এখন।

ঃ শাঁইজীর আখড়া মানে?

ঃ চাকরি শ্যাষ। এসব খবর কিছুই রাখেন না? অনেক দিন থেকেই তো এক শাঁইজী আছে এখানে। এরা সব ঐ শাঁইজীর শিষ্য। তাড়াতাড়ি চলুন। নইলে ঐ সাধুবাবা আমাদের ভস্ম করে দিতে পারে।

ঃ চুপ।

ঃ জি আচ্ছা।

খাদেম আলী আবার মাথা নিচু করলো। এক পা দুপা করে আখড়ার দিকে এগিয়ে এলো মামুন। সুটকেস বেডিং নিয়ে খাদেম আলীও ভয়ে ভয়ে তার পিছে পিছে এলো। মামুন এসে শম্ভুজির কাছাকাছি হতেই কলকে কপালে তুলে শম্ভুজি বললো, ব্যোম শংকর। এক ছিলুম চলেগা বেটা?

মামুন রুষ্ট কণ্ঠে বললো থাক, ওটা তুমিই আর একবার খেয়ো। নইলে ভড়ং জমবে কি করে?

এরপর মামুন রাজাকে প্রশ্ন করলো, তোমরা এখানে বসে বসে কি করো?

কথাটায় গুরুত্ব না দিয়ে রাজা মিয়া বললো, ইট এ্যাণ্ড বি মেরী। খাই দাই ঘুমাই।

ঃ সেই খাওয়াটা আসে কোত্থেকে?
জবাব দিলো খাদেম আলী। বললো ভিক্ষে করে খায়। ক্ষেপে গেল রাজা। বললো নো নেভার।
মামুন বললো, তবে কি হাওয়া খেয়ে বাঁচো? রাজা স্বচ্ছন্দে বললো, অলমোস্ট এ্যান্ড ফ্রি অফ কষ্ট। দুইচোখ বড় বড় করে খাদেম আলী স্বগতোক্তি করলো চাকরি শ্যাষ! এযে দেখছি ইংরেজীর বুলেট।
রাজার মুখে ইংরেজী শুনে মামুনও বিস্মিত হলো। সে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললো, তাজ্জব। তুমি তাহলে ....
মুখ থেকে কথা কেড়ে খাদেম আলী বললো, ছোটখাটো নয় ভাইজান। একেবারে তাল গাছের মতো তাজ্জব।
মামুন মিয়া রেগে গিয়ে বললো, তুই থামবি?
মাথা নিচু করে খাদেম আলী বললো, জি আচ্ছা। আর কথা বলবো না।
ঃ উল্লুক কাহাকার।
রাজা মিয়া যোগ দিয়ে বললো, নাম্বার ওয়ান।
শম্ভুজী এতক্ষণ এদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে মামুনকে প্রশ্ন করলো, কাহাছে আতা হ্যায়, বেটা?
মামুন কিছু বলার আগেই আবার হে হে করে হেসে খাদেম আলী বললো ঐ যে, ঐ পেছনের গ্রাম থেকে, বাবা।
শম্ভুজী বললো যায়েগা কাঁহা?
খাদেম আলী বললো, ঐ তো, সামনের ঐ শহরে।
ঃ উও সাহাব বহুৎ বড় আদমী হ্যায়, না?
ঃ বহুৎ বড় আদমী, বাবা। একটা আলীশান চাকরি পায়্যা হ্যায়।
ঃ আলীশান চাকরি। উও কিয়া, বেটা?
ঃ মানে, এই এতটুকুন নয়, বাবা। একটা ঢোলের মতো না না তার চেয়েও বড়, মানে একটা ঢেঁকির মতো চাকরি পায়্যা হ্যায়।
শাঁইজী বিস্মিত কণ্ঠে বললো- ঢেঁকির মতো।
খাদেম আলী বললো-কিছুই বুঝতে নাহি পারতা হ্যায়?
হেড মাষ্টার হেড মাষ্টার। বড় ইস্কুলের হেড মাষ্টার। তাড়াতাড়ি যোগদান করার দরকার হ্যায় তো, তাই আমরা এখন শহরে যাতা হ্যায়।
ঃ জিতা রহো বেটা। ব্যোম শংকর।
ঃ হ্যাঁ বাবা করো, এই সময় মন ঝেড়ে খানিকটা দোয়া মানে ঐ ব্যোম ব্যোম করো। এতবড় চাকরি কি আর যার তার কপালে জোটে?
খাদেম আলীকে এখানে দোষ দেয়া যায় না। দেশী-বিদেশী এক গাদা ডিগ্রি নিয়ে মামুন-উর রশিদ মামুন দীর্ঘদিন ধরে বেকার। হাইস্কুলের এই হেড মাষ্টারের চাকরিটা সে

বইঘর.কম ও রোকন
অনেকটা বরাতের জোরেই পেয়েছে। অথচ কলেজ-ভারসিটি আর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা বড় বড় পদ নিয়ে বসে আছে, কি বিদ্যার দিক দিয়ে কি অন্যান্য দিক দিয়ে, মামুনের যোগ্যতার পঁচিশ পারসেন্ট যোগ্যতাও তাদের প্রায় নব্বইজনের নেই। তাদের একমাত্র যোগ্যতা তারা শাসকগোষ্ঠীর দলীয় লোক আর শাসকগোষ্ঠীর অন্ধ সমর্থক। উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে। খাদেম আলী অতশত বুঝে না। একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেলেই খাদেম আলী যেখানে বর্তে যায়, সেখানে হাইস্কুলের হেড মাষ্টারের পদ তার কাছে একটা আলীশান কিছু বৈ কি?

কিন্তু মামুন মিয়া খাদেম আলীর এই পাগলামি অধিকক্ষ সহ্য করতে পারলো না। ধমকের সুরে বললো, খাদেম আলী।

www.boighar.com

জি আচ্ছা. বলে খাদেম আলী থেমে গেল। মামুন মিয়ার প্রতি রাজা মিয়া হাত নেড়ে বললো, হেড মাষ্টার? তুমি হেড মাষ্টার? অলরাইট। কাম হেয়ার।

মামুন মিয়া নাখোশকণ্ঠে বললো, কে তুমি?

রাজা বললো আমি? আই এ্যাম দি চেয়ারম্যান অফ দি পাবলিক সার্ভিস কমিশান। আমি তোমার যোগ্যতা পরীক্ষা করবো।

মামুন মিয়া হেসে বললো, যোগ্যতা পরীক্ষা?

রাজা বললো, ইয়েস। হোয়াটস্ ইওর কোয়ালিফিকেশান?

খাদেম আলী সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, চাকরি শ্যাষ! এবার লাগলো ঠককড়।

রাজা মিয়া বললো হোয়াট?

খাদেম আলী ক্ষেপে গিয়ে বললো- আরে রাখো মিয়া। কার কাছে ফ্যাট, ফ্যাট করছো। তুমি বুলেটই হও আর বোমাই হও, (মামুনের প্রতি ইংগিত করে) এটা একেবারে ইংরেজীর গোডাউন।

ঃ তাই নাকি?

ঃ দ্যাশের বিদ্যা শ্যাষ। বিলেতে যা ছিল, তাও ঝেড়ে মুছে নিয়ে এসেছে। এখন সেখানে কেউ গেলে আর এক ছটাকও পাবে না।

খাদেম আলী বুড়ো আঙ্গুল নাড়লো। রাজা বললো, তার মানে? খাদেম আলী বললো এম এ এম এ। ডপল।

ঃ ড্যাম ইওর ডপল। ওসব ধোপে টিকবে না।

ঃ এ্যাঁ!

ঃ ওর পেছনের খুঁটি শক্ত আছে?

ঃ খুঁটি? চাকরি শ্যাষ।

তাড়াতাড়ি সুটকেস বেডিং নামিয়ে রেখে খাদেম আলী মামুনের পেছনের দিকটা দেখে নিলো। এরপর বললো, কৈ, না তো।

ঃ গায়ে ভাঁড়ের রক্ত আছে?

ঃ রক্ত? কৈ, না।

ঃ বাড়ীতে তেলের ঘানি আছে?
ঃ না।
ঃ বন্দুকের কারখানা?
ঃ না তো!
ঃ হোপলেস।
ঃ কি বললেন?
ঃ ছক্কা পাঞ্জা বুঝে?
ঃ সে কি!
ঃ পিঠে কুঁজ আছে?
ঃ কুঁজ।
ঃ কথার আগেই দাঁত বেরোয় তো?
ঃ দাঁত!
ঃ সালাম ঠুকার স্পীড কত? মানে মিনিটে কবার হাত তুলতে নামাতে পারে।
ঃ কি মুশকিল! এসব তো কিছুই দেখিনি।
ঃ ব্যস হয়ে গেল।
মামুন মিয়া এতক্ষণ দুই পাগলের পাগলামি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। এরপর বিরক্ত হয়ে বললো, কি হয়ে গেল!
রাজা বললো চাকরি শ্যাষ। আর যেয়ে লাভ নেই। মামুন বললো, ইডিয়েট।
এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে খাদেম আলীকে বললো চলে আয়, বেডিং সুটকেস তুলে নিয়ে চলে আয় জলদি।
তারা অগ্রসর হলো। এই সময় শাইজীর ছাউনির পেছনের দিকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ উঠলো- খুন খুন। বাঁচা হামারে বাঁচা।
আওয়াজ শুনে রাস্তার উপর উঠেই আবার দাঁড়িয়ে গেল মামুন। এক বুনো তরুণীকে তাড়িয়ে নিয়ে দা হাতে শাঁইজীর আখড়ায় ফের ছুটে এলো মংলু। তরুণীটি ছুটে এসে বাঁচা হামারে বাঁচা, বলে শাঁইজীর পেছনে লুকালো।
তরুণীর নাম লছমী। বয়স আঠারো-উনিশ। সে মংলুর মেয়ে। লছমীর খোপায় লাল ফুল গোজা। গায়ে আট শার্ট করে পরা একটা শতছিন্ন লাল শাড়ি। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় লছমীর চেহারা। অপরূপ তার দেহের গঠন আর মনোরম তার চোখ-মুখের কাটিং। গায়ের রং আলকাতরার মতো মিশকালো না হলে, সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক সুন্দরী মেয়েও তার পাশে দাঁড়ালে ম্রিয়মাণ হয়ে যেতো।
লছমী এসে শম্ভুজীর পেছনে দাঁড়ালে মংলু ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, কুথায় পালাবি হারামি? তুরে হামি জরুর খুন করবেক বটে।
দা বাগিয়ে শম্ভুজীর কাছে এসেই মংলু বললো, ছরে যা শম্ভুজী তু ছরে যা। উকে হামি আজ ছাড়বেক লাই।
শম্ভুজী ব্যস্তকণ্ঠে বললো, কি হুয়া, কিয়া হুয়া বেটা? তুমহারা দিমাগ আভি আচ্ছা নেহি

বইঘর.কম ও রোকন
বিলকুল। ইয়ে তো তুমহারা লেড়কি হ্যায়!
মংলু বললো লাই লাই, উ হামার লেড়কি লাই আছে। উ হামার দুশমন আছে বটে।
লছমী মিনতি করে বললো, বাঁচা, তু হামারে বাঁচা শম্ভুজী।
মংলু ধমক দিয়ে বললো, হাপে চুপ। তুর বাপ আখুন তুকে বাঁচাতে পারবেক লাই।
রাজা বললো- আলবত পারবে। বাপ তার দা খানা ফেলে দিলেই মেয়ে বেঁচে যাবে।
জংগলের ভেতর থেকে ছোরা বাগিয়ে ছুটে এলো বদরু। বদরউদ্দীন বদরু। উৎকট পোশাকের এক উদ্ভট যুবক।
সে ছুটে এসে বললো, বেঁচে ফের যাবে কোথায়? আমার টাকাটা ফেরত দিয়ে যেখানে ইচ্ছে যাক। নইলে বাপ বেটি আজ কারো রেহাই নেই।
মংলু বললো, তু লিয়ে যা, তু লিয়ে যা বাবু। হারামিরে তু লিয়ে যা।
লাফ দিয়ে লছমীর দিকে হাত বাড়িয়ে বদরু বললো, চলে আয়
লছমী ভীত কণ্ঠে বললো ছংকর বাবা!
শম্ভুজী বদরুকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুম কৌন হ্যায়?
বদরু সগর্জনে বললো, তোমার বাপ হ্যায় ভাগ,
ভাগ শালা এখান থেকে!
ঃ ভাগে গা! তব কাহা যায়েগা?
ঃ জাহান্নামে।
ঃ জাহান্নামে? জাহান্নাম কি ধার হ্যায়?
ঃ তবে রে শালা! তোকে আগে জাহান্নামই দেখাই।
শম্ভুজীর বুকের উপর ছোরা তুললো বদরু। শম্ভুজী শশব্যস্তে বললো, দেখলিয়া ম্যয় জরুর দেখলিয়া। আওর জরুরত নেহি।
ব্যোম শংকর আওয়াজ দিয়ে শম্ভুজী একপাশে সরে গেল। বদরু দৌড়ে গিয়ে লছমীর হাত ধরে বললো, চলে আয় হারামি
লছমি আকুল কণ্ঠে বললো, লাই লাই, হামি যাইবেক লাই।
লছমিকে টানতে টানতে বদরু বললো, জরুর যাইবেক। যাইবেক নাই বললেই হলো?
লছমিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। সবাইকে নীরব দর্শক দেখে রাস্তা থেকে ফের ছুটে এলো মামুন। বদরুর সামনে এসে দৃঢ়কণ্ঠে বললো না, ও যাবে না।
ঃ ওর বাপ যাবে।
ঃ তাহলে ওর বাপকেই নিয়ে যাও। ওকে ছেড়ে দাও।
মংলু একথায় চিৎকার করে বললো, ছাড়িস না ছাড়িস না বাবু। তু লিয়ে যা।
মামুন মিয়া ধমক দিয়ে বললো, খামুশ! ইডিয়েট কাহাকার।
অসহায় লছমী মামুনের দিকে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলো, বাবুজী বাবুজী,
মামুন পথ আগলে দাঁড়ালো, মামুনের দিকে কটমট করে চেয়ে বদরু বললো, বটে! এ

আবার কোন মাতবর। এই কি চাই এখানে? মামুন বললো, কৈফিয়ত।
ঃ কিসের কৈফিয়ত?
ঃ মেয়েটার হাত ধরেছো কেন?
ঃ সেটা আমার খুশি।
ঃ তোমার এত খুশি কোত্থেকে এলো?
ঃ টাকা থেকে, টাকা। টাকা ছুড়েছি মাল কিনেছি।
ঃ বটে! টাকা ছুড়লেই সবকিছু পাওয়া যায়?
ঃ আলবত!
ঃ আলবত? ঠিক আছে। আমিও টাকা ছুড়ছি, তোমার বোন থাকলে তাকে এনে দাও দেখি।
গর্জে উঠলো বদরু। বললো খবরদার! যতবড় মুখ নয়, তত বড় কথা? জানো আমি কে?
ঃ জানি। তুমি একটা জানোয়ার।
ঃ তবেরে শালা।
লছমীকে ছেড়ে দিয়ে মামুনকে ছুরি মারতে গেল। মামুন ছুরিসহ বদরুর হাত ধরে ফেললো আর উভয়ের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হলো। এই ফাঁকে লছমী বাঁচা হামারে বাঁচা বলে দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজা এতক্ষণ বসেছিল। এবার সে লাফ দিয়ে উঠে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, নির্ভয় সেনাপতি, রাজা আছে পেছনে তোমার।
বলেই সে ছুটে এসে সজোরে ধাক্কা মারলো বদরুকে। তাল সামলাতে না পেরে বদরু সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার হাতের ছুরিটা ছিটকে গেল দূরে। মামুন ছুটে গিয়ে ছুরিটা তুলে নিতেই আতকে উঠলো বদরু। মাটি ধরে উঠেই সে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল।
তা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো রাজা। কৃতজ্ঞতার সাথে মামুন-উর রশিদ বললো, ধন্যবাদ। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ না দিয়ে পারছিনে।
নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসতে বসতে রাজা মিয়া সাহেবী কায়দায় বললো, নো নীড। হামি হামার কর্তব্য করিয়াছে।
মামুন সবিস্ময়ে বললো, তুমি কে?
রাজা মিয়া মুডের সাথে বললো রাজা, দি কিং। একটা সিগারেট দিনতো?
ঃ আমি সিগারেট খাই না।
ঃ থ্যাঙ্ক ইউ।
মংলু এতক্ষণ বিভ্রান্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে অসহায় কণ্ঠে বলে উঠলো, তু ইকাম কেনে করলি বাবু? দু কুড়ি দছ টেকা হামি আখুন কুথায় পাবো?
মামুন বললো, দু কুড়ি দশ টাকা।
ঃ হ বাবু। উ গুণ্ডাবাবু লছমীরে দু কুড়ি দছ টেকার একটা লোট দিলো আর উহার মকানে কাম করতে বুললো। লছমি সি লোট আগুনে পুড়াই দিলেক বটে।

ঃ বেশ করেছে। টাকার লোভে তুমি মেয়ে বেচে দেবে? তোমার বিবেক বলে কিছু নেই?

ঃ হাইরে বাবু, পেটে ভুখ লাগলে লজরের আলো লিভে যায়। তামাম দুনিয়া আঁধার হই যায়। তখন কুথায় কি থাকে, কুছু দিখা লাই যায় বাবু কুছু দিখা লাই যায়

উদ্ভ্রান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে মংলু চলে যেতে লাগলো। মামুন বললো এই, শোনো শোনো-

ঃ লাই বাবু। আখুন দু কুড়ি দছ টাকা লাই দেবো তো উ গুণ্ডাবাবু হামারে খুন করবেক জরুর। ই ঝুট ঝামেলা হামি করবেক লাই লছমীরে হামি জরুর উহার মকানে পাঠাই দিবেক বটে, জরুর

মংলু হন হন করে চলে গেল মামুন তবু ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকতে লাগলো, আরে এই এই

রাজা হাত তুলে বললো, যেতে দাও। ও ঠিকই করছে। হি ইজ রাইট।

ঃ রাইট! তাই বলে দুনিয়া থেকে মান সম্ভ্রম সব

ঃ সো হোয়াট? দুনিয়া কার? তোমার? আমার? নো, নেভার। যার টাকা যার ক্ষমতা এ দুনিয়া তার। দি ওয়ার্ল্ড ইজ এ কল গার্ল যদি পারো দুনিয়ার মুখে থু থু দাও। স্পিট এ্যাট ইট

ঃ কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হলো না?

ঃ সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না।

ঃ নিশ্চয়ই হবে। দুনিয়ার সবাইকে পাগল হলে চলবে না।

নাখোশভাবে মামুন মিয়া ফের রাস্তার দিকে চলে গেল। হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো রাজা। বললো দুনিয়া? হু। সি ইজ এ প্রফলিগেট! বেশ্যা!

এই সময় বলের ছেঁড়া কভারটা নজরে পড়তেই রাজা পাগলা ছুটে সেখানে গেল এবং কভারটায় উপর্যুপরি লাথি মারতে মারতে গান ধরলো -

দুনিয়াকো লাথ মারো
দুনিয়া সালাম করে
যুগ যুগ সালাম করে
দুনিয়া তুমারা হ্যায়
দুনিয়াকো মজা লেলো -

৩

মিঃ ইরাজ আলী পাটোয়ারী স্থানীয় শহরের এক প্রচণ্ড প্রভাবশালী জননেতা। মিঃ পাটোয়ারী নামেই তিনি খ্যাত। শাসকগোষ্ঠীর তিনি এই শহরের প্রতিনিধি। এমন প্রতিনিধি আর প্রতিভূ দেশের সর্বত্রই বিদ্যমান। দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে বিরাজ করছেন তারা। তাদের পেছনে আছে পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট অগণিত উপনেতা, পাতিনেতা আর চেলাচামুণ্ডার দল। শহর নগর বাজার বন্দর ছেয়ে আছে তারা। একদিকে সাধারণ লোকের অন্নবস্ত্র আর নিরাপত্তার নিদারুণ অভাব, অন্যদিকে লুটপাট আর শক্তির বল্গাহীন মহড়া। নখ ফুলে কলাগাছ হচ্ছে কিছু লোক, অগণিত মানুষ

নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হচ্ছে প্রতিদিন। একদিকে নিরন্নের অসহায় আহাজারি, অন্যদিকে আমোদ আর উল্লাসের বেপরোয়া প্রবাহ।

মিঃ পাটোয়ারীর বাগানবাড়িতে বসেছে এমনই এক আমোদের আসর। ধান্দাবাজির বৈঠকও বটে। পাটোয়ারী সাহেব এসে এখনো পৌছাননি। মিস রোজী নাম্নী এক তরুণীকে ঘিরে হল্লা জুড়ে দিয়েছে পাটোয়ারীর কয়েকজন পেটোয়া তরুণ। রোজীর পরনে দামি সালোয়ার-পাঞ্জাবি আর পায়ে নূপুর বিষণ্ণভাবে বসে আছে রোজী। চিন্তামগ্ন সে তাকে উৎসাহিত করে তুলতে সকলেই সোচ্চার। পাটোয়ারীর আজ্ঞাবাহী এক অসৎ যুবক তার নামকা ওয়াস্তে শিক্ষক রতন এসে রোজীকে নির্দেশ দিয়ে বললো, আজ কিন্তু ঠুংরী ম্যাডাম। নাচ চলবে দীর্ঘক্ষণ স্যার আজ অনেকক্ষণ এই বাগানবাড়িতে থাকবেন। কাজেই বুঝতে পারছেন, নন ষ্টপ নাচ গান

মিস রোজীর চিন্তাভাবনায় উল্টো স্রোত বইছিল। সে প্রতিবাদ করে বললো... নো নো, আই এ্যাম ফেড আপ। আমি আর এসব পারবো না।

রতন মিয়া হেসে বললো. তাই বললেই কি হয় ম্যাডাম। এতদূর এগিয়ে এসে

মিস রোজী বাধা দিয়ে বললো, না। আমার নেশা কেটে গেছে আমি আর এখানে থাকবো না।

ঃ এত শিগগির?

ঃ আরো শিগগির কাটলে আমি খুশি হতাম।

ঃ তা যখন কাটেনি তখন

ঃ তখন?

ঃ ট্রেন অলরেডী ছেড়ে দিয়েছে। আর নামার চান্স নেই।

ঃ দরকার হলে লাফ দিয়ে নামবো

ঃ সর্বনাশ! এতবড় রিস্ক নেবেন না ম্যাডাম। আর না হোক, হাত পাগুলো ভেঙ্গে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং শিকড় গেড়ে বসে দুহাতে আখের গুছিয়ে নিন দুর্দিনে কাজ দেবে।

ঃ রাবিশ! এটা আখের গুছানো নয়, আখের খোয়ানো।

ঃ নেভার নেভার। আরে ম্যাডাম, ভাই বেরাদর আত্মীয়স্বজন সব মিথ্যে। দুর্দিনে কেউ কাজে আসে না। আখেরের একমাত্র সম্বল হচ্ছে মানি, আইমিন টাকা।

রতন আঙ্গুল বাজাতে লাগলো। মিস রোজী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ড্যাম ইট! আমি কি টাকার জন্য এখানে এসেছি?

বদরউদ্দীন বদরু একপাশে বসেছিল। সে উঠে এসে বললো, মোটেই না। কে বলে আপনি টাকার জন্য এসেছেন। আপনি এসেছেন থাকার জন্য।

মিস রোজী আরো বিরক্ত হলো। বিরক্ত কণ্ঠে বললো, বদরু মিয়া।

হে হে করে হেসে বদরু মিয়া বললো, নেভার মাইন্ড। স্যার যদি নিতান্তই পায়ে ঠেলেন, এ অধম তো মরে যায়নি। একটা সুন্দর ব্যবস্থা আমি নির্ঘাত করে দেবো।

বইঘর.কম ও রোকন
বিরূপকণ্ঠে রতন বললো, কার জন্য? আরে উনি তো এখন রিটার্ণ টিকেট খুঁজছেন। মানে, থ্যাংক ইউ, গুডবাই। আর থাকতেই চাচ্ছেন না।

বদরু মিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বললো, আলবত থাকবে।

মিস রোজী প্রতিবাদ করে বললো, না, আমি আর থাকবো না।

ফের হে হে করে হেসে বদরু মিয়া বললো, হাতছানি দিয়ে ডেকে এনে মাঝপথেই কাট? তা কি হয় ম্যাডাম? স্বেচ্ছায় যখন লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন লাইন ধরেই চলতে হবে। লাইনচ্যুত, মানে ডিরেল্ড হলেই এ্যাকসিডেন্ট।

ঃ বটে! আমি কি এই চেয়েছিলাম?

ঃ আহহা, চাওয়া পাওয়ার মামলায় এত ধৈর্য হারালে চলবে কেন ম্যাডাম? মিঃ পাটোয়ারীর গাড়ীতে উঠেছেন, বাড়ীতে উঠেছেন, এখন বাকি শুধু পাটরানীর আসন। ভাগ্যে থাকলে ওটাও হবে। নিন শুরু করুন।

ঃ কি?

ঃ নাচগান।

ঃ আমি পারবো না।

ঃ পারতেই হবে।

ঃ আপনার হুকুম মতো?

ঃ না, স্যারের ইচ্ছে মতো। আর আপনি তা নিশ্চয়ই জানেন।

ঃ জানলে কি হবে, আমি যদি আর না পারি?

ঃ তাহলে পাটোয়ারী সাহেব পিছটান দেবেন। আর ফিরেও তাকাবেন না। তিনি আবার অবাধ্যকে পছন্দ করেন না কিনা?

বদরুর কথায় সায় দিয়ে রতন বললো, তাতে আপনার ইহকাল-পরকাল সমানে ঝরঝরে।

বদরু বললো, মানে সামনেও অন্ধকার, পেছনেও অন্ধকার।

রতন বললো, অথচ আপনার সামনে এখন ব্রাইট চান্স। স্যার যেভাবে আপনার দিকে ঝুঁকেছেন, তাতে একটু মন যুগিয়ে চলতে পারলেই ব্যস। কিস্তি মাৎ।

বদরু বললো, কাজেই আর দ্বিমত করে লাভ নেই ম্যাডাম। লাগান, কড়া রকমের একটা লাগান।

উপদেশের নামে দুজন সমানে রোজীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রোজী অবশেষে খেদ করে বললো, হু, নিজের পায়ে যখন নিজেই কুড়োল দিয়েছি তখন সে জ্বালা তো সইতে হবেই।

রতন বললো- কি বললেন?

রোজী ঈষৎ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, নরকেই যখন নেমেছি, তখন তল না দেখে উঠেই বা লাভ কি?

ঃ রাইট রাইট। এই তো হাজার কথার এক কথা বলেছেন।

মিঃ পাটোয়ারীকে এই সময় দেখা গেল। তাকে দেখেই বদরু মিয়া রোজীকে বললো, ঐ স্যার এসে পড়েছেন। লাগান লাগান।
মদের পেয়ালা হাতে ঈষৎ টলতে টলতে পাটোয়ারী সাহেব এসে চেয়ারে বসলেন। ট্রে ভর্তি মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে চাকর গোলাম আলী তাঁর পেছনে পেছনে এলো এবং মদের ট্রেটা পাটোয়ারীর সামনে টেবিলে রাখতেই পেয়ালা বাড়িয়ে ধরে মিঃ পাটোয়ারী বললেন, আওর থোড়া লাগাও গোলাম আলী। থোড়া। www.boighar.com
গোলাম আলী পেয়ালায় আরো কিছুটা মদ ঢেলে দিলে মিঃ পাটোয়ারী তাতে একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেবিলে রাখলেন। এরপর চারদিকে চেয়ে রতনকে বললেন, হ্যাল্লো ইয়ংম্যান চাধারী কোথায়? মিঃ চাধারী? উসকো বলাও। জি আচ্ছা স্যার- বলে রতন তৎক্ষণাৎ বাইরের দিকে ছুটলো। পাটোয়ারী এবার ইংগিত পূর্ণ দৃষ্টিতে রোজীর দিকে চেয়ে বললেন, মাই ডার্লিং চোখ মুখ এত করুণ কেন? চলুক। দ্বিরুক্তি না করে রোজী সংগে সংগে নাচতে শুরু করলো। এক পাশে উপবিষ্ট বাদ্যকররা বাজনা বাজাতে লাগলো। নাচের তালে তালে রোজী গান ধরলো

করুণ কেন অরুণ আঁখি, দাও গো সাকী দাও সরাব
হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন, নয় ও হিয়ার খুন খারাব॥

আর সহেনা দিল নিয়ে এই দীল দরদীর দিল্লাগী
তাইতো চালাই, নীল পেয়ালায়, লাল সিরাজী বেহিসাব॥

নাচগান চলতে লাগলো। বদরু এসে নিজ হাতে একটা বোতল আর গ্লাস তুলে নিয়ে গিয়ে একপাশে বসলো আর মদ্যপানে মনোনিবেশ করলো। গোলাম আলী পাটোয়ারীর পায়ের কাছে বসে পাটোয়ারীর পেয়ালায় মাঝে মাঝেই মদ ঢেলে দিতে লাগলো। নাচ গান অন্তে নাচের ভঙ্গিতে রোজী এসে পাটোয়ারীর কোলের কাছে দাঁড়ালে গোলাম আলী ও বদরু সশব্দে আওয়াজ দিলো, মারহাবা মারহাবা।
রোজীর পিঠ চাপড়ে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, লাভলী লাভলী। আই শ্যাল মেক ইউ মাই কুইন। আমি তোমাকে আমার রানী বানাবো।
রোজী এ সুযোগ ছাড়লো না। বললো এমন রানী আর কজনকে বানাবেন মিঃ পাটোয়ারী?
মিঃ পাটোয়ারী ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, ও নো নো। তুমি, শুধু তুমিই হবে আমার পাটরানী।
ঃ পাটরানী? মিঃ পাটোয়ারীর পাটরানী?
ঃ শিওর। তোমার মডার্ন ক্লাসিকাল টুইস্ট সবগুলোই অপূর্ব। এ না হলে চলে?
ঃ আচ্ছা!
ঃ সেদিন সেই এ্যামিরিকান সাহেবটা তোমার ক্ল্যাসিক্যাল ড্যান্স দেখে চার্মড হয়ে গেছেন। মিঃ চাধারী তো তোমার টুইস্টের জন্যে পাগল।

ঃ আর মিঃ পাটোয়ারী কিসের জন্য পাগল!

ঃ তোমার জন্য। শুধু তোমার জন্য। তুমি যে আমার মৌ ফুল। এ ফ্লাওয়ার অফ হানি।

বলতে বলতে নেশার ঘোরে মিঃ পাটোয়ারী কিঞ্চিৎ বেখেয়াল হয়ে গেলেন। বেখেয়ালে বললেন, তোমার মধুর লোভে চারদিক থেকে ছুটে আসবে মৌ পিয়াসীর দল।

তুমি তাদের অকাতরে মধু বিতরণ করে ভরে তুলবে আমার ভাগ্যের ভাণ্ডার ব্যাংকের ব্যালান্স।

এ কথায় রোজী চমকে উঠে বললো, তার মানে?

সম্বিতে ফিরে এসে পাটোয়ারী বললেন, এ্যা? না মানে তুমি আমার স্বপ্ন, মাই ড্রিম।

বলেই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা নেকলেস বের করে রোজীর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও ডার্লিং। এটা তোমার। আমার ভালবাসার প্রতীক। এ টোকেন অফ লাভ।

রোজী খুশি হয়ে বললো। বাঃ! বড় চমৎকার জিনিস তো! থ্যাংক ইউ।

মিঃ চাধারীকে দৌড়ের উপর আসতে দেখে মিঃ পাটোয়ারী নড়েচড়ে বসলেন এবং রোজী ও বাদ্যকরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আচ্ছা, তোমরা এখন যাও। আমার কিছু কাজের কথা আছে

মিঃ চাধারীর পরনে উৎকট সাহেবী পোশাক, মুখে ফ্রেঞ্চকাট চাপদাড়ি। মাথায় হ্যাট। কথাবার্তা ও হাবভাব সব সাহেবের মতো। সে ছুটে আসতেই তার সামনে পড়লো রোজী। উল্লসিত হয়ে উঠে চাধারী বললো, হ্যাল্লো ম্যাডাম। গুড ইভনিং।

মিস রোজী হালকা কণ্ঠে বললো, ইভনিং।

মিঃ চাধারী বিপুল উৎসাহে বললো, একঠো টুইস্ট প্লীজ। আসুন এখনই একটা টুইস্ট হয়ে যাক। আইমিন কো কো কোজিনা, কো কো কোজিনা-

মিঃ চাধারী নাচের ভঙ্গি করলো। মিস রোজী শুকনো কণ্ঠে বললো, থ্যাংক ইউ।

চাধারীর আহ্বানে মোটেই সাড়া না দিয়ে মিস রোজী অবজ্ঞা ভরে চলে গেল। তার পিছে পিছে গেল বাদ্যকরেরাও। হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করতে করতে চাধারী হতাশ কণ্ঠে বললো, মাই গড।

মদের পাত্রের দিকে ইংগিত করে মিঃ পাটোয়ারী বললেন, হ্যাল্লো মিঃ চাধারী, আসুন আসুন। এনজয় করুন।

মদের দিকে চেয়ে মিষ্টার চাধারী ফের খুশি হয়ে বললো, এ্যা। ফরেন মাল। ফাইন।

চাধারী নিজের হাতেই মদ ঢেলে নিলো আর ধপ করে বসে ঢক ঢক করে গিলতে লাগলো। পাটোয়ারী অতঃপর গলা ঝেড়ে বললেন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি মিঃ চাধারী। শুনেছেন বোধ হয়, আমি আবার নোমিনেশন পেয়েছি?

চাধারী বললো, হা হা, হামি জরুর শুনিয়াছে। কংগ্রাচুলেশান।

গোলাম আলী বসে বসে এতক্ষণ সব কথা শুনছিল। এবার সে ফস করে বললো, আপনি নির্ঘাত পাস করবেন স্যার।

মদের বোতল সজোরে মাটিতে রেখে বদরউদ্দীন বদরু দম্ভভরে বললো, আলবত করবে। বাধা দেয় কোন শালা!
চাধারীকে উদ্দেশ্য করে পাটোয়ারী বললেন, আমাকে কোন তদবির করতে হয়নি। পার্টি ইচ্ছা করেই আমাকে নোমিনেশন দিয়েছে।
গোলাম আলী ফের বললো, তা তো দেবেই হুজুর। আপনি যে পার্টির পুরনো কর্মী।
পাটোয়ারী ধমক দিয়ে বললেন ইউ শাট আপ। পা টেপ!
ঃ জি হুজুর।
গোলাম আলী পাটোয়ারীর পা টিপতে লাগলো। পাটোয়ারী ফের চাধারীকে বললেন, এবার বলুন, ইলেকশানে আপনি আমার জন্য কি করতে পারেন?
চাধারী বললো, হামাডের রিলেশান ঠিক থাকলে, স্রেফ টংকাই নয়, হামি হাপনার জন্য অলমোস্ট এভরিথিং করবে।
ঃ রিলেশান ঠিক না থাকার কি দেখলেন চাধারী? তা না থাকলে শুধু কি আপনার? আমারও তো গ্রেট লস। এ যাবৎ আপনি যা দিয়েছেন তা তো নেহাত কম নয়।
ঃ আরে ও আর কেটনা টংকা হাপনি পাইলেন মিঃ পটারী? লাস্ট ট্রিপটা যডি হামি পাচার করিটে পারিটো টাহলে হাপনাকে হামি বাদশাহ বানিয়ে ডিটো। লেকেন!
ঃ লেকেন?
ঃ পুলিশ আডমী হামার টেন সিয়ার্স অফ গোল্ড আইমিন, ডশ সের সোনা সিজ করিলো।
গোলাম আলী সবিস্ময়ে বললো, দ-শ সে-র সোনা। পাটোয়ারী ফের ধমক দিয়ে বললো, তুই কাজ কর।
ঃ জি হুজুর!
গোলাম আলী আবার পা টিপতে লাগলো। চাধারী বললো, সেই ডিন এয়ারপোর্টে হাপনার আডমীর ডিউটি ঠাকিলোনা ডুসরা আডমীর ডিউটি ঠাকিলো। বহুট বজ্জাট আডমী। হামার বিলকুল মাল পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করিয়া ডিলো।
পাটোয়ারী বললো, ইশ! বলেন কি!
ঃ হাপনি রাজঢানীটে ঠাকিলে হামার এইসা মাফিক লস হইটো না। হাপনি কুইকলী রাজঢানীটে ব্যাক করুন মিঃ পটারী।
ঃ যাবো যাবো। ইলেকশানটা পার হয়ে গেলেই আমি রাজধানীতে ফিরে যাবো। এখন এখানে না থাকলে যে মানুষের ফেথ আসবে না চাধারী? এই কয়টা দিন
ঃ ও কে ও কে। এখন এইটা একটু রিকোমেন্ড করিয়া ডিন।
চাধারী বললো, বিজনেস লাইসেন্সের ডরখাস্টো। হাপনি লিখিয়া ডিন, হামি একজন পারফেক্টলী অনেষ্ট আডমী আইমিন, পুরা শট ব্যাকটি।
মিঃ পাটোয়ারী বললেন, ও শিওর শিওর।
পাটোয়ারী সেসব কথাই দরখাস্তে লিখে দিলেন। দরখাস্তগুলো পকেটে পুরতে পুরতে মিঃ চাধারী কলকণ্ঠে বললো, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ইলেকশানের জন্য হাপনি কুছু

চিন্তা করিবেন না। হামি এক ডোফে বিলকুল ঠিক করিয়া ডেবে।
ঃ ভেরী গুড।
ঃ আর এই নিন হাপনার সেডিনের গহনার ডাম।
চাধারী টাকার মোটা একটা বান্ডিল বের করে মিঃ পাটোয়ারীকে দিলো। বান্ডিলটা পকেটে পুরতে পুরতে মিঃ পাটোয়ারী উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, রিয়ালী চাধারী, আপনি সত্যিই একটা অনেষ্ট মানুষ!
বদরুর মদ্যপান শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে এসে বোতল-গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে বললো, বিলকুল। এতে কোন ফাঁক নেই।
বদরু এতক্ষণে চাধারীর নজরে পড়লো। চাধারী খোশ কণ্ঠে বললো, হ্যাল্লো মিঃ বাদুর মিয়া। হাও ডু ইউ ডু?
বদরু মিয়া বললো, বাদুর মিয়া নয় সাহেব, আমার নাম বদরু মিয়া। বদরু।
ঃ হা হা বডরুহ। অর্ঠাট, যার রুহ, আইমিন আত্মা বড আছে, ভাল না আছে।
ঃ মশকরা করছেন নাকি সাহেব?
ক্যাবলার মতো হেসে গোলাম আলী বললো, হে হে, সাহেবরা একেবারে হক কথাই বলেন। মশকরা মানেও বুঝেন না। তাই না চাপদাড়ি?
গোলাম আলী চাধারীর দিকে তাকালো। চাধারী বললো, চাপদাড়ি নেহি। চাধারী।
মিঃ পাটোয়ারী চোখ গরম করে গোলাম আলীর দিকে তাকালেন আর বললেন, ইউ ব্লাডী ফুল।
জি হুজুর বলে গোলাম আলী জোরে জোরে পা টিপতে লাগলো। মিঃ চাধারী বদরুকে বললো, এবারের কালেকশানটা কেমন হলো মাই ডিয়ার? আইমিন গহনা পট্টর?
বদরু বললো, বেশি নয়। যা হয়েছে সব ঐ স্যারের কাছে।
পাটোয়ারীর প্রতি ইংগিত করে বদরু আবার বললো, আজকাল গয়না পত্তরও লোকে ব্যাংকে রাখা শুরু করেছে। মারপিঠ করলেও কিছু পাওয়া যায় না।
চাধারী তাকে উৎসাহ দিয়ে বললো, নো ম্যাটার নো ম্যাটার। এক ডোফে না হোবে টো, ডুসরা ডোফে হোবে। বিজনেস মানেই ম্যাটার অফ চান্স।
হো হো করে হেসে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, মিঃ চাধারীর বিজনেস জ্ঞানটা দেখছি খুবই পাকা।
চাধারী বললো, অফকোর্স। এই ডেখুন না হামি লোগ হাপনাডের ডবল কামে লাগিয়াছে। হাপনাডের ডাকাইটির মাল সেল করিয়া ডিটেছে আওর স্মাগলিং বিজনেসের মোটা প্রফিট ডিটেছে। এও ভি একঠো চান্স।
পাটোয়ারী বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তা এবারের গয়নাগুলো কি এখন নেবেন?
ঃ জরুর। বিজনেস ব্যাপারে হামি প্রমটনেস লাইক করে।
ঃ গুড। আপনি এখন তাহলে আমার গেষ্টরুমে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি একটু পরেই আসছি।

ঃ বিশ্রাম। আইমিন রেস্ট?
ঃ শুধু রেষ্টই নয়, একটা টুইস্টের ব্যবস্থাও আছে। ঐ যে আপনার ঐ কো কো কোজিনা, কো কো কোজিনা।
পাটোয়ারী সাহেব হাসতে লাগলেন। চাধারী উল্লাস ভরে বললো, এয়সা বাত? হাউ নাইস! থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
হ্যাট খুলে সবাইকে সাহেবী কায়দায় স্যালিউট করে মিঃ চাধারী দ্রুত বেরিয়ে গেল। তা দেখে অন্যরা হেসে উঠলো। মিঃ পাটোয়ারী বললেন, ব্যাটা টাকার কুমির। এই টোপ দিয়েই ওকে গাঁথতে হবে।
বদরু বললো, ভাব দেখে মনে হয় একেবারে খাস বিলাইতি। পাটোয়ারী বললেন, একটু পাগলাটে। ফরেন স্মাগলারদের সাথে সব সময় উঠাবসার দরুন ওকে ঐ সাহেবী ভূতে পেয়েছে। তা পাক। ব্যাটার অদ্ভুত ক্ষমতা। রাজধানীর মতো এখানেও তার বিরাট প্রতিপত্তি।
গোলাম আলী বোকার মতো বললো, নামটা যেন কি স্যার? পাটোয়ারী সাহেব ব্যঙ্গস্বরে বললেন, সেটা তোমার কি দরকার?
ঃ না, মানে।
ঃ চানডিন চাধারী। কিছু বোঝো?
ঃ না।
ঃ চয়েন উদ্দিন চৌধুরী।
বদরু বললো কি তাজ্জব! চয়েন উদ্দিন থেকে চানডিন আর চৌধুরী থেকে চাধারী?
গোলাম আলী বললো, এ যে দেখছি একেবারে কোদাল ছাঁটাই। পাটোয়ারী গোলাম আলীকে ধমক দিয়ে বললেন, চোপরাও। এরপর বদরুকে বললেন, দেলওয়ার এ মাসে কত দিলো?
বদরু মিয়া বললো মোটে তিন হাজার। মালের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে স্যার। খদ্দের বড় একটা ভিড়ছে না।
ঃ তাহলে নতুন আমদানি করছে না কেন? দেশে কি মেয়ের অভাব?
ঃ চেষ্টা যা, তা আমিই করছি স্যার। আর সব ব্যাটা ঝিমিয়ে গেছে।
ঃ চাবুক মেরে চাঙ্গা করে তোলো। সোসাইটি গার্লের বিজনেস এখন টপ বিজনেস। এতে ফেল মারলে চলবে কেন?
ঃ সে তো ঠিকই।
ঃ তুমি যাও। গিয়ে দেলওয়ারকে বলো, মুখ দেখার জন্য তাকে দলে রাখা হয়নি। কাজ চাই, কাজ। যদি পারে ভাল, না পারলে
ঃ চাবুক মেরে শালার দীল খারাপ করে দেবো, তাই না স্যার?
ঃ হ্যাঁ তাই দেবে। যাও।
ঃ বহুৎ আচ্ছা। শালা কাজ না পারুক, অকাজ কিছু করুক। ব্যাটাছেলে হাত গুটিয়ে বসে

বইঘর.কম ও রোকন
থাকবে, এটা অসহ্য।
বীরত্বের সাথে ছুটে গেল বদরু মিয়া। গোলাম আলী হাত কচলিয়ে বলল, তাহলে আমি এখন কি করবো হুজুর? কাজ অকাজ একটা কিছু
মিঃ পাটোয়ারী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, হা করে বসে থেকে আরো একটু হাওয়া খাও। ইডিয়েট!
www.boighar.com
ঃ হুজুর!
ঃ (বোতলগুলোর প্রতি ইংগিত করে) এগুলো নিয়ে যেতে হবে না?
ঃ এগুলো রেখে কি আবার আসবো?
ঃ গেট আউট, নন সেন্স!
ঃ জি হুজুর-
ট্রে বোতলসহ গোলাম আলী দ্রুত বেরিয়ে গেল।
সেদিকে চেয়ে মিঃ পাটোয়ারী সক্রোধে বললেন, যত্তসব হতচ্ছাড়ার দল।
এরপর পাটোয়ারী উঠি উঠি করতেই সরবে ছুটে এলো ফতে আলী মহাজন। পাটোয়ারীর আর একজন অনুচর ও যোগানদার। এসেই সে বললো, হতচ্ছাড়ার দল স্যার, সব হতচ্ছাড়ার দল। এই হতচ্ছাড়ার দলই শেষকালে ডোবাবে।
মিঃ পাটোয়ারী সবিস্ময়ে বললেন, মানে, কার কথা বলছো?
মহাজন বললো, আদাব স্যার, আমার ছেলেদের কথা বলছি। সেই কখন আপনার লোক খবর দিয়ে এসেছে আর হারামজাদারা সে কথা আমাকে এতক্ষণে বলছে। দেখুন দেখি, কত দেরি হয়ে গেল।
ঃ ও আচ্ছা। আমি আবার নোমিনেশান পেয়েছি তা শুনেছো?
ফতে আলী মহাজন ব্যস্ত হয়ে বললে, শোনা বলে শোনা স্যার? শোনার সাথে সাথে খয়রাত বিলানো কমপ্লীট। আসল কথা স্যার, আপনি ক্ষমতায় না থাকলে, আমরা একদম অচল। মানে, ঠ্যাং ভাংগা ঘোড়া।
ঃ তাই নাকি!
ঃ ইমপোর্ট লাইসেন্স কিন্তু এবার স্যার আমাকে আরো গোটা দুই বাড়িয়ে দিতে হবে। আর জামাইটার ডিলার শিপটাও যেন ঠিক থাকে স্যার। বরাবরের মতো সবটাতেই লাভের ফিফটি পারসেন্ট আপনার থাকবে।
ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু গোটা বছর ধরে যে মালগুলো ব্ল্যাকে ছাড়লে আর ধানের গাড়িগুলো পার করলে, হিসেব মতো তার পাওনাটা...
তড়িঘড়ি পকেট থেকে একটা চেক বের করে মহাজন বললো, দেরি হয়ে গেছে স্যার, সামান্য একটু দেরি হয়ে গেছে। এই নিন, সাথেই এনেছি। হিসেব কষেই এনেছি।
চেক আর টাকার অংক দেখে মিঃ পাটোয়ারী যথেষ্ট খুশি হলেন। চেকটা পকেটে পুরতে পুরতে হাসিমুখে বললেন, ভেরী গুড।
সঙ্গে সঙ্গে ফতে আলী মহাজন কুঁজো হয়ে বললো, আমি কিন্তু স্যার এবার একটা

ইনডাস্ট্রি মানে, নামকাওয়াস্তে একটা ইনডাস্ট্রি দেখিয়ে...
ঃ আরে হবে হবে। সব হবে। ইলেকশানটা ভালভাবে পাড়ি দিতে পারলে - তড়াক করে সোজা হয়ে মহাজন বললো, কিচ্ছু ভাব্‌বেন না স্যার, আমার এলাকা, একেবারে ঝেঁটিয়ে ভোট এনে দেবো। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? তার জন্য যদি দু' দশ হাজার যায়, যাবে। আপনি ফের ক্ষমতায় এলে, এমন কত দু' দশ হাজার হে-হে-হে-
আবার ফিরে এল গোলাম আলী। মহাজনকে হে হে করে হাসতে দেখে আর তার কথা শুনে গোলাম আলীও ঐভাবে হাসতে হাসতে বললো শুধু দু' দশ হাজার ? দু' দশ লাখও একটা মামুলী বাত!
ভীষণ রেগে গেলেন মিঃ পাটোয়ারী। চিৎকার করে বললেন, গেট আউট।
গোলাম আলী বললো জি হুজুর!
ঃ তোমাকে এখানে কে ডেকেছে?
ঃ জি, ঐ তেঁতুলিয়ার হেড মাষ্টার। মানে, ঐ টেম্পোরালী হেড্ মাষ্টার।
ঃ তো এখানে এসেছো কেন? এটা কি তার টেম্পোরালী স্কুল?
ঃ উনি এখানে আসতে চাচ্ছেন।
ঃ ইডিয়ট!
ঃ জি হুজুর?
ঃ পাঠিয়ে দাও।
ঃ জি।
গোলাম আলী চলে গেল। মহাজন বললো, তাহলে আমি এখন আসি স্যার?
ঃ হ্যাঁ, এসো। আর শুনো, কেরামত আলী তো সুদের কারবার বেশ চুটেই চালাচ্ছে। আমার মুনাফাটা কেন দিচ্ছে না, একটু খোঁজ নিও তো।
মহাজন বিপুল বিস্ময়ে বললো, সেকি স্যার! দেয়নি? আপনার টাকার সুদ আদায় করে আপনাকেই বুড়ো আঙ্গুল? তাইতো লোকে বলে, শালা সুদখোরের ধর্ম নেই। মুখ কাচুমাচু করে পাটোয়ারী বললেন, আহ মহাজন! বলেই চললো মহাজন- মোনাফেক মোনাফেক। টাকা ধার দিয়ে যারা সুদ খায়, সে শালারা...
ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে পাটোয়ারী বললেন, আহ!
ঃ জি স্যার?
ঃ গেট আউট।
ঃ জি আচ্ছা।
খানিক দূর গিয়ে মহাজন ফের হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললো, হে- হে- হে! ভোটের ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই স্যার। আপনার ফিল্ট একদম সলিট। আদাব আদাব।
মহাজন চলে গেল। সাথে সাথেই কথা বলতে বলতে চলে এলো রতন আর মানিক। মানিকের একহাতে ফুলের তোড়া অন্যহাতে লাল ফিতায় বাঁধা প্রেজেন্টেশান বক্স। রতন মানিককে বললো, আপনার কারবারগুলোই ভাই একদম পাকা। যত বিপদ হয়েছে

আমাদের হেড মাষ্টারকে নিয়ে।
মুচকি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো মানিক। "আদাব স্যার- আদাব" বলে পাটোয়ারীর কাছে এসে দাঁড়ালো। পাটোয়ারী বললেন, আরে, মানিক মিয়া যে!
প্রেজেন্টেশানগুলো বাড়িয়ে ধরে মানিক মিয়া বললো, এই সামান্য একটু প্রেজেন্টেশান স্যার।
ঃ এ কি! এখন এসব কেন?
ঃ এই সামান্য একটু শ্রদ্ধা নিবেদন স্যার। আপনার শুভ সংবাদ শুনে হে-হে এই সামান্য একটু।
পাটোয়ারী সাহেব হাত পেতে উপহারগুলো গ্রহণ করলেন। বললেন, ওয়েল-ওয়েল আমি সত্যি খুশি হলাম।
রতন বললো, ইনি আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত। আপানার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
ঃ আচ্ছা!
মানিক বললো, আপনাকে কিন্তু স্যার আমার স্কুলে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনার মতো আদর্শকে ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে পারলে ...
পাটোয়ারী বললেন, আচ্ছা হবে হবে। এবার বলো, তোমার স্কুলের খবর কি? হেড মাষ্টার নাকি চলে গেছে? মানিক বললো, চলে কি যায় স্যার? ব্যাটাকে তাড়িয়ে তবে ছেড়েছি।
ঃ তাহলে এখন হেড মাষ্টার কে?
ঃ আপাতত আমিই চার্জে আছি স্যার। আপনি একটু দয়া করলেই পারমেন্ট হই।
ঃ পারমেন্ট! ও, পারমানেন্ট?
www.boighar.com
ঃ জি স্যার জি-জি।
ঃ কিন্তু কয়েকবার পরীক্ষা দিয়ে তুমি তো বিএটাই পাস করতে পারোনি। লাফিয়ে উঠে রতন বললো তরিয়ে গেছি স্যার, গত বছর দুজনেই তরিয়ে গেছি। আমরা এখন গ্র্যাজুয়েট।
ঃগ্র্যাজুয়েট!
ঃ জি স্যার। গণমুখী পরীক্ষায় জনগণকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে সেকেন্ড ডিভিশন মেরে দিয়েছি। আমাদের খাটতেই হয়নি। মানিক বললো, এখন আপনি একটু সুনজর দিলে... রতন বললো, পার্টির লোক স্যার। একনিষ্ঠ কর্মী।
পাটোয়ারী সাহেব বললেন, ঠিক আছে। মিটিং-এর আগে মনে করিয়ে দিও, আমি সে ব্যবস্থা করে দেবো।
আহলাদে গড়িয়ে পড়ে মানিক মিয়া বললো হে-হে-হে, আপনিই স্যার আমাদের আশা আর আপনিই ভরসা। পাটোয়ারী সাহেব রতনকে বললেন, তোমাদের স্কুলের খবর কি রতন। তোমাদের হেড মাষ্টার কি আসবেন? রতন মিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, ও লাট সাহেবের কথা আর বলবেন না স্যার। আসার কথা বলতেই বললো, "একজন

ইলেকশানের নোমিনেশান পেয়েছেন তো স্কুলের কি হয়েছে যে, হেড্ মাষ্টারকে তা শুনেই ছুটতে হবে?"

ঃ হুউ!

ঃ আপনার সম্বন্ধে তার আইডিয়া মোটেই ভাল নয় স্যার।

ঃ তা না হলে তাকে ভুগতে হবে। কিন্তু এখন থাক সে কথা। ইলেকশানের কথায় এসো- মানিক মিয়া সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠল, আদাপানি খেয়ে লেগে যাবো স্যার। সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ছাত্র-শিক্ষক কাউকে ফ্রি রাখবো না। স্কুল বন্ধ করে দিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বো ফিল্ডে। একটা ভোটও পালিয়ে যেতে দেবো না।

ঃ ভেরী গুড্! তাহলে তুমিও ধরে নিতে পারো আজ থেকেই তুমি পারমানেন্ট্।

ছুটে গিয়ে পায়ের ধুলা নিতে নিতে দিশেহারা কণ্ঠে মানিক মিয়া বলতে লাগলো, আপনি, আপনি স্যার একটা গ্রেট্ ফিলিং মানে মহানুভব। আপনি একটা মানে-

পাটোয়ারী সাহেব অগ্রসর হয়ে বললেন, এসো, একটা চেক নিয়ে যাও। তোমার ছাত্রদের মিষ্টি কিনে দেবে। ইলেক্শানে আমাকে জিতিয়ে দিতে পারলে তোমাদের বেতন আমি ডবল করে দেবো।

পাটোয়ারী সাহেব চলে গেলেন। তাঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে মানিক মিয়া পাগলের মতো বলতে লাগলো- আপনি স্যার- রিয়ালী স্যার- মানে মডেল স্যার - ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রতন মিয়া ঠোঁট কামড়িয়ে বললো, ইশ! আমাদের হেড মাষ্টারটা যদি আসতো! ইডিয়েট!

৪

সখীপুর হাইস্কুল শহরের অপর প্রান্তে অবস্থিত। অপরদিক থেকে শহরে ঢোকার প্রধান রাস্তার মুখেই এই স্কুলটির অবস্থান। বৃটিশ আমলের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটি বেসরকারি হলেও, সরকারি স্কুলের চেয়ে এর পরিচিতিটা আদৌ কম নয়। এককালে খুবই সুনাম ছিল স্কুলটার। সরকারি স্কুলের বদলে ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে পাঠাতেই আগ্রহী ছিলেন অনেকে। স্বাধীনতার দু'তিন বছর আগেও স্কুলের সে সুনাম অক্ষতই ছিল। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা একেবারেই বিপরীত। না আছে সেই লেখা-পড়া, না আছে সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা, না আছে সেই ভাব গাম্ভীর্য। মারামারি, হট্টগোল, রাজনীতি আর ক্লীক এসে গ্রাস করেছে স্কুলটাকে। ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে দিন দিন। মেধাবী ছেলেরা আর এ স্কুলে আসে না। কোন হেড মাষ্টারও বেশি দিন টিকতে পারে না এখানে। স্কুলের এই দুরবস্থা দেখে একজন যোগ্য হেড মাষ্টার খোঁজ করেছিল স্কুল কমিটি। যোগ্য বিবেচনায় তারা মামুন-উর রশিদ মামুনকে নিয়োগদান করলে মামুন এসে যোগ দিয়েছে এই স্কুলের হেড মাষ্টার পদে।

জংলী মংলুর মেয়ে লছমীও এই স্কুলে যোগ দিয়েছিল ঝাড়ুদারের কাজে। হেড মাষ্টার

বইঘর.কম ও রোকন
মামুন মিয়াই লছমীকে এখানে এনেছে। অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য করা দু'টোই পাপ এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি এ কথাও ঠিক যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে, মুখ দিয়েই তা শেষ হয় না- অনেক ঝুটঝামেলাও পোহাতে হয়। প্রতিকারের নিমিত্তে অনেক কিছুই করতে হয়। মামুন মিয়ার হস্তক্ষেপে বদরুর হাত থেকে লছমী সেই মুহূর্তে ফসকে গেলেও শেষ রক্ষে হয় না। ঐ পঞ্চাশ টাকার দাবি নিয়ে বদরু আবার এসে লছমীর ওপর চড়াও হয় আর ঘটনাচক্রে আবার সে মামুন মিয়ার মুখোমুখি হয়ে যায়। স্কুলে যোগদানের কয়েক দিন পরে জরুরি এক কাজে মামুন মিয়া বাড়িতে ফিরে আসতে থাকে আর সেই আসারকালেই এই ঘটনা ঘটে। অবশেষে বদরুর সেই পঞ্চাশ টাকা নিজ পকেট থেকেই পরিশোধ করে মামুনকেই এর একটা ফয়সালা করে দিতে হয় আর লছমীর নিরাপত্তা বিধানে লছমীকেও ঐ নির্জন অরণ্য থেকে সরিয়ে নিতে হয়। ঝাড়ুদারের পদে দীর্ঘদিন লোক না থাকায়, স্কুলের ভেতর-বাহির আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ম্যানেজিং কমিটির সমর্থনে লছমীকে এনে মামুনই স্কুলের এই ঝাড়ুদারের পদে নিযুক্ত করেছে। নিরাপত্তাহীন জংগলের চেয়ে সভ্য মানুষের মাঝে লছমীর নিরাপত্তা অধিক নিশ্চিত হবে এই হলো মামুন মিয়ার হিসাব।

মাসাধিককাল ধরে লছমী কাজ করছে স্কুলে। বন্য পরিবেশ থেকে এসে তার রুচির অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। তার চালচলন এখন অনেকখানি উন্নত। শরীরের সে যত্ন নিতে শিখেছে। কাপড়-চোপড়ও বেশ কিছুটা পরিপাটি। স্কুলের ঝাড়ুঝাঁটা শেষ হয় সকাল ন'টা সোয়া ন'টার মধ্যেই। স্কুল বসে দশটায়। এতে করে লছমীর সাথে স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষকদের পরিচিতিটা এখনও ঘটেনি।

লছমী আজ একটু দেরিতে এসে ঝাড়ু দেয়ার কাজ শুরু করেছে। বাইরের দিকটা সেরে সে হেড মাষ্টারের অফিসকক্ষে ঢুকেছে। গুন গুন করে গান গাইছে আর ঝাড়ু দিচ্ছে অফিসকক্ষ। ঝাড়ু দেয়াও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই সময় একটা ফাইল হাতে হেড মাষ্টারের চাকর খাদেম আলী হন হন করে এলো আর অফিস কক্ষের দুয়ারে পা দিয়েই নাক ধরে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্ময় আর বিরক্তির সাথে খাদেম আলী বললো-চাকরি শ্যাষ! কুয়লার ময়লা কি ধুলেই যায়।

www.boighar.com

ঝাড়ু দেয়ার শেষ বাড়িটা দিয়ে ঝাঁটা হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে লছমী বললো, কি কইলি খাদেম বাই? খাদেম আলী তিক্ত কণ্ঠে বললো, আর চাকরি করা লাগবে না। ওটা শ্যাষ।

গালে হাত দিয়ে লছমী বললো- হাইরে মা! ই ছুকাল বেলা তু বড় দুঃখের কুথা ছুনাইলি!

ঃ সুখের কথা যে আর খুঁজে পেলাম না বিবি? চাকরি শ্যাষ হলে তো একটু দুক্কুই হয়।

ঃ কেনে, চাকরি ছ্যাষ্ হইচে কেনে?

ঃ কেন আবার, এই লাট সাহেবী চাল চলনের জন্য।

ঃ তো নকরী করতে এসে তু লাট ছাহেব হতে গেলি কেনে? নকরী গেল, আখুন তু কি করে খাইবি, বোল?

বিস্মিত হয়ে খাদেম আলী অস্ফুট কণ্ঠে বললো- আরে! এতো আমাকেই খাবে দেখছি!

বইঘর.কম ও রোকন
ঃ তু ভাবছি লাই। বাবু ছাহাব বহুত আচ্ছা আদমী। হামি উকে বুলে তুরে বাঁচাই লিবেক বটে।
www.boighar.com
ঃ আহাহা, ভাব দেখে আর বাঁচিনে! আগে নিজে বাঁচো, তবে বাপের নাম।
ঃ কেনে?
ঃ চাক্‌রি আমার শেষ হয়নি বিবি, হয়েছে তোমার।
ঃ হামার! হাইরে বা! কেনে খাদেম বাই?
ঃ এই আক্কেলের গুনে। বলি, এখন বাজে কয়টা?
ঃ আখুন? আখুন তো দছুই বাজেক লাই।
ঃ বাজেক লাই ঠিকই। কিন্তু একটু পরেই তো বাজিবেক? না আর কোন দিনই বাজিবেক লাই?
ঃ হঁ, বাজিবেক। খানিক পরেই বাজিবেক বটে।
ঃ আর সেই দশটা বাজার পরও তুমি সমানে ধুলা উড়াইয়া যাইবেক, সাহেব এসে ঢুকলে তোমার ঐ ঝাঁটার আগা তার নাকের ডগায় ধরিবেক আর এর পরও তোমার চাকরি থাকিবেক?
ঃ হাইরে মা!
ঃ সকাল নটার মধ্যেই ঘরদোর সব ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করার কথা। আর উনি দশটার সময় এসে সবে গানের কলি ধরেছেন। বলি, দু'দিন শহরে থেকেই মনে রং ধরেছে, না? কিছুই খেয়াল থাকছে না?
ঃ দেখ্ খাদেম বাই, হামি গোস্‌সা করবেক বটে, হঁ।
ঃ ওঃ! তাতে আমার গরম ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যা-যা, ভাগ্ এখান থেকে - খাদেম আলী গিয়ে ফাইলটা টেবিলের উপর রাখলো। ঝাঁটা পেতে বসে লছমী বললো, লাই, হামি যাইবেক লাই।
ঃ কি রকম?
ঃ তু হামারে বুড়া বাত কইলি কেনে?
খাদেম আলী সবিস্ময়ে স্বগতোক্তি করলো- চাকরি শ্যাষ! এ আবার প্রেম করতে লাগলো নাকি? এরপর প্রকাশ্যে ধমক দিয়ে বললো- সাহেব এখনই এসে পড়বেন। পালা শিগগির।
ঃ লাই। বাবু ছাবের সাথে আমার বাত্ আছে।
ঃ তাহলে দয়া করে ঐ ঝাঁটাটা একটু বাইরে রেখে এসো। যে মেজাজ, তাতে অফিসের মধ্যে ঝাঁটা দেখলে, ঝেঁটিয়ে বাত একদম ঝেড়ে দেবে।
ঃ হঁ-হঁ ই তু ঠিক বাত্ কইচিস্ বটে-
লছমী উঠে দাঁড়ালো। খাদেম আলী বললো, ভদ্দর লোকের মধ্যে চাকরি করতে এসেছো, আদব কায়দাটা একটু শেখো।
ঃ তু আমারে ছিখিয়ে দিস্ খাদেম বাই, গল্‌তি হলে তু হামারে ছিখিয়ে দিস্।

বইঘর.কম ও রোকন
ঝাঁটাসহ লছমী বেরিয়ে গেল।.তার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরে ঢুকলো রতন আর স্বগতোক্তি করলো ওয়ান্ডারফুল! হেড্ মাষ্টারের তো চয়েস আছে দেখছি!

এই রতনই পাটোয়ারীর পেটোয়া সেই অসৎ যুবক। এই স্কুলেরই শিক্ষক সে। রতনকে দেখে খাদেম আলী সালাম দিয়ে বললো, স্যার আপনি হঠাৎ আজ এত সকালে?

সালামের জবাব না দিয়ে রতন বললো- কি শিখা শিখি হচ্ছে হে?

ঃ জি?

ঃ শিক্ষা দেয়ার উপযুক্তই বটে, না কি বলো?

ঃ মানে?

ঃ নাও বাবা! একদম আকাশ থেকে পড়লে যে? ভয় নেই-ভয় নেই। আমি লোকটা নিতান্তই বেরসিক নই। কি নাম যেন ওর?

ঃ কার?

ঃ ঐ যে গেল?

ঃ ও, ঐ মেয়েটার?

ঃ হ্যাঁ বাবা- হ্যাঁ। এত লুকোচুরির কি আছে?

ঃ ওর নাম লছমী, মানে লক্ষ্মী।

ঃ লক্ষ্মী? মাই গড্। একেবারে পাঁজর পাংচার করা নাম। তা ভাল করে শিখতে পারছে না বুঝি? মানে যা শিক্ষা দিচ্ছিলে?

ঃ ও সেই কথা? না স্যার, এত শিখিয়ে পড়িয়ে দিই, তবু কিছু খেয়াল রাখতে পারে না। আসলে সাঁওতাল বুনো তো?

ঃ তা হোক বুনো। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বুনোও বুনিয়াদি হয়ে উঠে।

ঃ জি স্যার, তা যা বলেছেন।

ঃ তুমি এক কাজ করবে। ওকে নিয়ে মাঝেমাঝে পাটোয়ারী সাহেবের বাগানবাড়ীতে বেড়াতে আসবে। আমরা সবাই সাহায্য করলে, ও দু'দিনেই সবকিছু শিখে নেবে। তোমাকে এত বেগ পেতেই হবে না। খাদেম আলী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আর ভাবতে লাগলো, "বাগানবাড়ীতে! ভাবখানা তো মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না"। এরপর সে বললো, বাগানবাড়ীতে কেন স্যার? ওখানে বুঝি আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার ইস্কুল আছে?

ঃ আদব কায়দা! কিসের আদব কায়দা?

ঃ কেন, চাল চলনের আদব কায়দা। আমি তো সেই কথাই ওকে বলছিলাম।

হো হো করে হেসে উঠে রতন বললো- বাপধন, আমার নাম রতন। রতনে রতন চেনে। তোমাকে দেখেই আমি চিনে নিয়েছি যে, তুমি লাইনের লোক। খামাখা কেন আর আমাকে ভাঁড়াচ্ছ বাবা? আমি তো আর গোটাটাই চাচ্ছিনে। মাঝে মাঝে আমাকে একটু চান্স্ করে দিলেই আমি খুশি।

খাদেম আলী বললো, আমি যাই স্যার - রতন বললো মানে? খাদেম আলী রুষ্ট কণ্ঠে

বললো, আপনি যে লাইনেই থাকুন না কেন, আমার কোন লাইন টাইন নেই। ওসব কথা আমার কাছে বলবেন না।
সে যেতে লাগলো। "আরে এই, শোনো- শোনো" বলে রতন মিয়া তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। খাদেম আলী শক্ত কণ্ঠে বললো- না স্যার, আপনার মতলব আমি বুঝেছি। আমি ওসবের মধ্যে নেই।
থমকে গেল রতন মিয়া। মনে মনে ভাবতে লাগলো, কি ব্যাপার! ওষুধে ধরলো না তো। রং নাম্বার নাকি? খাদেম আলী ফের বললো- আমি ভাবতেই পারিনি যে, আপনার মত লোক-
সঙ্গে সঙ্গে ভোল্ পাল্টালো রতন মিয়া। হা-হা করে হেসে ওঠে বললো, এত রসিক হতে পারে, তাই না? ওরে পাগল, আমি তোমাকে একটু পরীক্ষা করলাম।
ঃ পরীক্ষা!
ঃ হ্যাঁ, পরীক্ষা। মানে ঠাট্টা।
ঃ ঠাট্টা!
ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, নিছক ঠাট্টা। আমি তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখলাম, তুমি আসল না নকল বুঝলে বাপধন? চিয়ার আপ্।
খাদেম আলীর পিঠ চাপরে রতন মিয়া যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই আবার চলে গেল। সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে খাদেম আলী স্বগতোক্তি করলো- চাকরি শ্যাষ্। এযে দেখছি একেবারে তাজা খেকো! বিপরীত দিক থেকে মামুন-উর রশিদ মামুন এসে ডাক দিলো- খাদেম আলী- চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে খাদেম আলী বললো, জি ভাইজান?
ঃ এত সকালে অফিসে ওটা কে এসেছিল?
ঃ ঐ তাজা খেকো!
ঃ তাজা খেকো!
ঃ না- মানে, ঐ রতন মিয়া- মানে ঐ রতন স্যার, ভাইজান।
ঃ রতন স্যার। কি বলে সে?
ঃ বলে মানে, তার কথাবার্তাগুলো কেমন যেন একটু
ঃ হুঁ উ! একটা বর্ণ ক্রিমিন্যাল। একটা জাত শয়তান। ওকে যে শিক্ষকতায় কে ঢোকালো, তাই ভাবছি।
ঃ স্যার!
ভেতরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে মামুন মিয়া বললো, যা এই চিঠিটা পোষ্ট করে আয়। "জি আচ্ছা" বলে চিঠি নিয়ে খাদেম আলী চলে গেল। মামুন মিয়া মন দিল ফাইলে। এর মধ্যে পুনরায় হাজির হলো লছমী। হেড মাষ্টারকে সালাম দিয়ে বললো- আদাব বাবু ছাব্। হেড মাষ্টার মামুন মিয়া জবাবে বললো- আদাব।
ঃ কি চাস্?
ঃ ছেই টেকা বাবুছাব, ছেই পুন্চাছ টেকা।

ফাইল থেকে মুখ তুলে মামুন বললো, টাকা!
আঁচল থেকে টাকা খুলে লছমী বললো, হঁ বাবুছাব। তু হামার ধরম্ বাঁচাই দিলি। তু টেকা না দিলে উ বদরু গুণ্ডা হামার জান লিয়া লিতো। ভরম্ ভি লিয়া লিতো।
ঃ আহ্হা, সে জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? সবে এক মাসের মাইনে পেয়েছিস্। এখনই এত টাকা দিলে তোর চলবে কি করে।
ঃ লাই বাবু। তু হামারে দয়া করলি বটে, নকরী দিলি। তুর ছাথে হামি বেঈমানী করবেক লাই। তু লে টেকা।
ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। ওটা পরে দিস্।
ঃ দুহাই বাবু। হামরা গরিব মানুষ। খুরচা হই যাইবেক। তু লিয়ে লে।
ফের ফাইলে মন দিয়ে মামুন বললো, আহ্! জ্বালাসনে। তুই যা তো। লছমী নাছোড় বান্দা। টাকা টেবিলে রেখে লছমী অনুনয় করে বললে, বাবু ছাব- মামুনের মনোযোগ ছিন্ন হলো আবার। লছমীর হাত ধরে হাতে টাকা গুঁজে দিতে দিতে অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে বললো, আহ্, যা বলছি, শোন্। রাখ এই টাকা। এসময় মোসলেমা খাতুন মমতা এসে হাজির হলো দুয়ারে আর তাদের ঐ অবস্থা দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। মমতার উপস্থিতি এরা কেউ জানলো না। লছমী এবার হতাশ কণ্ঠে বললো, হাইরে বাবু সি কি করে হয়? একটা ধরম্ লাই?
মামুন বললো, ওসব ধরম্ টরম বুঝিনে। যা বলছি. শোন। অবাধ্য হলে কিন্তু চাক্‌রি থাকবে না। মমতা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলো বাঃ চমৎকার!
মমতাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো মামুন। লছমীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, আরে একি! তুমি! মমতা নারাজ কণ্ঠে বললো এ মুহূর্তে এখানে হাজির হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লছমী বললো আমি যাই বাবুছাব মমতা টিপ্পনী কেটে বললো, হ্যাঁ যাও । আর থেকে তো কোন ফায়দা নেই। টাকা হাতে বেরিয়ে গেল লছমী। মমতা ভেতরে এসে ঠেশ্ দিয়ে বললো, তাহলে যা শুনছি তা মিথ্যা নয়? এ কথায় মামুন গম্ভীর গলায় বললো, তুমি কি শুনেছ আর তা সত্যি না মিথ্যে সেটা যাচাই করার প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি হঠাৎ এখানে কি জন্য এসেছ, তাই বলো।
মমতা বললো, হেড মাষ্টার হয়ে কোন্ দিকে কতটা উন্নতি হয়েছে, তাই একটু দেখতে এলাম।
ঃ সে জন্য বিনা অনুমতিতে হেড মাষ্টারের কক্ষে আসতে তোমার বিবেকে বাধলো না।
ঃ অনুমতি! আমি কারো অনুমতির পরোয়া করি নাকি? দুষ্টু চাহনিতে চেয়ে রইলো মমতা। সেদিকে না চেয়ে মামুন বললো, কিন্তু এটা যে তোমার জমিদারি নয়, এটা স্কুল সে খেয়াল তোমার রাখা উচিত।
ঃ কিন্তু স্কুলটাও যে দেখতে গেলে আমারই এক আত্মীয়ের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল- এটাও তোমার তলিয়ে দেখা উচিত।

ঃ অর্থাৎ!

ঃ মিঃ পাটোয়ারীকে তো চেনো। উনি আমার জ্ঞাতি ভাই। তাঁর শুভদৃষ্টির ওপর এ স্কুলের মরা-বাঁচা, সেটা নিশ্চই বুঝো?

ঃ ও-। তাই ভাইয়ের পক্ষ হয়ে বোন এসেছেন খবরদারি করতে?

ঃ প্রয়োজন হলে যে তাও করতে পারি, সে আভাসটুকু দিয়ে রাখলাম। কিন্তু এখন সে জন্য আসিনি।

ঃ তাহলে কি জন্য? পাওনার জন্য তাগিত দিতে বুঝি?

ঃ না। তোমার ঘরটা সরিয়ে নাও। ওখানে আমি নতুন বিল্ডিং শুরু করবো।

ঃ কেন, আমার ভিটে থেকে আমি ঘর সরাব কেন?

ঃ ভিটে আর তোমার নেই, আমার। তুমি সময়মতো টাকা শোধ করতে পারোনি। কাজেই ...

ঃ সময়মতো মানে? মেয়াদ তো পাঁচ বছরের । এখনও যথেষ্ট সময় আছে। আমি শিগ্‌গিরই টাকা দিয়ে দেবো।

ঃ মেয়াদ পাঁচ বছরের নয়, তিন বছরের।

ঃ তিন বছরের কি রকম?

ঃ বিশ্বাস না হয় দলিল তুলে দেখতে পারো।

অবাক বিস্ময়ে মমতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মামুন। এরপর বললো, আশ্চর্য! তিরছা নজরে চেয়ে মমতা বললো, কি হলো?

ঃ তোমার মুহুরী দিয়ে তুমি দলিল লিখিয়েছিলে। তাড়াহুড়ার জন্য বেশি সতর্ক থাকতে পারিনি আর প্রয়োজনও মনে করিনি। তাহলে ঘটনা এই?

ঃ দলিল দেখলেই বুঝতে পারবে। বিলেত যাওয়ার সময় যখন টাকার জন্য হন্যে হয়ে ফিরছিলে, তখন কি লিখে দিচ্ছো, তা একটু খেয়াল করে দেখার হুঁশ ছিল না?

ঃ হয়তো ছিল। কিন্তু দলিলটাই বেমালুম বদল হয়ে যায়নি তো?

ঃ তোমার সইটা তো আর বদল হতে পারে না?

ঃ এক দলিল দেখিয়ে আর এক দলিলে সই নিলে তা অবশ্য পারে না। মমতা ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো, তোমার মনোবৃত্তি এর চেয়ে বড় বলে মনে করতাম।

ঃ থাক মনোবৃত্তির প্রশ্ন আর নাইবা তুললে। যদি ঘটনা তাই হয়, তাহলে আর আমাকে বলতে আসার গরজ কি? ঘরটা একদিকে ফেলে রেখে দাও গে।

ঃ যদি ব্যাপারটা এত সহজই হতো, তাহলে তো কথাই ছিল না। গোপনে নিঃশ্বাস চাপলো মমতা। মামুন বললো কেন, ব্যাপারটা আরও জটিল নাকি?

ঃ সে তো তোমারই ভেবে দেখার কথা।

ঃ বটে! তাহলে আমার গোটা সম্পত্তিটাই তোমার দলিলের মধ্যে ঢুকেনি তো?

ঃ ছিঃ! তুমি যে এত নিচে নামতে পার, আমি তা ভবতেই পারিনি।

ঃ আমিই কি ভাবতে পেরেছি যে, আমার ঐ সামান্য ভিটেমাটিটুকুর মোহ তোমাকে এতদূরে এই অফিসে টেনে আনতে পারে?

ঃ কেন তুমি তো জানই আমি জমিদারের মেয়ে। পাওনা আদায়ে চক্ষুলজ্জা থাকলে জমিদারি চলে না। যদিও সে জমিদারি আজ নেই, কিন্তু সে রক্ত তো আমার গায়ে আছে।

ঃ সেটা আমি ষোলআনাই স্বীকার করি।

ঃ কাজেই পাওনা আদায়ে শুধু তোমার অফিস কেন, আরো অনেক দূরে যেতেও আমরা অভ্যস্ত।

ঃ ভাল ভাল। যেখানে ইচ্ছে যাও, কিন্তু দয়া করে এই অফিসটা এখন ছাড়ো।

ঃ তাহলে তুমি সামঞ্জস্যের মধ্যে আসতে একেবারেই রাজি নও?

ঃ না। দলিলে যা পাও, নিয়ে নাও গে। তা দেখার অবসর আমার নেই। বরং এক সময় দলিলটা তুলে দেখবো তুমি কতটা নিতে পেরেছো।

ঃ তা যদি দেখতে চাও, তাহলে দেখা তোমার জনমেও শেষ হবে না। কারণ আমার পাওনা এত বেশি যে, আমি জনম ভরেই নিতে থাকবো।

ঃ সন্ন্যাসী কে আর কৌপিনের ভয় দেখিও না। থাকার মধ্যে শুধু ঐ ভিটেটুকু আর কয়েক বিঘে জমি। এরপর আর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। ঠোঁট টিপে হেসে মমতা বললো, কেন, তুমি তো আছো।

ঃ আমি!

ঃ হ্যাঁ। তোমার শ্রমেরও তো একটা মূল্য আছে। যতদিন বেঁচে থাকবে, আমার সংসারে শ্রম দিয়ে তোমাকে সে দেনা শোধ করতে হবে।

ঃ দাশপ্রথা অনেক আগেই উঠে গেছে। কাজেই কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি তাড়াতাড়ি যাও।

www.boighar.com

ঃ কেন, এত তাড়া কিসের?

ঃ একটু পরেই ছাত্র-শিক্ষকরা এসে পড়বে। আর কিছু না হোক, হেড্ মাষ্টারের কক্ষে তোমার এই শুভাগমন নিয়ে বেশ কিছুটা রসালো আর মিষ্টি আলোচনা হবে।

মমতা প্রফুল্ল কণ্ঠে বললো, তা হবে নাকি? অন্তত সেটুকু হলেও তো আমার পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়।

ঃ মানে?

ঃ মানে, আলোচনা হয় হোক্ গে। ওতে আমার কিছু এসে যায় না।

ঃ কিন্তু আমার মাথাকাটা যায়। অন্তত এই অনুগ্রহটুকু করো।

আড়চোখে চেয়ে মমতা আবার হাসিমুখে বললো, এই দ্যাখো, তুমি কিন্তু আবার আমার কাছে অনুগ্রহ চাইলে। মহাজনের কাছে অনুগ্রহ নিলে খাতকের দেনা কিন্তু কমে না, বাড়ে।

ঃ সে আমি জানি। অনুগ্রহের নামে দেনার খাতা খুলে তোমার বাপ আমাদের সব সম্পত্তি গ্রাস করে গেছেন। এবার তুমি এসেছো নরম সুরে অবশিষ্টটুকু আদায় করতে। তোমরা এক একটা রাঘব বোয়াল।

ঃ চিনতে ভুল হলো না দেখছি।
ঃ মিষ্টি কথায় ভুলে যে ভুল আমার পূর্ব পূরুষরা করে গেছেন, সে ভুল আর আমি করতে রাজি নই।
এই বলেই মামুন উচ্চৈঃকণ্ঠে ডাক দিল- খাদেম আলী।
খাদেম আলী ছুটে এসে বললো, জি ভাইজান? মমতার প্রতি ইংগিত করে মামুন মিয়া বললে, এই ভদ্র মহিলাকে একটা রিকশা ধরে দে।
ঃ জি আচ্ছা।
মমতাকে উদ্দেশ্য করে খাদেম আলী বললো, আসুন ম্যাডাম। খাদেম আলী অগ্রসর হলো। মর্মাহত মমতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়ে বললো- ইশ্! এতদূর? আচ্ছা দেখা যাবে ক্রোধ ভরে বেরিয়ে গেল মমতা। টেবিলের উপর কনুই রেখে দুই হাতে মাথা চেপে ধরলো মামুন। নিজের অজ্ঞাতেই আর্তনাদ করে উঠলো- উঃ!
অনেকক্ষণ মামুন ঐভাবেই রইলো। দশটার ঘন্টা বাজার আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেলো সে। আবার সে কাগজপত্রে মন দিলো। দশটা বাজার সাথে সাথে বসে গেল স্কুল। কিছুক্ষণ পরে রতন এসে হেড মাষ্টারের কক্ষের দুয়ার থেকে বললো- মে আই কাম্ ইন স্যার?
হেড মাষ্টার মামুন বললো - ইয়েস্, কাম ইন। একটা কাগজ হাতে এসে রতন বললো, এটা সই করে দিন স্যার। আমাদের স্কুল এবার জিতবেই। আর হারায় কে?
ঃ কি ওটা?
ঃ খেলোয়ারদের লিস্ট। গত দুই বছর ধরে তেঁতুলিয়া স্কুল এই ইন্টার স্কুল খেলায় জিতে যাচ্ছে। আমরা হেরে যাচ্ছি বারবার। লজ্জায় আমাদের মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়েছে স্যার। এবার দেখি, যায় কোথায়? যা একখানা লিস্ট বানিয়েছি না, ফার্ষ্ট হাফেই এক গোপ্তা গোল নির্ঘাত এবার দেবে আমাদের স্কুল। লিস্টে চোখ বুলিয়ে মামুন বললো, এগুলো সবই আমাদের ছাত্র?
রতন বললো, হ্যাঁ স্যার! আপনি সই করে দিলেই হয়ে যাবে। কে ওসব দেখতে আসছে?
ঃ মানে? কাগজে আঙ্গুল দিয়ে বললো এই যে বদরউদ্দীন ক্লাস টেন, এটা কে? রতন বললো একজন পাক্কা খেলোয়ার স্যার। নয়াবাজারের বদরু মিয়া। পাটোয়ারী সাহেবের লোক। যাকে বলে একেবারে দুরমুশ্। খেলতে যাই পারুক, দু'চারটেকে তো শুইয়ে দেবেই।
ঃ এই যে এরা দেখছি বল্টু, বাদশা, রব্বু এরা? এদেরকেও ক্লাস টেনের ছাত্র বলে সই করতে হবে?
ঃ করে দিন স্যার। ওসব কে দেখছে? মোদ্দাকথা, এবার আমাদের জিততে হবেই।
ঃ জিততে হবে বলেই তিনচার ছেলের বাপগুলোকে ক্লাস টেনের ছাত্র বলে আমাকে সার্টিফাই করতে হবে?
ঃ স্কুলের নামের জন্য ঐ একটু আধটু উদং মিদং-এ দোষ নেই।

ঃ আপনার কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আছে। এ লিস্টে আমি সই করবো না। মামুন কাগজগুলো ঠেলে দিল। রতন বললো, স্কুলের স্বার্থের জন্যও নয়?

ঃ স্কুলের স্বার্থের জন্য জোচ্চুরি করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যান, সঠিক লিস্ট তৈরি করে আনুন

ঃ এতে কিন্তু অনেক ছাত্র শিক্ষক বিদ্রোহ করবে।

ঃ সেই সব ছাত্র-শিক্ষককে বলবেন, স্কুলের উদ্দেশ্য আদর্শের অনুশীলন করা, জোচ্চুরি করা নয়। আপনি আসুন- থাবা মেরে লিস্ট তুলে নিয়ে রতন উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে-স্কুলটার সর্বনাশ করাই যদি আপনার ইচ্ছে হয়, সে চেষ্টা আপনি করতে পারেন, কিন্তু আমরা তা বরদাস্ত করবো না।

দুমদাম পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল রতন। মামুন ধমকের সুরে 'রতন মিয়া' বলে একটা আওয়াজ দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর স্বগতোক্তি করলো- উঃ! কি আশ্চর্য এদের রুচি। পরের দিন আবার স্কুল বসার কিছু পরেই হেড্ মাষ্টারের কক্ষে হন হন করে ঢুকে পড়লো বদরু মিয়া। পরনে তার দৃষ্টিকটু পোশাক, ডান হাতে ঘড়ি, বাম হাতে একখানা কাগজ। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এসে বাম হাতে কাগজখানা মেলে ধরে মামুনকে বললো- একে এ্যাপয়েন্‌মেন্, মানে চাকরিটা দিয়ে দিনতো?

মামুন রুষ্ট কণ্ঠে বললো, তার আগে আপনি এভাবে কেন অফিসে ঢুকেছেন তার জবাবটা দিন তো? হা- হা করে হেসে উঠে বদরু মিয়া বললো, অতীতের রাগটা আপনার পড়েইনি দেখছি! আরে ব্রাদার উস্‌মে কিয়া হ্যায়? এখন তো আমরা সব এক দলের লোক, মানে মিঃ পাটোয়ারীর লোক। সব ভাই ভাই।

ঃ আপনি কি বলতে চান?

ঃ খেলা শিক্ষা দেয়ার জন্য নাকি একজন শিক্ষক নেবেন? পাটোয়ারী সাহেব এই লোককে নিতে বললেন। আমাদের বাদশা মিয়া। একজন জবরদস্ত খেলোয়ার।

ঃ লেখা-পড়া?

ঃ তা নাম সই ভালভাবেই করতে পারে।

ঃ নাম সই! তার মানে? কমপক্ষে আই, এ পাস তো হতেই হবে। এ ছাড়া শরীরচর্চা বিজ্ঞানে ট্রেনিং থাকতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ঃ আরে ভাই থাকতে হয়তো অনেক কিছুই। কিন্তু সেটা অন্যের বেলায়। এ হচ্ছে একেবারে লোকালম্যান, তার ওপর পার্টির লোক। ওসব কি দরকার?

ঃ লোকালম্যান আর পার্টির লোক পোষার জন্য স্কুল তৈরি হয়নি। যার যোগ্যতা আছে একমাত্র সেই এখানে চাকরি পাবে। আপনি আসুন। বদরু মিয়া গাম্ভীর্যের সাথে বললো, কিন্তু এটা খোদ পাটোয়ারীর লোক সে কথা খেয়াল রাখবেন।

ঃ খোদ লাট সাহেবের লোক হলেও অযোগ্যর স্থান এখানে নেই। আপনি যান।

বদরু মিয়া ভয়ানক রেগে গিয়ে বললো, কি! পাটোয়ারী সাহেবের অপমান? আপনার এত দুঃসাহস!

ঃ নো টক। দরজা খোলা আছে-

মামুন তাকে বেরিয়ে যাওয়ার ইংগিত করলো। আরো অধিক রেগে বদরু বললো, বটে! ঠিক হ্যায়। দেখ্ লেউঙ্গা থোরা বাদমে।

দম্ভ করে বেরিয়ে গেল বদরু। মামুন মিয়া তিক্ত কণ্ঠে বললো, ইডিয়েট!

দম নেয়ারও সুযোগ পেলো না মামুন। একটা কাগজ হাতে স্কুলের দপ্তরি অর্থাৎ পিয়ন এসে বললো স্যার, মাষ্টার সাব্‌রা আপনাকে এই কাগজে সই করতে বলেন। বিরক্তির সাথে মামুন বললো, কিসের কাগজ ওটা? দপ্তরিটা বললো, গভ্‌মেন্ট নাকি প্রত্যেক ছাত্রকে এক পিস করে কাপড় দেবে?

ঃ হ্যাঁ দেবে।

ঃ এটা সেই লিস্টি।

ঃ লিস্ট দেখে মামুনের দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে বিস্মিত কণ্ঠে বললো, তার মানে? ছাত্রসংখ্যা পনের শো! একি আজব কথা? আমাদের ছাত্র তো মোটে পাঁচশো।

ঃ মাষ্টার সাব্‌রা বললেন, যে যা লিখে দিচ্ছে সেই অনুপাতেই কাপড় পাচ্ছে। কোন কোন স্কুল নাকি একই লিস্ট দু'তিন বার দেখিয়ে দু'তিনবারই পেয়েছে।

ঃ বটে।

ঃ তেঁতুলিয়া ইস্কুলে নাকি এখন কাপড়ের ছড়াছড়ি। কারো কারো নাকি একদম কাফনতক্ চলে যাবে।

ঃ তাতো যাবেই। এমন দাঁও আর ছাড়ে কে! কিন্তু সে যাক। পাঁচশো ছেলের নাম ভাঙ্গিয়ে পনের শো পিস্ কাপড় এনে তোমার সাব্‌রা করবেন কি? ঐ কাফনতক্ চালাবেন নাকি?

ঃ না স্যার, সব স্যারেরা তো নেবেন না। দু একজন বলেছেন, ঐ জালিয়াতির কাপড় তারা ছোঁবেনই না।

ঃ তারা ঠিকই বলেছেন। যারা সত্যিকারের শিক্ষক, তাঁরা এই জালিয়াতি সমর্থন করতে পারেন না ।

ঃ কিন্তু রতন স্যারেরা জিদ্ ধরেছেন, এবার কিছু কামাই তারা করবেনই। কাগজটা মুঠি করে দূরে ফিকে দিয়ে মামুন মিয়া বললো কামাই তাদের আমি করাব। গভ্‌মেন্ট কামাই করার জন্য কাপড় দিচ্ছে না? যাও, কেরানী সাহেব কে ডেকে দাও।

দপ্তরী কাচুমাচু করে বললো, মানে, রতন স্যারেরা কিন্তু-

মামুন মিয়া ধমক দিয়ে বললো- ইউ গেট আউট। দপ্তরী, অর্থাৎ পিয়নটি চম্‌কে উঠে দ্রুতপদে বেড়িয়ে গেল। শূন্যের দিকে চেয়ে হতবুদ্ধি মামুন আপন মনে বলতে লাগলো উঃ! এ হলো কি! চোখের পলকে দুনিয়াটা উল্টে গেল নাকি? বিবেক-বিবেচনা, নীতিবোধ সবই কি মাটিচাপা পড়লো, অন্যায় মিথ্যা আর জালিয়াতি কি সেই মাটির ওপর শিকড় গেড়ে বসলো? যদি তাই হয়, তাহলে আমরা কি? মানুষ, না বন মানুষ? আমাদের সামনে কি? আনন্দের উল্লাস না সর্বহারার হাহাকার?

এমনই উৎপাত চলতে লাগলো দিনের পর দিন। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য উৎপাত। অন্যায্য অসংগত আর অসহ্য দাবি। শেষের দিকে একটা লম্বা কাগজ নিয়ে হাজির হলো রতন মিয়া। বিনা অনুমতিতে এসেই সে কাগজখানা হেড মাষ্টার মামুনের টেবিলের উপর রাখলো। মামুন মিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বললো, ওটা আবার কি? রতন বললো, বেতন বৃদ্ধির দরখাস্ত। আমাদের বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। মামুন বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কিন্তু টাকা? টাকা আসবে কোত্থেকে?

ঃ মানে?

ঃ মানে ফান্ডের যা অবস্থা, তাতে যে কোন মুহূর্তে রেগুলার বেতনটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর ওপর বৃদ্ধি করলে দেবো কোত্থেকে? ভাল করে লেখা-পড়া শিক্ষা দিন, স্কুলের রেজাল্ট ভাল হোক, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হোক, বেতন বাড়িয়ে দেবো। এখন দেবো কোথা থেকে?

রতন মেজাজের সাথে বললো, সেটা আমরা দেখতে যাবো কেন? আপনি বুঝবেন। আমাদের বেতন এই মাস থেকেই বাড়াতে হবে।

ঃ তার মানে? ফান্ডে টাকা না থাকলেও?

ঃ চেষ্টা না করে চুপ করে বসে থাকলে কি টাকা ফান্ডে লাফিয়ে লাফিয়ে আসবে?

মামুন মিয়া আহত হলো। গরম কণ্ঠে বললো, রতন মিয়া!

রতন মিয়া দাপটের সাথে বলতে লাগলো, সত্যি কথা বলতে কি, হেড মাষ্টারের আসল কোয়ালিফিকেশান লেখাপড়া জানা নয়, টাকা সংগ্রহের ক্যাপাসিটি। তেঁতুলিয়ার ঐ নতুন হেড মাষ্টার সেরেয বি, এ পাস হলে কি হবে, দেখেন গিয়ে টাকার কেমন খেল্ শুরু করে দিয়েছে। মাষ্টারদের বেতন তো বাড়িয়ে দিচ্ছেই, তাছাড়া এটা-সেটা নানাভাবে মাষ্টারদের টাকা দিয়ে লাল করে দিচ্ছে।

ঃ কি করে? আলাদ্দিনের চেরাগ পেয়েছে নাকি?

ঃ সে তো বটেই। শুনেননি, পাটোয়ারী সাহেবকে ভোজিয়ে দশ হাজার টাকা বাগিয়েছে? এর নাম স্পেশাল কোয়ালিফিকেশান।

ঃ বটে! কিন্তু ঐ দশ হাজার টাকা যেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন ঐ ডাবল বেতনের গতি কি হবে?

ঃ সে পরে যা হয় হবে। এখন তো ওরা মজা লুটছে। আপনি নিজের মান নিয়ে ডাঁট হয়ে বসে রইলেন পাটোয়ারী সাহেবের মনটা যদি একটু যুগিয়ে চলতে পারতেন-

ঃ তাহলে আপনারাও ঐ রকম মজা লুটতেন।

ঃ সে তো বটেই।

ঃ সে তো বটেই! হেড্ মাষ্টারের নীতি আদর্শ দুপায়ে মাড়িয়ে একজন অসৎ লোকের ভাঁড় সেজে আমি টাকা রোজগার করবো আর আপনারা সেই টাকায় মজা লুটবেন। বাঃ! বলিহারী আর কি!

ঃ মানে?

ঃ বেহায়াপনা করে টাকা রোজগার করা হেড্ মাষ্টারের ডিউটি নয়। হেড্ মাষ্টার আদর্শের প্রতীক। একজন সৎ লোকের দুয়ারে আমি দিনে দশবার যেতে রাজি আছি কিন্তু ঐ নোংরামি আমি করতে পারবো না।

ঃ তা না পারলে আপনি চলে যান। আপনার নীতির জন্য আমাদের চান্স্গুলো আমরা হারাবো কেন?

ঃ রতন মিয়া!

ঃ এটা প্রাইভেট স্কুল। এখানে যোগ্য হেড মাষ্টার দরকার। আর সৎ-অসৎ যে প্রকারেই হোক, বড় বড় লোকের যে মন যোগাতে পারে, সেই হচ্ছে যোগ্য হেড্ মাষ্টার।

ঃ লেখাপড়া হোক আর না হোক, স্কুলটাকে যারা বাঁদরামীর আখড়া বানাতে পারে তারাই হচ্ছে যোগ্য শিক্ষক। থ্রি চিয়ার্স ফর ইউ মিঃ রতন। ইউ আর রিয়ালী এ রত্ন। আপনি যান। আপনার শেষের কথাটাই আমি চিন্তা করে দেখি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ হয় আপনাদের মতো এই কুৎসিৎ রত্নগুলোকে স্কুল ছাড়া করবো, নয় নিজেই চলে যাব। দেয়ার ইজ নো কমপ্রমাইজ।

রতন মিয়া চিৎকার করে বলতে লাগলো আমাদের স্কুলছাড়া করে কোন ব্যাটা? কার বাপের সাধ্য আছে আমাদের তাড়ায়। ক্রোধে রতন মিয়া হাত-পা ছুড়তে লাগো। চেয়ার থেকে উঠে মামুন মিয়া কঠোর কণ্ঠে বললো, গেট্ আউট আই ছে গেট্ আউট- "দেখে নেবো- দেখে নেবো কে কাকে স্কুল ছাড়া করে, তা শিগগিরই দেখ নেবো, বিড়াল হয়ে বাঘের লেজে পা" বলে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল রতন। গোলমাল শুনে অনেকেই ইতিউতি উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে এসে খাদেম আলী বললো, কি হয়েছে ভাইজান? এত হট্টগোল কেন? আজ আবার কি হয়েছে?

নিজেকে সংযত করে নিয়ে মামুন মিয়া শান্তকণ্ঠে বললো, চাকরি শ্যাষ হলো খাদেম আলী। আর বোধ হয় এখানে চাকরি করা যায়না। খাদেম আলী বললো, তাই তো ভাইজান। ছাত্র পড়ানো বাদ দিয়ে মাষ্টারেরা এক একদিন এইভাবে একটা ফ্যাসাদ পয়দা করলে চাকরি করবেন কি করে?

ঃ খাদেম আলী।

ঃ এত নীচ মনের মানুষদের নিয়ে মাষ্টারি করার চেয়ে ব্যবসা বা পাইট কিষান নিয়ে মাঠে আবাদ করাও অনেক ভাল।

www.boighar.com

ঃ তুই ঠিকই বলেছিস্। কমিটির মেম্বরদের সাথে আগে আলাপ করে দেখি। তারাও যদি এই প্রবৃত্তিকেই সমর্থন করেন, কঠোর হস্তে এই নোংরামির মূল উৎপাটন করতে যদি সাহায্য না পাই, তাহলে গুডবাই মাই গুড্ সার্ভিস, এমন চাকরির আমার দরকার নেই।

স্কুলের সময় শেষ হয়ে এসেছিল। ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা পড়লো। দপ্তরীকে অফিসকক্ষ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে অফিস থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো মামুন-উর-রশিদ মামুন। খাদেম আলী কে বললো চল্, বাসায় চল্

৫

আরে এই- এই, এই বুরবক, গাড়ী-গাড়ী, সামনে গাড়ী, সর্ সর্-

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলো ফতে আলী মহাজন। মিঃ চাধারীর ভাষায় 'ফাটালী মাজন'।

শহরের সদর রাস্তা। রাস্তাতো নয়, এটা এখন নরকের একাংশ। লোকজনের ভিড়ের মাঝে বেপরোয়া ছুটছে জীপ-বাস, হুন্ডা-সাইকেল, রিকশা-ভ্যান। ছুটছে অগ্র পশ্চাৎ। কোন ট্রাফিক পুলিশ স্পীড্ব্রেকার বা কোনরকম কোন নিয়ন্ত্রণ নেই যানবাহনের চলাচলের। ফলে, রাস্তা দিয়ে হাঁটার তো কোন প্রশ্নই উঠে না, রাস্তাটা পাড়ি দেয়াও বিপজ্জনক। ওদিকে আবার, আগে রাস্তার পাশ দিয়ে আরামেই হাঁটা যেতো। এখন সেটা একটা রীতিমতো ঝকমারি ব্যাপার। স্বাধীন বাংলার সোনার ছেলেদের বাঁদরামী আর ইতরামী রাস্তার দুইপাশ দিয়ে চলাচল দুঃসাধ্য করেছে। তাদের ফ্রিস্টাইল জটলা, চিৎকার, নাচানাচি, কুঁদোকুঁদি আর বিড়ি-সিগ্রেট ফুঁকাফুঁকির ভিড় ঠেলে রাস্তার পাশ দিয়ে চলা আর সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে, ভদ্র আর নিরীহ লোকদের পক্ষে মানসম্মান বাঁচিয়ে পথচলা এখন একটা গলদঘর্মের ব্যাপার। পান থেকে চুন খসলে জানটা বাঁচানোও অনেক সময় দায়। স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী আর বখাটেদের কাছে রাস্তাটা যেন ইজারা দেয়া।

এখানেই শেষ নয়। যানবাহনের শব্দ আর মানুষের কোলাহলের সাথে আছে বেশুমার মাইকের বেনজির দৌরাত্ম। দোকানে, রেস্তোরাঁয় আর বিশেষ করে, দুইপাশের ঘরের ছাদে পাল্লা দিয়ে বেজে চলেছে নিয়ন্ত্রণহীন অসংখ্য মাইক। হুঁক্কা মারা হিন্দিগান আর কুৎসিৎ বাংলা গানের কলি তালা লাগাচ্ছে পথচারীদের কানে। গৃহবাসীদের কানও এখন অষ্টপ্রহর ঝালাপালা। মাইকের দৌরাত্ম্যে রাস্তায় আরো উদোম। "হৈ হৈ কান্ড রৈ রৈ ব্যাপার," " সুখবর-সুখবর," "একটি ঘোষণা" "অমুক ভাইয়ের জনসভায় যোগদিন যোগদিন" ইত্যাদি এলানবার্তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাজছে সিনেমা হলের সিনেমার উৎকট প্রচার। বোঝার উপর শাকের আঁটি- এখন আবার সামনেই ইলেকশান। রাজনৈতিক পাণ্ডাদের কর্ণভেদী ক্যানভাস আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিছিল-মিটিং এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশকে গোরআজাবে পরিণত করেছে। এমতাবস্থায় রাস্তায় এসে নামলে নরক দেখার অধিক আর বাকি থাকে কি? বলা বাহুল্য, সেই থেকে আজও এ দৃশ্য বিরল নয়।

এই অবস্থা সামনে নিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ফতে আলী মহাজন। কুলির খোঁজে দাঁড়িয়ে আছে সে। কয়েক বস্তা অবৈধ মাল রাত্রিকালে ইস্টিশনে পৌছানো তার দরকার। মনে তার আশা-নিরাশার দোলা। ভাবছে, ভুষিমালের মালের সাথে ঐ বস্তাগুলো বুক্ করতে পারলেই বাজিমাৎ। একদানেই সে মহারাজ। সমস্যা হয়েছে তার মালগুলো ইস্টিশনে পৌছানো নিয়ে। স্টেশানটা দূরে নয়। কিন্তু চেনা কুলি হলে চলবে না। চেনা কুলিরা মহাজনকে ভালভাবেই জানে। রাত্রিকালের কারবার। সন্দেহ করে

বসবে তারা- এই তার ভয়। এ কারণে নতুন কুলি চাই তার। অজানা-অচেনা লোক চাই। এই নতুন কুলি ধরার উদ্দেশ্যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ফতে আলী মহাজন। নজর তার রাস্তার ওপর স্থির। বিশেষ করে চলমান কুলি মুটেদের ওপর। এই সময় সে দেখলো, এক জটাধারী সন্নাসী ওপার থেকে রাস্তা পাড়ি দিয়ে এপারে আসছে। রাস্তার মাঝামাঝি আসতেই একটা ছুটন্ত গাড়ী জটাধারীর সামনে এসে গেল। মহাজনের মনে হলো সন্ন্যাসীটা গাড়ীর নিচে পড়ে আর কি। সন্ন্যাসীর নজর খুব তিক্ষ্ণ। তবু ফতে আলী মহাজন আওয়াজ দিয়ে উঠলো- " আরে এই বুরবক, গাড়ী-গাড়ী, সর্ সর্" ইত্যাদি।

লোকটা শম্ভুজী। দ্রুতপদে ছুটে সে রাস্তার এপারে এলো এবং ফতে আলী মহাজনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো- ব্যোম্ শংকর বোম শংকর্ । কিয়া তাজ্জব তুম্হারা এহি ছহর বেটা। আদমী গাড়ী পর সোওয়াব হোগা, ইয়ে ঠিক হ্যায়। লেকেন গাড়ি আদমী পর সওয়াব হোগাইয়ে তো ম্যায় কভ্ভি নেহি দেখা।

ফতে আলী মহাজন ব্যঙ্গ করে বললো- নেহি দেখা তো, আর একটু দেরি কররেই দেখতে পেতে! আহম্মক কাঁহাকার! সদর রাস্তা পাড়ি দেয়ার সময় হা করে এদিকে তাকিয়ে কি দেখছিলে? শম্ভুজী বললো- দুকান-উকান বেটা, কুয়ী দুকান-উকান!

মহাজন বললো- দুকান উকান!

হাতে গাঁজা ডলার ভঙ্গি করে শম্ভুজী বললো, থোড়া মাল মশলাকা দুকান উকান।

ঃ কি, গাঁজা?

ঃ হঁ হঁ বেটা। ছংকরহীকা পেরসাদ। হ্যায় কুয়ী দুকান-উকান ইধার?

ঃ তোমার কতখানি দরকার?

ঃ দরকার তো জিয়াদা ভি হ্যায়, লেকেন-

ঃ জিয়াদা পয়সা নেহি হ্যায়?

ঃ হঁ হঁ বেটা। ঠিক বাত্ কাহা। উস্লিয়ে ম্যায় জিয়াদা মাংতে নেহি। সেরেফ দো- তিন গুল্লি-

হঠাৎ সেখানে এসে হাজীর হলো গোলাম আলী। মিঃ পাটোয়ারীর খাদেম গোলাম আলী। বললো- আরে গুল্লিমারো! ফদে আলী মহাজন ইচ্ছে করলে দো-তিন গুল্লি কোন্ বাত্, দো-তিন গুদাম ভি সাপ্লাই করতে পারে।

এরপর শম্ভুজীকে লক্ষ করে বললো, আরে কে? বাবা শংকরজি? সেলাম বাবা সেলাম।

সেলামের জবাবে শম্ভুজী বললো- সেলাম বেটা-জিতা রহো। লেকেন ফতে আলী বললো- হজামন নয় বাবা, মহাজন। মহান যে জন সেই হচ্ছে মহাজন। আর সেই মহান ব্যক্তি একেবারে স্বয়ং সম্মুখে- মহাজনের প্রতি ইংগিত করলো। মহাজন রুষ্ট কণ্ঠে বললো, গোলাম আলী-

গোলাম আলী বললো, কোন কুসুর নেবেন না সাব্। মাথাটা আমার বিলকুল বিগড়ে গেছে। একদিকে মহাজন আর একদিকে জনর্দন! মানে স্বয়ং শিব! কাকে ছেড়ে যে কাকে দেখি কিছুই ঠাহর করতে পারছিনে।

একটা ট্রাংক মাথায় মংলু এসে গোলাম আলীকে উদ্দেশ্য করে বললো, হাই বাবু, হামি ভি কুচু ঠাহর করতে পারচেক লাই। তুর সামান হামি কুথায় রাখবো, বুলে দে না?
গোলাম আলী মেজাজের সাথে বললো, কোথায় মানে? মাথায় রাখবি। গোটা একখানা টাকা বন্দোবস্ত। ইয়ার্কি পেয়েছিস্ না? এই মাল পাটোয়ারী সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে তোর ছুটি।
ঃ হঁ, সি কুথা হামি বুঝিয়া লিছি। আখুন তু বল, উ বাবুর মকান কুথায়?
ঃ আমার সাথে গেলেই দেখতে পাবি। এত তাড়া কিসের? ভারী লাগলে এখানে নামিয়ে একটু আরাম কর।
ঃ হঁ বাবু, ই কথা তুই ঠিক বুলেছিস্।
ট্রাংটা নামিয়ে রাখলো। নামিয়ে রাখার সময় গন্ধ শুঁকে বললো আহ! কি খুসবু! খাছ বিলাইতি, লয় বাবু?
ঃ তবে কি তোমাদের মতো ধেনো, না তোমাদের হাঁড়িয়া? বিলাইতি মাল। এক এক বেতলের দাম কম্‌ছে কম তিনশো টাকা। চোরই মাল বলে এত সস্তা পাওয়া গেল।
একথায় মহাজন লাফিয়ে উঠে বললো, এ্যা! চোরাই মাল কোথায় পাওয়া গেলরে? আর আছে?
গোলাম আলী বললো, আপনি আবার এদিকে নজর দিচ্ছেন কেন সাব। আপনি তো চলেন স্থলপথে। এটা যে জলপথ।
মহাজন বললো, আহ্, এই হলো তোমাদের দোষ! ব্যবসায়ীর আবার জল-স্থল কি হে? যেখানে দুটো পয়সা, আমিও সেখানে।
শম্ভুজী গোলাম আলীকে বললো, কেয়াবাত্ বেটা? ম্যায় তো কুয়ী সমস্তে নেহি?
গোলাম আলী বললো, বুঝলেন না মহারাজ? পাটোয়ারী সাহেব তরলের ভক্ত। ইনি হচ্ছেন শুকনোর। মান এই যে-
হাতে গাঁজা ডলার ভঙ্গি করলো। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে শম্ভুজী বললো- বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। সমঝ্ লিয়া।
মংলুর নজর এতক্ষণে শম্ভুজীর ওপর পড়লো। সে চমকে উঠে বললো, কে? একি, ছংকর বাবা! তু ইখানে?
শম্ভুজী বললো- হঁ বেটা। থোড়া সফর কর্‌নেকে লিয়ে আয়া হুঁ। তুম্ ইধার কিয়া করতে হো?
ঃ কুলিগিরি বাবা। লছমী আখুন বহুত কামাই করচে। মাষ্টার বাবুর কাম করচে। লেড়কি কাম করবে তো বাপ বছিয়ে থাকবেক কেনে? হামও কুলিগিরি লাগাই দিছি বটে।
ঃ আচ্ছা কিয়া বেটা। এয়ছাই তো হোনা হোগা। মেহ্নত কা রোটি সব্‌ছে উম্‌দা সবছে বেহ্‌তর।
ফতে আলী মহাজনের মুখণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এমন কুলিই চায় সে। এই রকম আন্‌কড়াই তার দারকার। সে মংলুকে উদ্দেশ্য করে বললো এই, তুই আমার কাম করবি?

মংলু বললো, তোর কাম! কি কাম বাবু?
মহাজন বললো কুলিগিরি। একদম বাঁধা কাম। যখন যে মাল যেখানে পৌছানো দরকার, তুই পৌছে দিবি। পারবি?
ঃ হঁ হঁ, জরুর পারবেক। কেনে পারবেক লাই? মাল পোঁছাই দিবেক আওর পয়ছা লিবেক। রাত লাগলে লেড়কির কাছে-
মহাজন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো না না, রাতে কোথাও যাওয়া চলবে না। আমার কাজ রাতেই বেশি। বরং ইচ্ছে করলে তুই দিনে দু'একবার যেতে পারবি। রাজি?
ঃ হঁ বাবু, জিয়াদা পয়ছা দিলে রাতদিন সোব্ সুময় হামি মাল টানি দিবেক বটে।
ঃ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যেমন কাম তেমন দাম। এখন যা উপায় করছিস্ তার ডাবল পয়সা পাবি।
ঃ ডবল পয়সা ? তু ঠিক বলছিস্ বাবু?
ঠিক মানে, এই ফতে আলী মহাজন একটা ফালতু লোক নয়, বুঝলি? তার মানে? তার যে কথা সেই কাজ। এই নে দু'টাকা অগ্রিম। আগাম দু'টাকা নে। আজ সন্ধ্যার সময়ই কাজে চলে আসবি।
পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে মংলুর হাতে দিলো।
মংলু বললো- সন্ধ্যার সুময়? কিন্তু তুর মাকান তো হামি চিনলেক লাই বাবু?
ঃ মাকান চেনার দরকার নেই। দোকান চিনলেই হবে।
এরপর গোলাম আলীকে লক্ষ্য করে বললো- গোলাম আলী, ওকে একটু চিনিয়ে দিও।
গোলাম আলী বললো, কোন্ দোকান সাব্? আপনার দোকান তো আবার একটা দুটো নয়।
মহাজন বললো, আপাতত আমার রেশানের দোকানেই ওকে নিয়ে যাবে। সেখানে যদি আমাকে না পাও, তাহলে ঐ মহাজন এন্ড কোম্পানী
মহাজন চলে যেতে উদ্যত হলো। শম্ভুজী তার সমনে এসে বললো ব্যোম্ শংকর। থোড়া ঠাইরিয়ে বেটা,
মহাজন বললো- কি, ভিক্ষে?
ঃ নেহি বেটা। শংকরজিকা পেরসাদ। এক দো ছিলুম যো কুছ্ মিলেগা
ঃ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তা গাঁটে কত আছে? দাম দিতে পারবে তো?
কোমরে হাত দিয়ে শম্ভুজী বললো- আট আনে হ্যায় বেটা, আট আনে-
মহাজন বিকৃত কণ্ঠে বললো, ওঃ! তবে তো তুমি একদম রাজা। এত পুঁজি নিয়ে খামাখা গাঁজার পেছনে ছুটছো কেন? একটা রাজ্য-টাজ্যই কিনে নাও গে-
ঃ কিয়া বেটা?
ঃ দো রুপিয়া কলাগে গা। এক ছিলুমকা দাম কড়কড়ে দো রুপিয়া- বুছেছো?
ঃ ঠিক হ্যায়। আগারী তুমহারা দোকান হামকো পয়চান করিয়ে দে, ম্যয় ভিখ্ মাংনেছে দো রুপিয়া দে দেউঙ্গা।

বইঘর.কম ও রোকন
ঃ তাহলে আগে ঐ ভিখ্ই মাঙ্গো, পরে দোকান দেখো। যত্তসব!
ফতে আলী রুষ্টভাবে চলে গেল। ব্যোম্ শংকর আওয়াজ দিয়ে শম্ভুজী নীরব হলো। সমবেদনা জানিয়ে গোলাম আলী বললো- কস্াই-কস্াই। ব্যাটা একদম কস্াই।
হা করে চেয়েছিল মংলু। এবার সে অপার বিস্ময়ে বললো- হাইরে বা! ছংকরজী ভিখ্ মাংবে? লাই ছংকরজি। তুলে এই দো রুপিয়া-
মহাজনের দেয়া সেই দুই টাকা শম্ভুজীকে দিতে গেল। কিন্তু তেড়ে এলো গোলাম আলী। সে ধমক দিয়ে বললো- আরে থাম্ বেটা কুলি। এই মহারাজকে চিনিস? একটা ছু-মন্তর ঝাড়লে দুনিয়াটা গোটাই রসাতল হয়ে যেতে পারে। তাকে দিতে চাস্ কিনা মাত্তর দু'টাকা দক্ষিণা, এই নাও বাবা, আমি পাঁচ টাকা দিচ্ছি। আমাকে শুধু একটা দোআ-তাবিজ দাও বাবা। কাজে কামে বড় একটা হুঁশবুদ্ধি পাইনে।
গোলাম আলী পাঁচ টাকার একটা নোট শম্ভুজীর হাতে দিলো। টাকাটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে শম্ভুজী বললো- ঠিক হ্যায় ব্যাটা। এই লেলো-
টাকা গুঁজে রেখে কোমর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে গোলাম আলীকে দিলো। কাগজটা কপালে ঠেকিয়ে গোলাম আলী বললো- জয় মহারাজ- জয় মহারাজ। আসুন বাবা, আমাদের সাথে আসুন, আপনাকে আমি এক্ষুণি এক ছিলুম গাঁজা ফ্রি কিনে দিচ্ছি।
www.boighar.com
মংলুকে আসার ইঙ্গিত দিয়ে শম্ভুজীসহ গোলাম আলী রওনা হলো। মংলু তখন আর ইহ জগতে নেই। এক কদমও না নড়ে সে স্বগতোক্তি করলো- হাই ভাগোয়ান! ছংকর বাবা দাওয়াই জানে! উতে কাম হয়। তাজ্জব! হামি ছালা একটা চিড়িয়া আচি বটে। এতদিনেও উকে হামি চিনতে পারলেক লাই। কিছুদুর এগুনোর পর গোলাম আলী সগর্জনে বললো- আরে এই ব্যাটা বুনো, চলে আয়-
চমকে উঠলো মংলু। ট্রাংকটা মাথায় তুলে নিয়ে সে সংগে সংগে তার পেছনে ছুটলো।

৬

দুই রমণী গল্প করছে পাশাপাশি বসে। দুইজনের একজন ঘরপোড়া গরু আর অন্যজনের ঘর পুড়বো পুড়বো করছে। দুইজনই দুই-এর কাছে কিছুটা পরিচিত, কিন্তু কেউ কারো ভেতরের খবর জানে না। এদের একজন রাজিয়া বেগম রোজী, অন্যজন মোসলেমা খাতুন মমতা। মমতা এসেছে পাটোয়ারীর কাছে হেড মাষ্টার মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। মামুনকে জব্দ করতে চায় সে। পাটোয়ারী সাহেব ভেতরে ব্যস্ত থাকায় ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছে দুই রমণী, তথা দুই যুবতী। গল্পে গল্পে এসে পড়েছে মমতার মর্মদাহের কথা। মামুন কর্তৃক মমতার উপেক্ষিত বা অপমানিত হওয়ার কথা। মমতার কাহিনীর মধ্যে মিস্ রোজী তার নিজের জীবনের একটা মিল খুঁজে পেয়েছে। মজলুম হিসেবে নয়, জালিম হিসেবে খুঁজে পেয়েছে মিলটা। প্রতারিতের নয়, প্রতারকের ভূমিকায় অবস্থান এখন মিস্ রোজীর। তাই সে ঝুঁকে পড়েছে মমতার কথার মধ্যে। প্রশ্ন

করছে একের পর এক। মমতা তার সব কথা শেষ না করতেই মিস রোজী প্রশ্ন করলো- উনি কি আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন?
জবাবে মমতা বললো, চিনবেনা কেন? পাশাপাশি বাড়ী আর ছোটকাল থেকে একসাথে মানুষ হয়েছি আমরা। এছাড়া দেনার দায়ে আমার কাছে তার সর্বস্ব বিকিয়ে গেছে। সে আমাকে চিনবে না তো চিনবে কাকে?
ঃ কি বললেন? আপনার কাছে উনি ঋণী?
ঃ আকণ্ঠ ঋণী।
ঃ তবু আপনাকে উপেক্ষা করলেন?
ঃ উপেক্ষা নয়, অপমান। আমি সেধে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম আর সে আমাকে গ্রাহ্যই করলো না।
মিস্ রোজী উদাস কণ্ঠে বললো- অথচ আশ্চর্য যে আপনার অনুগ্রহের জন্যে তারই আপনার দিকে চেয়ে থাকার কথা।
কথার মাঝেই ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললো রোজী। এরপর স্বগতোক্তি করলো- এসব ক্ষেত্রে বোধহয় এমনই হয়।
এদিকে লক্ষ না করে মমতা সরোষে বললো- অহংকার। দাম্ভিকটার এত অহংকার বেড়েছে যে, তাকে শায়েস্তা না করলে আমার আর সোয়াস্তি নেই।
ঃ কিছুই করতে হবে না ভাই। যার আগুনে সেই পুড়ে মরবে। একজন সরলপ্রান উপকারীর সাথে বেঈমানী করলে সে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা উনি এখনো বোঝেননি। যখন বুঝবেন, তখন আর সংশোধনের কোন পথ থাকবে না।
মমতা বেগম জেদি কণ্ঠে বললো- তার আগেই ওকে আমি পথে এনে ছাড়বো। স্বেচ্ছায় কেউ পথে না এলে, কি করে তাকে পথে আনতে হয়, তা আমি জানি।
ঃ তা যদি পারেন, তাহলে বুঝবো আপনি ভাগ্যবতী। কিন্তু সাবধান ভাই, যারা উপকারীর উপকার ভুলে যায় তারা বড় সাংঘাতিক জীব। কোন ফাঁকে যে কোন সর্বনাশ করে বসবে, তা কিছুই অনুমান করতে পারবেন না।
এ কথায় মমতার বিপুল হাসি পেলো। সে হাসিমুখে বললো- আরে না না, কি যে বলেন! সে আরযাই হোক মোটেই অমানুষ নয়। মুখে যতই বড়াই করুক, কিন্তু আমি জানি, ও কতটা অসহায়।
আবার উন্মনা হলো মিস্ রোজী। আপন মনে ভাবতে লাগলো- সেও তো এমনিভাবেই আমাকে বিশ্বাস করেছিল। এমনই সরল বিশ্বাস নিয়েই তো আমার কাছে এসেছিল।
ঃ তুমি কি ভাবছো ভাই?
সম্বিত ফিরে এসে রোজী বললো এ্যাঁ? না, বলছিলাম- আপনার এই সরল বিশ্বাসেই হয়তো-
ঃ নাঃ। তোমার কথাবার্তাগুলো কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে। থকে্গে ওসব। আমার ভাইকে তোমার কেমন লাগছে, বলো? রাশটা ঠিকমত টেনে রাখতে পারবে তো?

ঃ কার কথা বলছেন? মিঃ পাটোয়ারীর?
ঃ হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার সেই প্রাণপাখী। যার জন্য তুমি একদম দিওয়ানা। কিন্তু দেখো ভাই, বিয়ের দাওয়াত দিতে যেন আবার ভুলে যেও না। আপন বোন না হলেও আমি কিন্তু তার খুব একটা পর নই।
ঠিক এই সময় মুখে পাইপ গুঁজে সেখানে এসে হাজির হলো মিঃ পাটোয়ারী। মমতা তার বেশ দূর সম্পর্কের বোন। বেশ কিছুদিন পরে মমতা তার বাড়ীতে এসেছে ভাইজ্ঞানে। কিন্তু পাটোয়ারীর কাছে মমতা একটা নতুন আমদানী। তাই মমতার কথার জের ধরে পাটোয়ারী সাহেব বললেন- কে বললে, তুমি আমার পর? আমার আপনের চেয়ে তুমি আমার ঢের বেশি আপন। কখন এলে?
মমতা বললো- অনেকক্ষণ। একটা বিপদে পড়ে এসেছি। এর বিহিত আপনাকে করতেই হবে ভাইজান!
পাটোয়ারী উৎসাহ ভরে বললেন- অবশ্যই অবশ্যই। তোমার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি। কতদিন তোমাকে দেখিনি। বা! কি সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার।
পাটোয়ারী সাহেব লোলুপ দৃষ্টিতে মমতার দিকে চেয়ে রইলেন। মমতা লজ্জা পেয়ে বললো- ভাইজান!
নিজেকে সামলে নিয়ে পাটোয়ারী সাহেব বললেন- হ্যাঁ, কিসের বিহিত করার কথা বলছিলে?
ঃ বলছিলাম, আমার প্রতিবেশী, মানে.....
সচকিত হয়ে উঠলো মিস রোজী। বাধা দিয়ে বললো- না না, এতবড় ভুল আপনি করবেন না।
মমতা বিস্মিত কণ্ঠে বললো- মানে?
রোজী বললো- যা করার আপনি নিজের হাতেই করবেন। না পারলে অন্যের দ্বারা বিহিত করে নেবেন। তবু মিঃ পাটোয়ারীর হাতে এ বিহিতের ভার দেবেন না।
মমতা বললো- কেন, উনি কি পারবেন না?
ঃ পারবেন না নয়। উনি এত বেশি পারবেন যে, শেষকালে আপনাকেই পস্তাতে হবে।
আর কতটা সয়? পাটোয়ারী সাহেব চোখ গরম করে বললেন, রোজী। তুমি আমাকে অপমান করছো?
মৃদু হাসি হেসে রোজী বললো- অপমান নয় ডার্লিং তামাশা। জাস্ট এ জোক।
রোজী আর দাঁড়ালো না। পাটোয়ারীর দিকে আড়চোখে চেয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।
মোসলেমা খাতুন মমতা হাসি মুখে বললো- মেয়েটা বড় হেঁয়ালী জানো।
পাটোয়ারী সাহেব নারাজ কণ্ঠে বললেন- বাচাল বাচাল। তুমি যদি মাঝে মধ্যে এসে আমার খোঁজ খবর না নাও, তাহলে হয়তো এই বাচালের হাতেই আমাকে পচে মরতে হবে।
ঃ সে আমি সব ঠিক করে দেবো। কিন্তু তার আগে-

ঃ হ্যাঁ বলো, কি বলছিলে।

ঃ আমার প্রতিবেশী, মানে এখানকার হেড মাষ্টার মামুনুর রশিদ আমাকে অপমান করেছে। এখানে তার চাকরি যাতে আর না থাকে সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, ও এই কথা? ওর ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি। ব্যাটার এত বড় স্পর্ধা যে আমাকেও লাট সাহেব বলে গাল দেয়। লাট সাহেবী হাতটাও তাই দেখিয়ে এলাম।

মমতা বেগম ভীত কণ্ঠে বললো- মানে! কি করে এলেন।

মি: পাটোয়ারী দরাজকণ্ঠে বললেন-স্কুলের মেম্বারদের নিয়ে বসে ওকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে এলাম।

পাটোয়ারী সাহেব যে এদিকে এসব নিয়েই ব্যস্ত আছেন, মমতা তা জানে না। মমতা তাই প্রশ্ন করলো- মেম্বার সাহেবরা তা শুনলেন?

গোলাম আলী সবসময় সাথেই আছে পাটোয়ারীর। ইতিমধ্যে সে ও এই ড্রয়িংরুমে এসেছিল। মমতার প্রশ্নের এবার হেঁয়ালী করে জবাব দিলো গোলাম আলী। বললো, শুধুই শোনা? শোনার সাথে সাথে তারা যেরকম গরম হয়ে উঠেছেন। তাতে কি আর হেড মাষ্টার বাবাজী এতক্ষণ আছেন? কখন পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছেন!

ঘটনাচক্রে মামুন উর রশিদ মামুনও এসে হাজির হলো এখানে। পাটোয়ারীর কুকীর্তির একটা দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার গরজেই সেও এসে হাজির হলো এবং গোলাম আলীর উক্তির জের ধরে বললো- না, এখনও ভস্ম হইনি। জীবন্তই আছি।

তাকে দেখে পাটোয়ারী সাহেবের চোখের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন- তা এখানে কি জন্যে এসেছো? আমাকে অনুরোধ করে কোন ফল হবে না। তুমি পথ দেখো।

মামুন উর রশিদ শাণিত কণ্ঠে বললো- জিনা, অনুরোধ করতে আমি এখানে আসিনি, আর যাকে তাকে অনুরোধ আমি করিও না।

আবার কুঞ্চিত হলো পাটোয়ারী সাহেবের ভ্রূযুগল। তিনি একই কণ্ঠে বললেন- বটে! তাহলে তুমি কি জন্যে এসেছো?

প্রতিবাদ তুলে মামুন উর রশিদ দীপ্ত কণ্ঠে বললো, 'তুমি' নয়, বলুন 'আপনি'। ভদ্রতাজ্ঞান আদৌ না থাকলে নিজেকে ভদ্রলোক বলে দাবি করবেন কি করে?

ঃ অর্থাৎ

ঃ আমি আপনার আজ্ঞাবাহী গোলাম বা চাঁই- চেলাও নই, বন্ধুও নই। আমাকে তুমি বলার অধিকার আপনার নেই।

ঃ আই সি! তেজটা এখনও কমেনি দেখছি। তা হঠাৎ বাড়ীতে বয়ে এসে এত তেজ কিসের জন্যে, শুনি?

ঃ কমিটির মেম্বারদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছেন কেন?

ঃ এই কৈফিয়ৎ নিতেই কি তুমি এখানে এসেছো?

ঃ যদি বলি তাই?

ঃ তাহলে চাকরি তো যাবেই, মানটাও অক্ষুণ্ন থাকবে না।

ঃ চাকরির জন্য আমি একবিন্দু পরোয়া করি না। আর মান? মানীর মান আল্লাহর হাতে। এখানে আপনার এক্তিয়ার নেই।

গোলাম আলী অবাক হয়ে এতক্ষণ সবকিছু শুনছিল। এবার সে ফস করে বললো তা না হয় না থাকলো, কিন্তু চাকরি গেলে খাবেন কি, তা ভেবে দেখেছেন?

মামুন মিয়া সক্রোধে বললো- ছাই খাবো, মাটি খাবো. মুঠোমুঠো ঘাস খাবো। তা নিয়ে তোমার বা কোন ভণ্ড নেতার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

মামুন উর রশিদ আড়চোখে পাটোয়ারীর দিকে তাকালো। মমতা বেগম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে মামুনকে বললো, আহ্ তুমি থামো!

পাটোয়ারী এতে মামুনের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন, এই ছিল মমতার ভয়। পাটোয়ারী ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে না উঠলেও একেবারে ছেড়ে দিলেন না কথাটা। প্রশ্ন করলেন- কি বললে? আমি ভণ্ড নেতা?

গোলাম আলী ফের হুট করে বললো- আর না হয় স্যার তাই হলেন। তবু তো তিনি নেতা। কিন্তু আপনি? আপনার তো সে পুঁজিও নেই।

জবাবে মামুন বললো- আমার যা পুঁজি আছে তার এক কণাও যদি এদের থাকতো, তাহলে পৃথিবীটা বাসের এতটা অযোগ্য হয়ে উঠতো না।

পাটোয়ারী সাহেব সগর্জনে বললেন- হোয়াট!

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাকরে বলেই চললো মামুন-আর সে পুঁজি ভোট ভিক্ষার মাধ্যমে ভিক্ষে করা পুঁজি নয়, সাধনার পুঁজি। মেয়াদও তার তিন বা পাঁচ বছরের নয়। আমরণ আমি তার অধীশ্বর।

পাটোয়ারী বললেন- তাহলে সেই অধীশ্বর হয়েই থাকো গে। আগামী মিটিংয়েই তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।

ঃ সে বাহাদুরীর সুযোগ আপনার রাখিনি। তার আগেই আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলাম।

হোঁচট খেলেন পাটোয়ারী সাহেব। বললেন, তাই যদি দিলে তো আবার এখানে এসেছো কেন?

ঃ আমাকে তাড়াবার জন্যে যে জননেতা হন্যে হয়ে মেম্বারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে, তাকে জানাতে এলাম যে, দুনিয়ার সবাই পা-চাটা কুকুর নয়। এমন অনেক লোকও আছে, যাদের রাখতে হলে অনুরোধ করেই রাখতে হয়।

ঃ ইউ স্টপ। দেশে লোকের অভাব নেই যে, অনুরোধ করে হেড মাষ্টার রাখতে হবে আমাদের।

ঃ দেশে কাজেরও অভাব নেই যে, তোয়াজ করে হেড মাষ্টারগিরি করতে হবে আমাকে।

পাটোয়ারী কিছু বলার আগেই আবার গোলাম আলী বললো- না না না, কে বলে কাজের

অভাব আছে? কুলিগিরি, মুটেগিরি, জুতা পালিশ এসব কাজ নেয় কোন ব্যাটা?
হো হো করে হেসে উঠলেন পাটোয়ারী। বললেন- ঠিক বলেছো! গোলাম আলী, ঠিক বলেছো। কাজের অভাব কি?
এরপর মামুনকে আরো হেয় করার জন্যে পাটোয়ারী সাহেব মমতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আচ্ছা মিস মমতা, তোমার নাকি একজন পেয়াদা দরকার? লোকটা তো ফ্রি হলো। ওকে ঐ চাকরিটা দাও না। বেকারের একটা গতি করো। হাজার হোক, তোমার প্রতিবেশী বটে!
মামুন উর রশিদ বললো, তার আগে মিস মমতাকে বলুন, আমার একজন রাঁধুনীর দরকার। ইচ্ছে থাকলে উনি সে চাকরিটা নিতে পারেন।
এ কথায় খুশিতে মমতার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। কিন্তু পাটোয়ারী এ কথায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। কুপিত কণ্ঠে বললেন- কি এতবড় স্পর্ধা। জানো না, উনি জমিদারের মেয়ে? একটা চাষার ছেলের এত দুঃসাহস?
মামুন বললো, জমিদারের মেয়ের যেমন পেয়াদা না হলে চলে না, চাষার ছেলেরও তেমনি রাঁধুনী না থাকলে চাষ বাসের সময় থাকে না।
মামুন বেরিয়ে যেতে লাগলো। অপমানে পাটোয়ারীর কর্ণমূল লাল হয়ে উঠলো। তিনি গর্জন করে বললেন- গোলাম আলী, চাবুক- আমার চাবুক।
মামুন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো- থাক, চাবুকটা আপাতত নিজের জন্যেই তুলে রাখুন। পাপ তো আর কম হয়নি! আজরাঈল যেদিন আসবে, সেদিন হাতের কাছে চাবুকটা পেলে হয়তো মুগুরটা আর মারবে না।
ক্রোধভরে বেরিয়ে গেল মামুন উর রশিদ। গোলাম আলী উন্মত্তকণ্ঠে বলতে লাগলো- টাইগার টাইগার, একেবারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!
মিঃ পাটোয়ারী চিৎকার করে বললেন- ইউ শাটআপ!
গোলাম আলী চমকে উঠে বললো, হুজুর!

ঃ বদরু, বাদশা, বল্টু- এরা সব কোথায়?
ঃ সবাই তো বাগানবাড়ীতে গ্যাঞ্জাম করছে হুজুর।
ঃ ওয়েল। আমি দেখছি। হারামজাদার মাথাটা আমার চাইই।
উন্মত্তের মতো বেরিয়ে গেলেন পাটোয়ারী সাহেব। নড়েচড়ে উঠে গোলাম আলী বললো- অবশ্যই অবশ্যই। মাথা তো নিতেই হবে। ইঁদুর হয়ে বিড়ালের গালে চড়!
মমতা ক্ষুব্ধ হলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো- তুমি কার কথা বলছো? কে ইঁদুর?
গোলাম আলী বললো- ঐ যে, ঐ বেয়াদব লোকটা! বাড়ী বয়ে এসে দুঃসাহস দেখিয়ে গেল! একটা ইঁদুর হয়ে-
মমতা দৃঢ়কণ্ঠে বললো, না, ও ইঁদুর নয়- ঈগল।
গোলাম আলী সবিস্ময়ে বললো- ঈগল?

বইঘর.কম ও রোকন
ঃ হ্যাঁ ঈগল। যারা জাত ঈগল তারা দুঃসাহসীই হয়। যার সাহস নেই, সে ঈগল নয়, চামচিকা-

চোখ গরম করে বেরিয়ে গেল মমতা। মমতা বেরিয়ে যেতেই হো হো করে হেসে উঠলো গোলাম আলী। স্বগতোক্তি করলো- বাবা হেড মাষ্টার, মাথাটা যদি যায়ও তবু তোমার দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ, তোমার মৃত্যুবাণে শুধু বিষই নেই, মধুও আছে।

৭

জনৈক ঃ পাটোয়ারী লোকটা কেমন-

অনেকে ঃ দুধে ধোয়া তুলসী যেমন।

জনৈক ঃ পাটোয়ারীর ভেতরটা-

অনেকে ঃ দিনের মতো ফকফকা।

জনৈক ঃ পাটোয়ারীর চরিত্র-

অনেকে ঃ ফুলের মতো পবিত্র।

জনৈক ঃ পাটোয়ারীর কাম্য কি-

অনেকে ঃ পরের সুখ, আবার কি।

যতই ঘনিয়ে আসছে নির্বাচন, ততই জোরদার হচ্ছে প্রচারণা। চলছে দুরমার ক্যানভাস। ফেস্টুন, ব্যানার প্রতীক আর ভাড়া করা টোকাই নিয়ে এলোপাতাড়ি ছুটছে পাটোয়ারীর মিছিল। অন্য প্রার্থীর মিছিল যেখানে একটা পাটোয়ারীর মিছিল সেখানে দশটা। এক যাচ্ছে এক আসছে। ওদিকে আবার 'রুপেয়াকা কুওৎ বড়ি কুওৎ হ্যায়।' অন্যের মিছিলে লোক যেখানে বিশ ত্রিশজন, টাকা ঢেলে আনা শ্রমিক মজুর আর টোকাইদের কল্যাণে পাটোয়ারীর মিছিলে লোক সেখানে হাজারজন। টাকা আর দাপটের মাহাত্ম্যে শহরটা প্রায় গোটাই পাটোয়ারীর দখলে। শহরের রাস্তাগুলোতে পাটোয়ারীর পাণ্ডাদেরই একচেটিয়া প্রাধান্য। এছাড়া পাটোয়ারীর ডাণ্ডা পার্টির দৌরাত্ম্যে প্রকাশ্যে অন্য প্রার্থীর ক্যানভাস করাও এখন নিরাপদ নয়। তাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রায় সকলেই ক্যানভাস করছে পাটোয়ারীর।

এতদসত্ত্বেও পাটোয়ারীর ফলাফল নিয়ে তার কিছু কিছু সমর্থক চিন্তিত। সৎ চরিত্রের কারণে অন্যান্য প্রার্থীদের পাল্লাও একেবারেই হাল্কা নয়। বিশেষ করে সৎ সরল ও ধর্মপ্রাণ সাদিক চৌধুরীর পাল্লা পাটোয়ারীর চেয়ে ঢের বেশি ভারী বলে অনুমান করেছে অনেকে। এতে করে বড় বেকায়দায় পড়েছে পাটোয়ারীর সুবিধাবাদী সমর্থকরা। ইলেকশানে সাদিক চৌধুরী জিতে গেলে তার দলে ভেড়ার পথ একেবারেই বন্ধ করতে এরা অনেকেই নারাজ। তেঁতুলিয়ার হেড মাষ্টার মানিক মিয়া এমনই একজন সুবিধাবাদী লোক। সে দোটানায় ভুগছে। পাটোয়ারীর পেটোয়াদের সামনে পড়লেই সে ঘোরতর পাটোয়ারীর সাপোর্টার সাজছে আর একা হলেই ভাবছে, চৌধুরীর লোকেরা তাকে চিনে

ফেললো নাতো? ওদিকে আবার ক্যানভাসের কাজের মাত্রাধিক চাপেও সে ত্যক্ত-বিরক্ত।

আজ সে চলে এসেছে অন্য রাস্তায়। কাঁচা বাজারের দিকে অনেকটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর কি! রাস্তা বেয়ে হাঁটছে, আর বিড়বিড় করে বলছে, এক ফোঁটা মধু খেয়ে এ আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়লামরে বাবা। উঠতে বসতে কেবলই ভোটের কথা আর ভোটের কাজ। দিন-রাত ফিল্ডে থাকছি কিনা, কথামতো কাজ করছি কিনা, জোর ক্যানভাস চালাচ্ছি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধুই কি তাই? ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারাদার!

বিড়বিড় করতে করতে হাঁপিয়ে উঠে মানিক মিয়া। এক সময় সশব্দে বলে উঠলো- উঃ! আর পারিনে।

খোঁড়ার পা গর্তেই পড়ে। এই সময় তার পেছনে এসে দাঁড়ালো পাটোয়ারীর খাস পেটোয়া রতন মিয়া। রতন পেছন থেকে বললো, কি পারিনে ইয়ার?

চমকে উঠে পেছনে তাকালো মানিক মিয়া এবং থতমত করে বললো, না, মানে, এই দৌড়-ঝাঁপ! দিনের পর দিন।

রতন মিয়া চাপ দিয়ে বললো, পারতেই হবে। খয়রাত পেতে হলে খাঁটুনীতে ভয় করলে চলবে কেন?

ঃ হ্যাঁ- তা মানে-

ঃ কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে কিসে? দৌড় ঝাঁপ করে যদি পাটোয়ারীকে একবার উৎরাতে পারেন, চাঁদ একদম হাতের মধ্যে। আপনার যা খুশি তা করলেও কোন ব্যাটা টু শব্দটি করার সাহস পাবে না।

নিজেকে সামলে নিয়ে মানিক মিয়া বললো, একশোবার, একশোবার। সে কি আর বলতে হয়? এই দেখেন না, সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, দিনরাত সবসময় এই কাজেই আছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে-

ঃ কি?

ঃ চৌধুরী ব্যাটার- মানে ঐ সাদিক চৌধুরীর লোকজনও এমন উঠেপড়ে লেগেছে যে, আমাদের সামলাতে কষ্ট হচ্ছে।

ডাণ্ডা লাগান। চৌধুরীকে নিয়ে যারা লাফালাফি করছে, তাদের ডাণ্ডা লাগালেই দেখবেন ময়দান সাফ। কোন ব্যাটা আর এগুতে সাহস করবে না।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। ডাণ্ডাই দরকার।

ঃ ডাণ্ডার কাছে সব ঠাণ্ডা। এমনিতে যদি ভোট না আসে, তাহলে শেষ পর্যন্ত ঐ ডাণ্ডা মেরেই বাকসোগুলো ছিনিয়ে নিতে হবে, বুঝেছেন?

এই রাস্তা বেয়েই এগিয়ে আসছে শাঁইজী। কণ্ঠে তার লালন ফকিরের গান। শাঁইজী এদের মুখোমুখি হয়ে গেল। শাঁইজী গাইছেঃ শহরে ষোলজনা বোম্বেটে,
করিয়ে পাগলপারা নিলো তারা সব লুটে।

বইঘর.কম ও রোকন
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করিব আমি
কোন খানে কার নিকটে॥
রতনদের কাছাকাছি হয়ে রতনদের মুখের দিকে তাকাতেই রতন প্রশ্ন করলো- বটে, তারপর?
শাঁইজী গেয়েই চললো ঃ "গেল মাল মালখানায়
খালি ঘর দেখি জমায়
লালন কয় খাজনারই দায়
কখন যেন যায় লাটে।"
শাঁইজীর সামনে এগিয়ে এসে রতন বিকৃত কণ্ঠে বললো, আচ্ছা। তা সাধু বাবাজী, আখড়া ছেড়ে এসে এই শহরে এত ঘোরাফেরা? মতলব খানা কি?
শাঁইজী সরল কণ্ঠে বললো- মানুষকে আখেরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া বাবা। দু'চারজনও যদি আমার কথা শুনে, তাতেই আমার আনন্দ।
ঃ তা এই শহরে কেন?
ঃ একটু কাজ আছে। তাছাড়া শহরে অনেক লোক। তাই ভাবলাম, দু'চারদিন এদিকেও ঘুরি।
ঃ নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই। ঘুরবে বৈ কি? শহরে অনেক লোকই শুধু নেই। অনেক ভোটও আছে।
শাঁইজী সবিস্ময়ে বললো, ভোট-
রতন বললো, হ্যাঁ ভোট। তা কার জন্যে ক্যানভাসটা চলছে শুনি?
ঃ ক্যানভাস!
ঃ ঘুম থেকে উঠলে যে! সাদিক চৌধুরীর বাসায় এত ঘন ঘন যাতায়াত কিসের জন্য?
শাঁহজী উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, ও এই কথা? চৌধুরী সাহেব খুব ভাল মানুষ। দীন দুনিয়ার কথায় পাগল। আমি প্রায়ই তার সাথে বসি আর আত্মার পাপ-পুণ্যের কথা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করি।
এবার কথা বললো, মানিক। বললো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তার সাথে?
ঃ হ্যাঁ বাবা। শুধু কি তাই? ওখানে গেলে না খেয়ে আসার উপায় নেই। আবার আসার সময় আমার আখড়ার জন্য কিছু পয়সা কড়িও উনি না দিয়ে ছাড়েন না।
রতন বললো, ও- তাই বলো। আসলে মাম্‌লোতের ব্যাপার। ঠিক আছে। এখন থেকে সে মাম্‌লোত পাটোয়ারী সাহেব দেবেন। শুধু দিবেন নয়, চৌধুরী যা দেয় তার ডবল দেবেন। তুমি দল বদল করো।
ঃ দল বদল! মানেটা বুঝলাম না তো?
ঃ চৌধুরীকে বাদ দিয়ে পাটোয়ারীকে ধরো। দ্বারে দ্বারে তো ভিক্ষে করার অভ্যাসটা

আছেই। এখন থেকে তার জন্য দ্বারে দ্বারে ক্যানভাস্ শুরু করে দাও। ভোটের ক্যানভাস্। জীবনে আর ভিক্ষে করতে হবে না।
ঃ ভোটের ক্যানভাস্! কে করবে? আমি?
ঃ ভড়ং করছো কেন? তুমি তো ও কাজে উস্তাদ। শুধু চৌধুরীর জায়গায় পাটোয়ারী। কি রাজি?
ঃ না বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। এ দুনিয়ার কোন মোহই আমার নেই। আমি সেরেফ-
মানিক মিয়া বললো, বটে। তাহলে নিজের ভোটটাও দেবে না বুঝি?
ঃ দেবো না কেন, দেবো। এটা তো আমার কর্তব্য।
ঃ কাকে তাহলে দেবে?
ঃ চৌধুরী সাহেবকে।
হুংকার দিয়ে উঠে রতন বললো, খবরদার। পাটোয়ারীকে ভোট না দিয়ে যে ব্যাটা অন্যকে ভোট দেবে আর অন্যের ক্যানভাস্ করবে, তার ভিটেয় আমরা ঘুঘু চড়াবো।
মানিক মিয়া সায় দিয়ে বললো কাজেই যদি মঙ্গল চাও, তাহলে নিজে তো পাটোয়ারীকে ভোট দেবেই, অন্যকে দিয়েও দেওয়াবে।
শাঁইজী প্রতিবাদ করে বললো, না। জেনে শুনে একজন অসৎ লোকের দালালী করে পাপের বোঝা আর বাড়াবো না।
রতন বলল, খুন করব। জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।
মানিক বললো জানো, পাটোয়ারীর হাতে কত লোক আর কত লাঠি?
শাঁইজী বললো, সে যাই থাকুক। কোন কিছুর ভয়ে আমি আত্মার সাথে বেঈমানী করবো না।
কলহ চরমে উঠে গেল। রতন মিয়া হাত-পা ছুড়ে বললো তোমার আখড়ায় আগুন ধরিয়ে দেবো।
শাঁইজী বললো- দাও গে।
মানিক বললো- ভিক্ষে করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।
শাঁইজী বললো- হোক বন্ধ।
রতন বললো- রাস্তায় বেরুলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।
শাঁইজী বললো- তাই দিও। তবু শয়তানের খাতায় নাম লিখিয়ে আমি ঈমান নষ্ট করবো না।
মানিক বললো- আরে থামো মিয়া, বেশি বাহাদুরী দেখিও না। ঘর পুড়ে গেলে, ভিক্ষে বন্ধ হলে, ঠ্যাং ভেঙ্গে গেলে তুমি করবে কি!
এদের কথায় আর কান না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো শাঁইজী এবং গীত কণ্ঠে পথ ধরলো-
"আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল বেচবো তারে

বইঘর.কম ও রোকন
কিয়ামতের হাটে... ।"
এগিয়ে চললো শাঁইজী। রতন এ উপেক্ষা সহ্য করতে পারলো না। সে দৌড়ে শাঁইজীর সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ঘুষি বাড়িয়ে বললো, তবেরে শালা ভিক্ষুক-
মংলু এই সময় এই পথ দিয়েই যাচ্ছিল। দেখতে পেয়েই সে হাঁক দিলো হেই খবরদার।
হাঁক দিয়েই মংলু ছুটে এসে বললো, হাত সামলিয়ে লে ছালে লোগ!
রতন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কি, কি বললি?
মংলু বললো, ছাঁইজীর গায়ে হাত দিলে তুর হাত হামি ছিনাই লিবেক বটে।
রতন ধমক দিয়ে বললো, চোপরাও ব্যাটা কুলি।
মংলুও ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, কেনে? কুলি চুপ করবেক কেনে? তু ভদ্দরলোক আদমী রাস্তায় দাঁড়াই গুণ্ডামী করবি আর কুলি আদমী চুপ থাকবেক? লাই লাই, দেউতা আদমীর গায়ে হাত দিলে তুরে হামি ছাতু বানাই ছাড়বেক বটে, হঁ।
ঃ তবে রে শুয়ার কা বাচ্চা-
মারমুখী হয়ে রতন এগিয়ে এলো। মংলুও অগ্রসর হয়ে বললো, হাপে চুপ-
মানিক মিয়া জব্বর ভয় পেয়ে গেল। রতনকে বাধা দিয়ে বললো, আরে যেতে দিন যেতে দিন। এসব ছোট লোকদের এভাবে শায়েস্তা করা যাবে না। এদের কায়দায় ফেলে ধরতে হবে। আসুন, আপাতত কেটে পড়ি।
রতনের হাত ধরে টানতে লাগলো। রতন সক্রোধে বললো, কেটে পড়বো মানে? ঐ ব্যাটার ভয়ে?
মানিক মিয়া ভীতকণ্ঠে বললো, আহহা, এটা রাস্তা। আশপাশে আরো অনেক কুলি থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি আসুন না-
রতন তবু জিদের সাথে বললো, না, ঐ ব্যাটাকে-
মানিক মিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আহ্! বেকায়দায় পড়লে হাড়ে বাতাস পাবে না। আসুন-
রতনের হাত ধরে পূর্ববৎ টানতে লাগলো। অবশেষে রণভঙ্গ দিয়ে রতন মংলুর প্রতি সগর্জনে বললো, ঠিক আছে, আজ তোকে ছেড়ে দিয়েই গেলাম। কিন্তু ইয়াদ রাখিস্, এরপর যেদিন আসবো সেদিন তোকে এই দুনিয়া ছাড়া না করে কিছুতেই ছাড়বো না।
মানিক ও রতন চলে গেল। রতনের কথার জবাবে রতনকে লক্ষ্য করে মংলু বললো, আরে যা যা। উ ভয় দেখাছ্নে। ই দুনিয়া যুদি হামারে ছাড়তিই হয়, ছালা তুকে ছাথে লিয়ে তোবেই ছাড়বেক বটে, হঁ।
মংলুকে দেখে শাঁইজী সবিস্ময়ে বললো, এ কি মংলু। তুমি এখানে?
মংলু বললো, কুলিগিরি করচি বটে ছাঁইজী।
ঃ তোমার মেয়ে কোথায়? লছমী?
ঃ মাষ্টার বাবুর ছাথে চলিয়ে গেইচে। উর মকানে কাম করচে।
ঃ মাষ্টার নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে? ব্যবসা করছে?
ঃ হঁ ছাঁইজী, বেওছা করচে। হক বেওছা। ছোটা দুকান, কিন্তুক জব্বর বেচাকেনা হইচে।

বইঘর.কম ও রোকন
ইতিমধ্যে ফতে আলী মহাজন মংলুকে খুঁজতে লাগলো আর দূর থেকে হাঁকতে লাগলো, মংলু মংলু, আরে এই ব্যাটা কুলি-

জবাবে মংলু উচ্চৈঃকণ্ঠে বললো, যাই বাবু ছাব।

এরপর সে শাঁইজীকে বললো, তু আখুন যা ছাঁইজী, ইখানে আর থাকিস্ লাই। ছালারা বহুত হারামী আছে।

শাঁইজী বললো, হ্যাঁ বাবা, যাই। অনেক দূরে যেতে হবে।

ক্রুদ্ধ মহাজন এসে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, এই ব্যাটা, এখানে কার সাথে পিরিত করছিস?

মংলু বললো, এই ছাঁইজীর ছাথে বাবু ছাব।

www.boighar.com

নাক কুঞ্চিৎ করে মহাজন বললো, ওঃ তাইতো বলি। মিস্‌কীনের দোসর ফকির।

এরপর শাঁইজীকে বললো, তা কি চাই? ভিক্ষে?

শাঁইজী বললো- না বাবা, আমি ডাক দিয়ে ফিরছি। মোহমুগ্ধ মানুষদের ডাক দিয়ে ফিরছি।

ঃ ডাক! কিসের ডাক?

শাঁইজী গান ধরলো, "আয় গাঁথবি মালা কে?

রসূল নামের ফুল এনেছি রে-

আয় গাঁথবি মালা কে?

এই মালা দিয়ে রাখবি বেঁধে

আল্লাহতায়ালাকে

আয় গাঁথবি মালা কে?"

গান গাইতে গাইতে শাঁইজী চলে গেল। মহাজন রুষ্ট কণ্ঠে বললো, যত্তসব হতচ্ছাড়ার কাণ্ড।

এরপর মংলুকে বললো, আরে এই ব্যাটা বুনো, বস্তাটা যে ওখানে ফেলে রেখে এলি, কেউ নিয়ে গেলে?

মংলু ব্যস্ত কণ্ঠে বললো- আখুনই যাইচি বাবুছাব্, হামি আখুনই যাইচি।

মংলু দ্রুতপদে চলে গেল। মহাজন বিরক্তির সাথে বললো, উঃ! আর পারিনে। এরা সবাই মিলে আমার ব্যবসাটা লাটে তুলে ছাড়বে।

কি কারণে যেন বাঁশ-কঞ্চি সবারই ভিড় আজ এইদিকে। পাটোয়ারী সাহেবও চলে এলেন এখানে এবং বললেন, কি লাটে উঠলো মহাজন?

মহাজন বললো, আমার ব্যবসা।

এরপর পাটোয়ারীকে দেখেই ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আরে স্যার যে। আপনি স্যার পায়ে হেঁটে রাস্তায়। আদাব আদাব।

পাটোয়ারী বললেন, আদাব। গাড়ীটা ওয়ার্কশপে দিলাম। সামান্য একটু মেরামত দরকার। তা তোমার ব্যবসা লাটে উঠলো কেন?

ঃ সেকথা আর কি বলবো স্যার! একদিকে লেগেছে ঐ কুলি কামিনরা, আর একদিকে

বইঘর.কম ও রোকন
লেগেছে ঐ ব্যাটা মামুন মাষ্টার। তিনদিনের এক দোকান খুলে ব্যবসার গুমোড়টাই ফাঁক করে দিচ্ছে।
ঃ কি রকম?
ঃ যে মাল পাঁচ টাকার কমে কেউ ছাড়ছে না, ঐ ব্যাটা তা ছাড়ছে মাত্তর দু'টাকায়। তা ছাড়দিস্ ছাড়। তিন পয়সার পুঁজি ফতুর হতে কতক্ষণ? কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের ন্যায্যমূল্য বলে দিয়ে পাবলিককে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছে যে, আমরা কোন দামের কথা বললেই তারা মারমুখো হয়ে উঠছে! এ ব্যাটাকে তাড়াতে না পারলে তো আর বাঁচিনে স্যার!
হুঁ। ওকে দুনিয়া থেকেই তাড়াতাম। কিন্তু পুলিশ বাদ সাধলে। তা তোমরা এক কাজ করো না কেন? কিছু নিষিদ্ধ আর চোরাই মাল ওর স্টকে ঢুকিয়ে দিয়ে পুলিশকে সংবাদ দাও। ব্যাটার সাধুগিরি ফেঁসে যাক।
মহাজন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, তাইতো। এতো চমৎকার বুদ্ধি স্যার। ওসব মাল তো অনেক আমার হাতে আছে। খানিকটা ওর দোকানে ঢুকিয়ে দেয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। ঠিক আছে, আজই আমি সে ব্যবস্থা করবো।
হ্যাঁ তাই করো। তারপর দেখবো পুলিশ ওকে ছাড়ে কি করে!
বাজারের থলে হাতে গোলাম আলী এসে বললো, স্যার, গাড়ী কমপ্লিট- মানে এডি।
পাটোয়ারী বললো, এ্যাঁ গাড়ী রেডি? ঠিক আছে। তুমি তাহলে বাজারের কাজটা সেরে এসো, আমার তাড়া আছে। চলি মহাজন, পরে দেখা করবে।
পাটোয়ারী চলে গেলেন। মহাজনও রওনা হয়ে বললো, জি আচ্ছা স্যার, আমিও চলি। কথায় বলে শুভ কাজে দেরি করতে নেই। ব্যাটা তিন পয়সার দোকানদার, তোমার দোকান এবার লাটে না তুলে ছাড়ছি নে।
ক্রুর হাসি হাসতে হাসতে মহাজনও চলে গেল। মহাজনের গমন পথে চেয়ে থেকে গোলাম আলী সুর করে গান ধরলো- "গেল মাল মালখানায়
খালী ঘর দেখি জমায়,
লালন কয় খাজনারই দায়
কখন যেন যায় লাটে।"
বাজারের থলে হাতে বাজার করতে এলো খাদেম আলীও। গোলাম আলীকে গাইতে দেখে সে কাছে এসে বললো, চাকরি শ্যাষ। তুমি আবার গানও শিখেছো নাকি?
খাদেম আলীকে দেখে গোলাম আলীর পুলক বেড়ে গেল। সে আবার জোশের সাথে গেয়ে উঠলো "শহরে ষোলজনা বোম্বেটে
করিয়ে পাগল পারা, নিলো তারা
সব লুটে...।"
খাদেম আলী সবিস্ময়ে বললো, খাইছেরে। এ গান তো শাঁইজীর মুখে শুনেছি।
ঃ এখন থেকে আমার মুখে শুনো।

BanglaBook.org
চাকরি শ্যাষ। তুমিও শাঁইজী হলে নাকি?
ঃ হইনি, হবো হবো করছি।
ঃ সর্বনাশ! শাঁইজী হলে তো তুমি আর বাজার করতে আসবে না!
ঃ সাধু সন্ন্যাসীরা ওসবের ধার ধারে না।
ঃ তাহলে সাধু হওয়ার আগেই আমার এই কাজটা করে দাও ভাই। এই চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে আপামনিকে দিও। অন্য কারো হাতে দিও না যেন।
খাদেম আলী একখানা চিঠি বের করলো। গোলাম আলীর দৃষ্টি স্থির হলো। প্রশ্ন করলো, আপামনি মানে? মিস মমতা?
হ্যাঁ হ্যাঁ, মমতা আপামনি। উনি তো তোমার ওখানে মাঝে মাঝেই আসেন। ভাইজান বললেন, ওখানে খোঁজ করলেই পাবে।
গোলাম আলী স্বগতোক্তি করলো, হুঁ লাইন তাহলে ঠিকই চলছে!
ঃ কি বললে?
ঃ আউট। ওখানে নেই। আবার যখন আসবে তখন দিও, পৌঁছে দেবো।
ঃ কিন্তু এর মধ্যেই তুমি যদি সাধু হয়ে যাও?
ঃ হয়ে যাই, মানে? হয়ে গেলাম বলে। আর কয়েকদিন পরেই এক একটা ছুঁমন্তর ঝাড়বো আর তোমার মতো গর্ধভগুলোকে দুনিয়া থেকে একদম আউট করে দেবো।
খাদেম আলীর দিকে আর না তাকিয়ে গোলাম আলী হন হন করে চলে গেল। খাদেম আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আউট! আরে এই এই-
হাত বাড়িয়ে গোলাম আলীকে থামাতে গেল। কিন্তু তার নাগাল ধরতে না পেরে হতাশ কণ্ঠে বলতে লাগলো চাকরি শ্যাষ। এ কোন মসিবতরে বাবা। যেখানেই যাই সেখানেই সব ব্যাটা খালি আউট আউট করেন-
গজর গজর করতে করতে খাদেম আলী অবশেষে বাজারের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

৮

রাজা পাগলাকে নিয়ে বড় মসিবতে পড়েছে শাঁইজী। তার পাগলামী অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় তাকে আখড়াতেও আর রাখা যাচ্ছে না, তার দুঃখও আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক চিন্তাভাবনা করে রাজাকে হেমায়েতপুরের পাগলা গারদে রেখে আসাই স্থির করেছে শাঁইজী। কিন্তু সে কথা রাজা পাগলাকে বুঝতে দিলে, কিছুতেই আর তাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই অনেক উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে আর সুখের কথা বলে রাজাকে সে কোনমতে ইস্টিশান পর্যন্ত এনেছে। ট্রেন এলেই রাজাকে নিয়ে রওনা হবে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে। একটা আধ ময়লা মাদুর বগলদাবা করে রাজা ইস্টিশান পর্যন্ত এসেছে। এরপর চারদিকে চেয়ে সন্দেহ জেগেছে রাজা পাগলার মনে। সে বুঝতে পেরেছে, তার সাথে চালাকি করা হচ্ছে। এটা বুঝতে পেরেই ক্ষেপে গেছে রাজা আর আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে। বলছে, চালান করে দেবো। বেশি

বইঘর.কম ও রোকন
পাঁয়তারা করলে ইহলোক থেকে চালান করে একদম পরলোকে পাঠিয়ে দেবো। আমার সাথে চালাকি? এইতো, এইতো করে একেবারে এই স্টেশানে এনে ফেললে? ব্যাটা ধাপ্পাবাজ, এটা প্রাসাদ? টিনশেডের খাবলা উঠা প্ল্যাটফরম হলো প্রাসাদ? এই প্রাসাদে তুমি স্থাপন করবে। (নিজেকে দেখিয়ে) এই রাজাকে? মস্করা পেয়েছো? এটা বুঝি ফালতু রাজা?

শাঁইজী একটু ফাঁকে ছিল। গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে রাজার কাছে আসতেই গর্জে উঠলো রাজা- ইউ শাট আপ। ব্যাটা ব্লাফিস্ট! গুল মারার আর জায়গা পেলে না?

শাঁইজী বললো, কেন বাবা?

রাজা বললো, এটা বুঝি সেই প্রাসাদ? এখানেই বুঝি আমাকে প্রতিষ্ঠা করতে আনলে?

ঃ না বাবা, আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ভোরেই আমরা ট্রেন ধরে সেখানে যাবো।

ঃ সেখানে বুঝি এই টিনশেডটাও নেই, একদম স্কাইশেড? মানে, আল্লাহ কিছু দিতে চাইলে তাকে আর কষ্ট করে ছাপ্পড় ফাড়তে হবে না?

ঃ না না, সুন্দর দালান ঘর। একেবারে রাজ প্রাসাদের মতো। সেখানে তুমি রাজার হালে থাকবে।

ঃ আরে রাজা রাজার হালে থাকবে না তো কি ফকিরের হালে থাকবে?

ঃ সেই কথাই তো বলছি, কত দাস-দাসী তোমার সেবায় ছুটে আসবে।

ঃ তাই নাকি? দাসীও আসবে?

হঠাৎ একটু চিন্তা করে রাজা ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো, দাঁড়াও দাঁড়াও। ঐ দাস, দাসীরাও বুঝি আমারই মতো লা-ওয়ারিশ?

ঃ কেন? কেন?

নিজেকে দেখিয়ে রাজা পাগলা বললো, নইলে এই উড়নচণ্ডির সেবায় ওরা ছুটে আসবে কেন? সেবা নেয়ার লোক বুঝি খুঁজে পাচ্ছে না ওরা?

বেকায়দায় পড়ে শাঁইজী বললো, ওরা তো সব লোকের সেবা করেন না বাবা। তোমার মতো যারা-মানে যাদের মাথায় একটু-

শাঁ করে মাথা তুলে রাজা সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, হোয়াট? মাথায় একটু, কি?

ঃ মানে, মাথায় একটু গোলমাল আছে-

আর যায় কোথায়? রাজা এবার চিৎকার করে বললো, শাট আপ! আমার মাথায় গোলমাল আছে? আমি পাগল?

ঃ না না, ঠিক পাগল নয়। এই একটু-

ঃ মাথা খারাপ?

ঃ তা মানে-

ঃ এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে। ব্যাটা ভাঁওতাবাজ! তুমি আমাকে হেমায়েতপুর নিয়ে যাচ্ছো? আমাকে পাগলা গারদে পুরবে?

ঃ সেখানে গেলে তোমার মঙ্গলই হবে বাবা কম ও রোকন

রাজা পাগলার পাগলামী ফের চরমে উঠে গেল। বললো, মঙ্গল হবে?

তবে রে দুর্ম্মতি,
ভাবো এবে মঙ্গল আপন।
ছাড়ো দ্বার, যাবে অস্ত্রাগারে,
পাঠাইবো ভাঁওতাবাজে শমন ভবনে।

রাজা প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে যেতে লগলো। শাঁইজী তাকে বাধা দিয়ে বললো, আহ্! রাজা মিয়া, পাগলামী করো না।

ঃ (নাটকীয় ভঙ্গিতে) তবে রে দুর্জন,
এই কুশাসনে হানিয়া আঘাত
আউট করিব তোমা ধরাধাম হতে।
মর্-
মর্ এবে-
মর্রে পামর-

জড়ানো মাদুর উর্ধ্বে তুলে শাঁইজীর মাথায় আঘাত করতে উদ্যত হলো। শাঁইজী দুই কদম পিছিয়ে গেল। "ব্যোম শংকর" আওয়াজ দিয়ে সংগে সংগে শম্ভুজী এসে দুইজনের মাঝখানে দাঁড়ালো এবং বললো, কিয়াহুয়া- কিয়াহুয়া?

ফের নাটকীয় ভঙ্গিতে রাজা পাগলা বললো-

হুয়া নেহি কিছু,
মর্মে মোর জ্বালছে অনল
যাও সরে- দূর হও,
ব্রাহ্মহত্যা করিব নচেৎ।

শম্ভুজী ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আহ্হা, ঠাইরয়ে ঠাইরিয়ে। দিমাগ খারাপ কর্না কভি আচ্ছা নেহি বেটা। আগারী বাতাও, কিয়াহুয়া?

রাজা মিয়া বিরক্ত হয়ে বললো, ঘোড়ার ডিম হুয়া। ব্যাটা খেঁকশিয়াল কাঁহাকার! হুক্কাহুয়া- হুক্কাহুয়া করে বীরত্বের এত সুন্দর চান্সটা আমার মাটি করে দিলে। দূর, এদের সাথে থাকলে আমার কিচ্ছু হবে না।

মাদুর বগলদাবা করে নিয়ে রাজা পাগলা একদিকে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। শাঁইজী শম্ভুজীকে বললো, কি ব্যাপার! শম্ভুজী বললো, কিয়া করেগা শাঁইজী? ম্যায় একেলা আখ্ড়ে মে কাঁইছে বাইট্ রাউংগা? মংলু মেহনত করনে কে লিয়ে এহি ছহর মে আ-গিয়া। তুম্ হেমায়েতপুর যা রাহে হো। আভি ম্যায় কিয়া করুঙ্গা?

ঃ সেকথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এখানে এই রাতে-

ঃ এহি প্লাট্ফর্ম মে রাহেগা। যব তুমহারা ট্রেন চলা যায়েগা, উস্ ওয়াক্র্ গ্যাস ওয়্পস্ যাউংগা।

ঃ আমাদের ট্রেন সেই সকালে। বেশ, তোমরা বসো, আমি একটু বাইরে থেকে আসি। রাজা মিয়া- শাঁইজী রাজাকে ডাক দিলো। রাজা মিয়া মুডের সাথে বললো, নো টক্। আমি চিন্তা করছি।

ঃ আর দাঁড়িয়ে থেকো না বাবা। ঐ কোণে মাদুরটা বিছিয়ে-

রাজা তৎক্ষণাত বাধা দিয়ে বললো, এই, মাদুর নয়, বেডিং। শাঁইজী সায় দিয়ে বললো- হ্যাঁ- হ্যাঁ বেডিং। বেডিংটা বিছিয়ে বসে পড়ো, আমি আসছি। বসো শম্ভুজী ।

শাঁইজী চলে গেল। রাজা খোশকণ্ঠে বললো, কেয়?

শম্ভুজী ভি বাইঠে গা? বহুত আচ্ছা! আ যাও বাবা ব্যোম্ শংকর, আ- যাও মাদুর বিছিয়ে উভয়ে বসে পড়লো। গাঁজার কল্‌কে বের করে শম্ভুজী বললো, থোড়া চলেচা বেটা? রাজা বললো, কি গাঁজা? সালাম বাবা। ওতে দম দিলে আমি আর এ দুনিয়ায় থাকবো না। একদম আউট!

শম্ভুজী গাঁজার সরঞ্জাম বিছাতে লাগলো। হন্তদন্তভাবে প্লাটফরমে এসে হাজির হলো ফতে আলী মহাজন। এসেই সে বক্ বক্ করে বলতে লাগলো, আউট আউট আউট। যখনই স্টেশানে আসবো তখনই শুনবো, একটা না একটা কিছু আউট। হয় ম্যান আউট, নয় মাল আউট! আর ট্রেনের কথা? ওটাতো সব সময়ই আউট। এসেই আউট হয়, না ঐ আউট হয়েই থাকে- তা বলে সাধ্যি কার?

মহাজনের পিছে পিছে মিষ্টার চাধারীও স্টেশানে এসে হাজির হলো। মহাজনকে উদ্দেশ্য করে বললো, হ্যাল্লো মিঃ ফাল্টু মাজন, কেমুন আছেন?

মহাজন না খোশকণ্ঠে বললো, আহ্! ফাল্টু মাজন নয় সাহেব, ফতে আলী মহাজন।

ঃ হাঁ হাঁ, ফাটালী মাজন। টা হাপনার টবিয়ট্ কেয়সা? রাইট?

ঃ আর রাইট! হাজার ঝামেলা একসাথে চেপে তবিয়ত একবারে টাইট করে ছাড়ছে সাহেব।

ঃ স্ট্রেঞ্জ! আপনি ভি ট্রবলে আছেন?

ঃ ট্রাবল বলে ট্রাবল? একদিকে ঘাটে ঘাটে অনাসৃষ্টি, তার উপর টিকটিকির শুভ দৃষ্টি কখন যে ফেঁসে যাই, কিছু দিশে পাচ্ছিনে।

চাধারী উৎকর্ণ হয়ে বললো, আচ্ছা!

মহাজন বললো, আমার কুলিগুলো হয়েছে পাজীর পা-ঝাড়া। মাল পাঠালাম পাঁচশ ব্যাগ, এখন হিসেব দিচ্ছে পৌনে পাঁচশর। অর্থাৎ পঁচিশ ব্যাগই আউট। বলে, আঁধার রাত টিপ্‌টিপে বৃষ্টি তার উপর পুলিশের ভয়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কিছু ঠিক রাখতে পারিনি। শুনুন কথা! আসলে তোরা ব্যাটারা যদি একটু ঈমানদার না হোস্-

মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মিঃ চাধারী বললো, কারেক্ট। সিক্রেট বিজ্‌নেসের অর্থই হইলো ঈমানদার আদিমকো বিজনেস্।

ঃ বেঈমান- বেঈমান। সব শালা বেঈমান। দুনিয়াটা আর টিকবে না চাধারী। দুনিয়ায় আর ঈমানদার আদমী নেই।

রাজা পাগলা ও শম্ভুজী এদের কতাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। মহাজনের এই শেষ কথায় রাজা পাগলা হাসি চেপে রাখতে না পেরে বিকট শব্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। চাধারী চমকে উঠে এদিকে তাকালো এবং সভয়ে আওয়াজ দিলো হোয়াট।
শম্ভুজী "ব্যোম শংকর" আওয়াজ দিয়ে কলকেয় দম দিলো। এদের দিকে তাকিয়ে মহাজন চাধারীকে সাহস দিয়ে বললো, ও কিছু নয়, ওসব ভিক্ষুক।
চাধারীও আশ্বস্ত হয়ে বললো- ইয়েস ইয়েস, ভিক্ষুক- স্ট্রীট বেগার্স্। এখন শুনুন, খুব সাবঢানে বিজনেস্ করিটে হোবে। কেয়ারলেস্ হোবে টো একডম মরিয়া যাইবে।
মহাজন আফসোস্ করে বললো, মরার আর বাকি আছে কোথায়? সকালে খবর পেলাম, আমার ফরেন লাইসেন্সের দোকানটা তদন্ত হবে। স্টক ঠিক আছে কিনা দেখবে। এখন বুঝুন, কেউ খবর না দিলে, মাল স্টকে আছে কিনা পুলিশের এ সন্দেহ হবে কেন?
ঃ আই সি! তা স্টক কি এখনো ফাঁকা?
www.boighar.com
ঃ ফাঁকা নয় তো পূরণ আবার করলাম কবে? ফরেন লাইসেন্সে এ যাবত যত মাল পেয়েছি, তা কি কোনদিন দোকানে এনেছি যে থাকবে! কতকগুলো তো জাহাজ থেকে খালাসই করিনি। ঐ ভাবেই ব্ল্যাকে ছেড়ে দিয়েছি। আর তাই যদি না দিলাম, তাহলে মোটা লাভটা হবে কি করে, বলুন!
ঃ রাইট রাইট। কিন্টু এখোন উপায়?
ঃ তাই আবার বন্দরে ছুটছি। দেখি কোন চোরাই মালটাল যদি পাই- আপাতত তাহলে ঐ কিছু স্টকে এনে রাখি। উল্লসিত হয়ে উঠে চাধারী বললো, বন্ডরে? হাউ নাইস্। হামিও ভি বন্ডরে যাইবে।
ঃ তাই নাকি? কেন কেন?
ঃ দি সেম্ কেস্। আইমিন, ঐ একই ডশা। মিঃ পটারীর গোল্ড, অষ্টাটি ডাকাইটির গয়নাগুলো নিয়ে হামার এক পার্টনার সি পোর্টে ঢরা পড়িয়াছে হামি উহাকে খালাস করিটে যাইটেছে। বাট্ লুক, দি ট্রেন ইজ লেট্। মহাজন বললো, লেট নয়, আউট আবার সেই রাত একটায় ট্রেন।
চাধারী হতাশ কণ্ঠে বললো, মাইগড! টাইলে কি হোবে? মহাজন বললো, কি আর হবে! ওয়েটিং রুমে গিয়ে ওয়েট্ করুন, দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।
চাধারী চমকে উঠে বললো ও নো-নো। ওয়েটিংরুম একঠো ড্যাঞ্জারাস্ প্লেস্। ওখানে বগুট্ সি,আই,ডি। হামি উঢার যাইবে না।
ঃ ঠিক আছে। তাহলে এখানেই অপেক্ষা করুন। একটা চেয়ার ম্যানেজ করে পাঠাচ্ছি। ট্রেন এলে একসাথেই যাবো।
মহাজন প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল। চাধারী দাঁড়িয়ে থেকে বললো, ও, মেনি মেনি থ্যাংক্স্ মিঃ ফাটালী মাজন। হাপনি বহুট কাজের আডমী আছে।
এই সময় রাজা আবার আপন খেয়ালে বলে উঠলো, হুঁ! দুনিয়ায় শালা আমরাই কেবল অকেজো রয়ে গেলাম।

বইঘর কম ও বোকন

চাধারী ফের সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, হোয়াট! কে তুমি?

শম্ভুজী বললো, উও একঠো পাগেলা আদমী বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেল রাজা। সক্রোধে বললো, পাগেলা! কে পাগেলা! ইউ ব্লাডী ফুল! তুমি পাগল, তোমার বাপ পাগল, তোমার গুষ্ঠি পাগল।

চাধারী সিগারেট টানছিল। রাজা চাধারীকে লক্ষ্য করে বললো, হ্যাল্লো জেন্ট্ল্ম্যান, একটা সিগারেট প্লীজ-

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে চাধারী বললো, ও কে-ও কে। টেক ইট-

এককাঠি সিগারেট রাজার দিকে ফেলে দিয়ে আর এক কাঠি নিজে আবার ধরালো। একজন এই সময় একটা চেয়ার এনে দিয়ে গেল। চেয়ারে বসতে বসতে চাধারী আওয়াজ দিলো, ফাইন্।

রাজা পাগলা ফের বললো, ম্যাচিচ প্লীজ্-

চাধারী খুশি হয়ে বললো, ও ইয়েস্ ইয়েস।

ম্যাচটা রাজার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, আই লাইক ইউ। টুমি বহুট্ ভাল ইংলিশ জানে। সিগারেট ধরিয়ে ম্যাচটা আবার চাধারীর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে রাজা বললো, হ্যাঁ, থোড়া থোড়া জানতাম। কিন্তু এখন বিলকুল ভুল হয়ে যাচ্ছে।

ভিড় ঠেলে হন হন করে বেরিয়ে এলো গোলাম আলী। শম্ভুজীকে লক্ষ্য করে বললো, মোটেই ভুল হয়নি। বিলকুল ঠিক আছে।

গোলাম আলী কথাটা শম্ভুজীর প্রসঙ্গে বললো।

রাজা মিয়া ভাবলো তার কথার প্রেক্ষিতে গোলাম আলী এই কথা বললো। রাজা তাই গোলাম আলীকে প্রশ্ন করলো, তার মানে? তুমি কি করে বুঝলে?

গোলাম আলী বললো, ও আমি দূর থেকে দেখেই বুঝে নিয়েছি, এটা আর কেউ নয়, ঠিক আমার মহারাজ, শংকর বাবা। সেলাম বাবা সেলাম।

রাজা হতাশ কণ্ঠে বললো, "দুঃশশালা!" বলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। চাধারী বললো, আরে, গোল্মালী মিয়া যে! তুমি এখানে? শম্ভুজী বললো, ইয়ে গোলাম আলী হ্যায় বাবা, গোল্মালী নেহি।

রাজা পাগলা রুষ্ট কণ্ঠে বললো, একশবার গোল্মালী। শালার কথাবার্তায় কিছু মিল নেই।

শম্ভুজীর প্রতি ইংগিত করে মিঃ চাধারী গোলাম আলীকে প্রশ্ন করলো, তুমি একে চেনে?

গোলাম আলী বললো, চিনি মানে? আমি যে এই শংকর বাবার, মানে মহারাজের পরম ভক্ত। ঠিক বলিনি মহারাজ।

রাজা মিয়া ধমকে দিয়ে বললো, এই ব্যাটা গোল্মালী, চুপ কর। সব গোলমাল করে দিস্নে। এখানে মহারাজ ফহারাজ কেউ নেই। শুধু একজন রাজাই আছে, আর সে রাজা আমি।

গোলাম আলী প্রশ্ন করলো, তুমি রাজা? কোন্ কাজ্যের বাবা?

ঃ কোন রাজ্যটাজ্য নেই? আমি নিজেই রাজ্য, নিজেই রাজা।
ঃ ভাল ভাল।
এরপর গোলাম আলী শম্ভুজীকে বললো, তা বাবা, এই তাবিজটা একটু বদলে দাওতো। কি যেন গোলমাল পড়ে গেছে, ভাল কাজ হচ্ছে না।
তাবিজের মতো ভাঁজ করা একটা কাগজ শম্ভুজীকে দিলো। সেটা নিয়ে শম্ভুজী অনুরূপ একখানা কাগজ গোলাম আলীকে দিতে দিতে বললো, বহুত আচ্ছা বেটা। আভি ইয়ে দুস্‌রা তাবিজ লেলো।
কাগজখানা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে গোলাম আলী হৃষ্টচিত্তে বললো, জয় হোক বাবা, তোমার জয় হোক।
তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে মিঃ পাটোয়ারী সেখানে এসে হাজির হলেন এবং সক্রোধে বললেন, এই যে, এখানে। কোথায় থাকিস্ উল্লুক!
গোলাম আলী সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, জি স্যার?
পাটোয়ারী সাহেব বললেন, সারা স্টেশান খুঁজে হয়রান। এখানে কি করছিস?
ঃ মানে এই মহারাজের কাছে একটু-
ঃ ইডিয়েট। যা, গাড়ী এলো কিনা দ্যাখ্।
ঃ জি আচ্ছা হুজুর।
গোলাম আলী ব্যস্তভাবে চলে গেল। মিঃ চাধারী এবার খোশকণ্ঠে বললো, গুড ইভ্‌নিং মিঃ পটারী।
জবাবে মিঃ পাটোয়ারীও খোশকণ্ঠে বললো, আরে মিঃ চাধারী যে। গুড্ ইভ্‌নিং। বন্দরের দিকে বুঝি?
ঃ হাঁ হাঁ, বম্বরে। হাপনি?
ঃ আমি লাস্ট ট্রেনে ফিরে এসে এতক্ষণ ঐ ওয়েটিং রুমে গল্প করছিলাম।
ঃ লাস্ট ট্রেনে?
ঃ হ্যাঁ, একটু ফিল্ডে গিয়েছিলাম। ঐ ব্যাটা সাদিক চৌধুরীকে কাত করতে হলে একটু স্টান্ট মারার দরকার তো? তাই কিছু মাল মস্‌লা ছাড়িয়ে এলাম। আঙ্গুলে টাক বাজানোর ভঙ্গি করলেন। মিঃ চাধারী উৎসাহ দিয়ে বললো, ও ইয়েস ইয়েস। যা ডরকার টা হাপনি করিয়ে যান। টংকার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। টংকা হামি যোগাইবে।
পাটোয়ারী বললেন হ্যাঁ, সেই ভরসাতেই তো টাকা ছড়াচ্ছি চাধারী। খরচটা বড় কম হচ্ছে না। জনহিতকর বহু কাজের অছিলায় আমাকে টোপ ছড়াতে হচ্ছে। আর তাতে করে আমার যা নাম হয়েছে না, দেখলে আপনি চার্মড হয়ে যাবেন। আমার মহত্ব নিয়ে পাবলিকের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে।
ঃ যেতেই হবে। হামাদের পাবলিক হামি চেনে। দে আর লাইক ক্যাটল। হাপনি যেডিকে চড়াইবে সেদিকেই চড়িবে। ঢান খাওয়াইলে ঢান খাইবে, ঘাস খাওয়াইলে ঘাস খাইবে।
এক কথায় রাজা পাগলা হো হো করে হেসে উঠলো। শম্ভুজী আওয়াজ দিলো "ব্যোম্

শংকর"। সন্দিহান দৃষ্টিতে চেয়ে মিঃ পাটোয়ারী বললেন, কে তোমরা?
কেউ কোন জবাব দেয়ার আগেই ফের ছুটে এলো গোলাম আলী। সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আমার উস্তাদ হুজুর। মস্তবড় কামেল লোক। আপনি মনে মনে যা এরাদা করবেন, এই মহারাজের তাবিজ নিলে-
পাটোয়ারী ধমক দিয়ে বললো, যাক, আমার তাবিজের দরকার নেই। গাড়ির খবর কি?
গোলাম আলী বললো, গাড়ি আসেনি স্যার। মেম সাহেব একা একা বসে আছেন।
এরপর শম্ভুজীকে উদ্দেশ্য করে বললো, মহারাজ, ইনি হচ্ছেন সেই-
পুনরায় ধমকে উঠলেন পাটোয়ারী সাহেব। বললেন, ইউ শাট আপ। চলি চাধারী। আপনি বন্দরে গিয়ে দেখুন কতদূর কি করতে পারেন, পরে আমি দেখবো।
পাটোয়ারী সাহেব অগ্রসর হলেন। গোলাম আলী তবুও শম্ভুজীর সাথে কথা বলতে লাগলো। পাটোয়ারী ফের ধমক দিলে চমকে উঠে গোলাম আলী তার পেছনে ছুটতে লাগলো এবং বলতে লাগলো চলুন হুজুর চলুন।
পাটোয়ারীসহ গোলাম আলী চলে গেলে রাজা মিয়া স্বস্তির সাথে বললো, যাক বাবা, গোলমালটা কেটে গেল। (চাধারীর প্রতি) নাউ জেন্টলম্যান আর একটা সিগারেট পেতে পারি কি?
মিঃ চাধারী উৎসাহের সাথে বললো, ও শিওর শিওর।
প্যাকেট খুলে প্যাকেট শূন্য দেখে মিঃ চাধারী হতাশ কণ্ঠে বললো- মাই গড, ফিনিশড।
চাধারী খালি প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে ফের বিপুল উদ্যমে বললো, ঠিক হ্যায়, জাস্ট এ মিনিট-
মিঃ চাধারী দ্রুতপদে চলে গেল। শম্ভুজী বললো, নেহি বেটা, এতনা সিগারেট পিনা আচ্ছা নেহি।
রাজা মিয়া তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, আরে ছোড় দো। পরের পয়সার মাল আর নিজের গলার গান-এর তুলনা হয় না, বুঝলে?
লেকেন জিয়াদা নেশা হো যায়েগা তো কাহাছে মিলেগা?
ভূতে যোগাবে। বদ অভ্যাসের পয়সা ভূতে যোগায়। তোমাকে ভাবতে হবে না।
ম্যায় তুমহারা ভালাই মাংতে হু বেটা।
খবরদার! কারো ভালাই মাংতে যেও না। পরের উপকার করবে, কি মরবে।
উৎকট আধুনিক পোশাকে পাটোয়ারীর বাহুলগ্না হয়ে এবার প্ল্যাটফরমে হাজির হলো মিস রোজী। ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে দোলাতে রোজী পাটোয়ারীকে বললো, পরোপকার পুণ্যের কাজ, খুব ফলাও করে তো কথাটা বললে। এখন কেমন লাগছে?
রোজীকে দেখামাত্র রাজা পাগলা বিস্ফারিত নেত্রে রোজীর দিকে চেয়ে রইলো। রোজীর কথার জবাবে মিঃ পাটোয়ারী বললো, তাইতো ডার্লিং। বন্ধু মানুষের উপকার করতে গিয়ে এ কোন ফ্যাসাদে পড়লাম।
রোজী বললো, আমি গাড়ি আনলাম তোমাকে রিসিভ করতে, আর তুমি সে গাড়ি পাঠালে

বন্ধুকে লিফট দিতে। অর্থাৎ পরোপকারে। কিন্তু কই, সে তো তোমার বিপদ দেখছে না?
হাতঘড়ি দেখে বললো, রাত যে প্রায় বারোটা। কিছু ভেবো না। আমি দেখি মিঃ চাধারী গাড়ি এনেছে কিনা?
কোথায় তোমার সেই চাধারী?
এখানেই তো ছিল। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দেখছি-
রোজীকে রেখে পাটোয়ারী চলে যেতে লাগলো। মিস রোজী আপত্তি তুলে বললো, নো নো ডার্লিং! আমার একা থাকতে ভাল লাগে না।
এক মিনিট। একটু এদিক ওদিক দেখবো আর চলে আসবো। তুমি কিছু ভেবো না।
মিঃ পাটোয়ারী দ্রুতপদে চলে গেল। মিস রোজী দাঁড়িয়ে থেকে স্বগতোক্তি করলো হু। পরোপকার বড় পুণ্যের কাজ।
মিস রোজীকে লক্ষ্য করে রাজা মিয়া বললো, এত বড় মিথ্যা আর হয় না, তাই না ম্যাডাম?
মিস রোজী বললো, কে?
মুখ ঘুরিয়ে রাজাকে দেখেই যারপরনাই চমকে উঠে মিস রোজী ফের বললো একি!
বলেই মিস রোজী আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। রাজা মিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাকে চিনতে পারছো না ম্যাডাম?
দুই হাতে মুখ ঢেকে মিস রোজী বললো, না না না ...।
সে কি ম্যাডাম! আমি তোমার সেই উপকারী বন্ধু রাজ্জাক! মনে পড়ছে না?
না না।
তাজ্জব! আমার মনে পড়ছে আর তোমার মনে পড়ছে না? আমি তোমার সেই রাজা। কি হলো? ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলে কেন?
না না, আমি তোমাকে চিনি না। তুমি থামো।
থামবো মানে? নিজের পড়াশোনা বন্ধ করে তোমাকে বিএ পাস করালাম। আর আজ তুমি আমাকে চিনতেই পারছো না? না পারলেই হলো?
মি পাটোয়ারী মি পাটোয়ারী- বলতে বলতে মিস রোজী উদ্ভ্রান্তের মতো চলে যেতে লাগলো। রাজা মিয়া তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললো, ওয়েট ওয়েট। সেদিন শরবত বলে আমাকে কি খাইয়েছিলে?
অব্যক্ত যন্ত্রণায় রোজী ফের দুই হাতে মুখ ঢাকলো। রাজা মিয়া বলেই চললো, মরে গেলে তো বেঁচেই যেতাম। এখন শালা না থাকে মাথা ঠিক, না পারি কিছু করতে। তুমি আমাকে এমন পঙ্গু বানালে কেন? আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় কেন?
কোন মতে কান্না চেপে রোজী বললো, আমাকে যেতে দাও, আমাতে যেতে দাও।
রাজা করুণ কণ্ঠে বললো, চাকরি গেছে, আত্মীয়-স্বজন নেই, বাড়ী-ঘর নেই, পেটপুরে দুই বেলা খেতেও পাইনে।
রাজার দুই চোখ ছল ছল করে উঠলো। শম্ভুজী প্রশ্ন করলো, উও কৌন বেটা? উও

লেড়কী কৌন হ্যায়?
রাজা মিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, বেঈমান। এক নম্বরের ট্রেটার। আমার রাজ্যে বাস করে, আমার সম্পত্তি ভোগ করে খাজনা দিচ্ছে পাটোয়ারীকে। ইস! আবার বলে কিনা ডার্লিং!।
আমি ওকে খুন করবো। অকৃতজ্ঞ, সেলফিস। আই শ্যাল কীল ইউ।
আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। সঙ্গে সঙ্গে পাটোয়ারী ছুটে এসে তাকে অতর্কিত সজোরে লাথি মারলো। মুখে বললো, ইউ ব্লাডি বেগার!
রাজা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে আহ বলে আর্তনাদ করে উঠলো। পাটোয়ারী আবার লাথি তুলে বললো, হারামজাদাকে আমি খুন করবো।
চমকে উঠলো রোজী। বাধা দিয়ে বললো, না, না-না, থাক- থাক-
শম্ভুজীর দুই চোখও জ্বলে উঠলো। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলো।
পাটোয়ারী রোজীকে বললো, থাকবে মানে? একটা লোফারের এত স্পর্ধা।
অতর্কিত আঘাত সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাজা। সক্রোধে বললো, কি, আমি লোফার? আমার বউ তুমি নিয়ে যাবে, তবু তুমি ভদ্দরলোক আর আমি লোফার?
পাটোয়ারী ফের সগর্জনে বললো, খবরদার! যা তা বললে মুখ ভেঙ্গে দেবো।
রাজা বললো, যা তা বলছি? ওকেই জিজ্ঞাসা করো। আকদ কলেমা সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরে করা হবে বলে অনুষ্ঠান উৎসবটাই বাকি ছিল যা।
জিজ্ঞাসুনেত্রে পাটোয়ারী রোজীকে প্রশ্ন করলো, তার মানে?
মিস রোজী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, না, না, ওসব শুনো না। দেখছো না লোকটা পাগল। চলো চলো।
রোজী পাটোয়ারীকে ঠেলতে লাগলো। পাটোয়ারী বললো, তাই নাকি? তাহলে পাগলামিটা আর একটু ছুটিয়ে দিয়ে যাই।
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাজা বললো, কাম ফরওয়ার্ড। এবার আমি রেডী।
একই রকম ব্যস্তকণ্ঠে রোজী বললো, আহহা! পাগল মেরে কি হবে? চলো চলো-
পাটোয়ারীকে ঠেলে নিয়ে চলে গেল রোজী। সেদিকে চেয়ে রাজা বললো, পাগল? আমি পাগল?
এরপর সে ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললো, তুমিই করেছো বিবি, এতদিন না ছিনু পাগল।
নড়েচড়ে বসে শম্ভুজী বললো, উঁও লেড়কী কৌন হ্যায় বেটা?
রাজা মিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, আরে রেখে দাও তোমার কৌন হ্যায়। একটা বদমাশ এসে আমাকে লাথি মেরে গেল, আর উনি ওখানে বসে কৌন হ্যায় কৌন হ্যায় করতা হ্যায়। ওয়ার্থলেস। বন্ধু বলে নিজের বেডিং-এ বসতে দিলাম, আর বিপদের সময় উনি আমার কোন কাজেই এলেন না। সব ব্যাটা অকৃতজ্ঞ। পরোপকার বড় পুণ্যের কাজ, অল বোগাস ফুঃ।
একধারে সরে গেল। একখানা লাঠি দিয়ে বেদম মারতে মারতে মংলুকে প্ল্যাটফরমে

তাড়িয়ে আনলো ফতে আলী মহাজন। কোন রকম প্রতিরোধ না করে মংলু কেবল আহ উহ রবে আর্তনাদ করতে লাগলো আর মহাজন বলতে লাগলো, বল, বল হারামজাদা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

মংলু বললো, ইখানেই আছিনু বাবু। হামি কুথাও যাইনি বটে।

যাইনি, তো বস্তাগুলো গেল কেন? একি দু'চার টাকার মাল? পৌঁছাতে পারলেই কমছে কম দশ হাজার টাকা ছিল লাঠির আগায় বাঁধা। হারামজাদা পুলিশের আনাগোনা দেখেই বস্তাগুলো সরিয়ে ফেললি না কেন?

হামি বুঝতে পারলেক লাই বাবু, কি কোরতি হোবে হামি বুঝতে পারলেক লাই।

বুঝতে পারলেক লাই? হারামজাদা, তোর হাড়ে হাড়ে শয়তানি। তুই কাজে এসে অবধি আমার একটার পর একটা বিপদ আসছে। আরে এই নিমকহারাম, তুই না বললে বস্তায় কি আছে পুলিশ তা জানবে কি করে?

হাইরে বা! তুই কোন ঝামেলা করছিস বটে! হামি কুলি কামিন আদমী। মোট টানবেক আওর পয়ছা লিবেক। ঝুট ঝামেলা তু হামারে কেনে দিবি বাবু?

কেন দেবো? পয়সা এমনি পাওয়া যায়? দাঁড়া শুয়োর, কেন দেবো তা বোঝাচ্ছি-

আবার মারতে শুরু করলো। মংলু শুধু আর্তনাদ করতে লাগলো আর বলতে লাগলো, দুহাই বাবু, হামি মরিয়া যাইবেক বটে, মরিয়া যাইবেক বটে। দুহাই বাবু ...

এ দৃশ্য দেখে রাজা মিয়ার ভীষণ রাগ হলো। আস্তিন গুটাতে গুটাতে ডাক দিলো, মংলু-

রাজাকে দেখে মংলু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললো- হারে রাজা বাবু, হামারে খতম করিয়ে দিলেক বটে।

রাজা মিয়া সক্রোধে বললো, অপদার্থ। তোর হাত নেই। লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে তুই দু'ঘা দিতে পারিসনে?

মংলু বললো, সিতো পারি। একদম খতম করিয়ে দিতে পারি। কিন্তুক উ যে হামার মুনিব আছে। হামি উর নিমক খাইচি।

শম্ভুজী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বেয়াকুফ। জো মুনিব বেঈমান আওর জালিম হ্যায়, উও মুনিব মুনিব নেহি। উও চামার হ্যায়, জানোয়ার হ্যায়।

রাজা বললো, এত জানোয়ার মারতে পারিস আর একটা চামার মারতে পারিসনে?

মংলু মাথা সোজা করে বললো, ই বাততো ঠিক হ্যায়।

মহাজন ক্ষেপে গিয়ে বললো, কি এতবড় কথা!

www.boighar.com

আবার লাঠি তুললো মহাজন। তবে রে ছালা বলে মংলু লাফিয়ে উঠে মহাজনের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিলো এবং ঐ লাঠি দিয়ে মহাজনকে উপর্যুপরি ঘা মারতে লাগলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ফতে আলী মহাজন এবং আর্তনাদের সাথে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। সাব্বাস সাব্বাস! আওয়াজ দিয়ে রাজা এবার গান ধরলো-

দুনিয়াকো লাথ মারো, দুনিয়া সেলাম করে
যুগ যুগ সেলাম করে

বইঘর.কম ও রোকন
দুনিয়া তুমহারা হ্যায়- দুনিয়া তুমহারা হ্যায়।
গোলমাল শুনে হোয়াট হ্যাপেন্স হোয়াট হ্যাপেন্স- বলে ছুটে এলো চাধারী এবং এ দৃশ্য দেখেই আতকে উঠে মার্ডার, পুলিশ পুলিশ! বলে যেভাবে এসেছিল আবার সেইভাবেই চলে গেল। কিছুটা হুঁশে এলো রাজা মিয়া। সে থতমত করে বললো, এ্যাঁ। পুলিশ!
শম্ভুজী বললো, হ্যাঁ বেটা পুলিশ। চলিয়ে- জলদি উধার চলিয়ে-
রাজা ও মংলুকে ঠেলে নিয়ে শম্ভুজী প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল। বাইরে থেকে এই মুহূর্তে পুলিশের কণ্ঠে আওয়াজ এলো কই, কোথায় সেই কালোবাজারি? এ্যারেস্ট হিম কুইক।
ফতে আলী মহাজন প্ল্যাটফরমে পড়ে আর্তনাদের সাথে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। এবার সে চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ পুলিশ। ওরে বাবারে পড়িমরি উঠে সে দৌড় দিয়ে পালালো।

৯

দিন অন্তর দিন অত্যাচার, জুলুম আর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। পাল্টে যাচ্ছে গোটা দেশের পরিস্থিতি। নীতিবান ও সৎ মানুষের পক্ষে দেশটা ক্রমেই একটা নরকে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ নামক এক মতলবী ধুয়া এই অসহ্য দহনে দিনরাত ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। ভোটভাটের রেওয়াজ একটা থাকলেও গণতন্ত্র খতম। দেশে এখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা চলছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা সরাসরি পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছে, তাদের সাথে আরো হাজার হাজার লোককে স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক অপবাদ দিয়ে সেই শুরু থেকেই শুরু হয়েছে তাড়া করা। হত্যা ও নির্যাতন করা। স্বাধীনতার পরপরেই দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক সাজিয়ে স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা তামাম ক্ষমতা ও সুবিধা কুক্ষিগত করে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।
আরো আশ্চর্য যে, ভোগবাদী আর সুবিধেবাদী লোকেরা সবাই তাফালিংয়ের মাহাত্ম্যে রাতারাতি সরকারপক্ষের লোক বনে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ কেউ করুক আর না করুক, সবাই মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। বিশেষ করে (১৯৭১-এর) ১৬ ডিসেম্বরের আগে যারা দেশের ভেতরে থেকে কেবলই ডাকাতি আর লুটতরাজ করেছে, তাদের গলা আরো বেশি ডাঙ্গর। শীর্ষস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সেজে তারা অনেক আসল মুক্তিযোদ্ধাকে লাপাত্তা করে দিচ্ছে।
পুনশ্চঃ সবচেয়ে বড় কথা- এই ভোগবাদী আর সুবিধেবাদী লোকেরা স্বাধীনতার স্বাদ একাই আর যথেচ্ছা ভোগ করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পক্ষের আর বিপক্ষের ধুয়া তুলে দেশবাসীকে সরাসরি দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। রাজাকার, আলবদর আর আল সামস অপবাদ দিয়ে দু'চারজন সত্যিকারের অপরাধীর সাথে দেশের তামাম নামাজী আর সৎ সজ্জন মানুষকে এরা একঘরে করে ফেলেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে অন্য ধর্ম লালন করার সাথে স্বধর্মের গলাটিপে ধরেছে এবং বাস্তবে এরা ধর্মহীনে

পরিণত হয়েছে। আখেরাতে অধিকাংশেরই এরা বিশ্বাসী নয়। ফলে অনেক জঘন্য অপরাধ সংঘটনেও হাত কাঁপে না এদের। ধর্মে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা করতে পারে না, এমন কোন পাপও এ দুনিয়ায় নেই। এতে করে নামাজী আর দাড়ি টুপিওয়ালা লোক দেখলেই নাসিকা কুচকে যায় এদের। নানা রকম মন্তব্য আর মারমুখী আচরণ করে পরহেজগার ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের সুখ শান্তি হরণ করেছে এরা। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব রকম সুবিধা এরা একাই লুটেপুটে ভোগ করছে আর এই ভোগকে চিরস্থায়ী করার চরম লড়াইয়ে লিপ্ত আছে। একাই এরা স্বাধীন করেছে দেশ আর একাই এরা স্বাধীনতার পক্ষের লোক- এই জিগির তুলে সর্বত্র এরা তাফালিং করে বেড়াচ্ছে। যে যত তাফালিং করে বেড়ায় সে তত বেশি স্বাধীনতার পক্ষের লোক- এই এদের মানসিকতা। অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে গলাবাজি করা আর মানুষকে ভাঁওতা দেয়াই এদের স্বভাব। নীতিবান ও সৎ মানুষই এদের পথের কাঁটা আর সে কারণে নীতিবান ও সৎ মানুষেরাই এদের একমাত্র শত্রু। সৎ মানুষের অনিষ্ট করতে এরা তাই সততই তৎপর।

মামুন-উর রশিদ মামুন এমনই একজন নীতিবান ও সৎ মানুষ। আর তাই সে সর্বদাই এই সব অমানুষদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে। এই অমানুষেরা তাকে চাকরিছাড়া করেছে, ব্যবসা থেকে তাড়িয়েছে, জেলখানায় তুলেছে এবং সব শেষে দোকানপাটসহ তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাকে শহরছাড়া করেছে। এই মহতী কর্মগুলো সম্পাদন করার পর মিঃ পাটোয়ারীর অনুসারী অমানুষেরা এসে পাটোয়ারীর গৃহাঙ্গনে সমবেত হয়েছে এবং তাদের কর্মদক্ষতার বাহাদুরী নিয়ে মাতামাতি জুড়ে দিয়েছে। এই মাতামাতির মাঝে উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বদরু মিয়া বললো, হাঃ হাঃ হাঃ । পুলিশও আর শেষ পর্যন্ত রক্ষে করতে পারলো না। এক ধাক্কাতেই ব্যাটার আম-ছালা, পুঁজিপাট্টা সব খতম। বাছাধন ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি? এবার দেখো ফাঁদ কাকে বলে।

রতন মিয়া বললো, ফাঁদ বলে ফাঁদ। ফাঁদে পড়ে ব্যাটা একদম কুপোকাত।

বদরু বললো, কেমন দেখলেন?

রতন বললো, অপূর্ব। শালা হেড মাষ্টার মাদার মাদার ডাক ছেড়ে শহর থেকে পালিয়েছে।

মিঃ পাটোয়ারীর গোলাম গোলাম আলী সর্বঘটে বিরাজমান। সে এগিয়ে এসে বললো, সেরেফ মাদার মাদার নয় হুজুর, মাঝে মধ্যে ফাদার ফাদারও করেছে।

বদরু বললো, করতেই হবে। ঠ্যালাটা কেমন? হাজত, হয়রানি আর জরিমানা ধকল না সামলাতেই যদি ঘরে ফিরে দেখতে হয় সেখানেও চিচিং ফাঁক, তাহলে শুধু ফাদার কেন, ফাদারের ফাদারকেও স্মরণ না করে উপায় আছে? গোলাম আলী বললো, কখ্খনো না। চিচিম ফাঁক মানে তো সবই ফাঁক। কিশ্‌মিশ্, বাদাম, আঙ্গুর, আখরোট কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু সেই ফাঁকটা কোন্ ফাঁকে করলেন হুজুর? রতন বললো, চোরাইমাল ঘরে

রাখার দায়ে মামুন মিয়া যখন লাল ঘরে হানিমুন করছিল, সেই ফাঁকে।
ঃ বা-বা-বা! বড় উৎকৃষ্ট ফাঁক। ব্যাটা যখন হাজতে ঠিক সেই ফাঁকে আপনারা...
বদরু মিয়া বললো, তার দোকানে ঢুকে সব কিছু ট্রাকে তুলে নিয়ে এ্যাবাউট টার্ন
ঃ ও হো -হো-হো! এমন হাতযশ আর হয় না। একেই বলে মরদের হাত। তা হুজুর, চোরাই মালগুলো কি আপনার হাত দিয়েই মামুন মিয়ার দোকানে ঢুকেছিল, না মহজনের হাত দিয়ে। বদরু মিয়া দম্ভভরে বললো, এই হাত দিয়ে। মহাজন ডাইরেক্টার, আর এই হাত এ্যাকটার। একদম ফ্রি স্টাইলে এ্যাকটিং।
ঃ আ হা-হা-হা! যদি তা দেখতে পেতাম!
ঃ কি বললে!
ঃ ঐ এ্যাকটিংটা কেমন করে করলেন হুজুর?
ঃ কেমন করে?
দুই হাতে গোলাম আলীর গলা টিপে ধরে বদরু মিয়া বললো, এমনি করে। গোলাম আলী আকুল কণ্ঠে বললো, মরে যাবো, মরে যাবো হুজুর। আপনার এই নিছক ঠাট্টা আমার নির্ঘাৎ মৃত্যুর কারণ হবে।
রতন বললো তোমার নির্ঘাৎ মৃত্যু না ঘটলে আমাদেরই মরতে হবে। গোলাম আলী বললো, না-না হুজুর অমন কথা বলবেন না। আপনারা হঠাৎ মরে গেলে, দুনিয়াটা একেবারে এতিম হয়ে যাবে।
বদরু মিয়া বললো, তা যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করি- গোলাম আলীর গলা আরো জোরে টিপে ধরলো।
গোলাম আলী চিৎকার করে বললো, মার্ডার মার্ডার-
এই সময়ে মিঃ চাধারী এসে এদের এই অবস্থায় দেখে আঁতকে উঠে বললো, ও মাই গড্। মার্ডার মার্ডার। চাধারী ফের ঐভাবেই চলে যেতে লাগলো।
মিঃ পাটোয়ারী এসে তাকে আটকালেন এবং বললেন, কি হলো চাধারী, এসেই চলে যাচ্ছেন যে?
পাটোয়ারীর কণ্ঠস্বর শুনেই বদরু মিয়া গোলাম আলীকে ছেড়ে দিলো। মিঃ চাধারী সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো, মার্ডার পটোরী, এভরিহোয়ার মার্ডার। ডিনকাল বহুট খারাপ যাইতেছে।
মিঃ পাটোয়ারী বললেন, মার্ডার।
গোলাম আলী বললো, হ্যাঁ স্যার, আমাকে মেরে ফেলছিল। আমি আর এখানে থাকবো না।
বদরু বললো, না স্যার, এমনি ওকে একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম, ওর গোপন কথা জানার খুব শখ কিনা, তাই।
পাটোয়ারী বললেন, ওর স্বভাবই ঐ। একটু পাগ্‌লাটে। কেন তোমরা ওর সাথে লাগতে যাও?

রতন বললো, ঐ স্বভাবই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে না দাঁড়ায়। যে রকম বেয়াকুফ আর বেহুঁশ, তাতে কখন কোন্ কথা ফাঁস করে দিয়ে সবাইকে শেষে ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝুলায়।
পাটোয়ারী নাখোশ কণ্ঠে বললেন, সেটা আমি বুঝবো। নিজের চরকায় তেল তাও গে যাও-
রতন মিয়া ক্ষুণ্ন কণ্ঠে "জি আচ্ছা স্যার" বলে বেরিয়ে গেল। পাটোয়ারী গোলাম আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, গোলাম আলী-
গোলাম আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো, কখ্খনো না। আমি জাত মাতাল হুজুর, তালে ঠিক আছি। গোপন কথা যার-তার কাছে ফাঁস করা উস্তাদের নিষেধ। উস্তাদের শিক্ষা বিফলে যাবে না হুজুর।
বদরু বললো, উস্তাত এত শিখিয়েছেন আর ঐ জানার আগ্রহটা চেপে রাখতে শিখায়নি।
ঃ না হুজুর। উস্তাদের এক কথা- সবকিছু জানা ভাল। যে কিছুই জানে না সে মূর্খ।
পাটোয়ারী ও চাধারী হেসে উঠলো। বদরু বললো, ইডিয়ট্।
চাধারী বললো, বহুট্ আচ্ছা বাট্ বলিয়াছে।
পাটোয়ারী অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। গোলাম আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মমতার খবর কি?
গোলাম আলী বললো, এখনো ফেরেননি হুজুর। একমাস আগে রাজধানীতে গেছেন, এখনো ফেরেননি। কবে ফিরবেন, কেউ বলতে পারে না।
পাটোয়ারী বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। গোলাম আলী ইতস্তত করে বললো, হুজুর-
ঃ কিছু বলবে?
ঃ মানে, আমার ঐ মার্ডার কেসটা যে বেমালুম উড়ে গেল হুজুর।
ঃ (ধমক দিয়ে) ইউ গেট আউট।
ঃ জি আচ্ছা হুজুর।
গোলাম আলী নতমস্তকে বেরিয়ে গেল। পাটোয়ারী সাহেব স্বগতোক্তি করলেন- একদম ইডিয়েট।
চাধারী বললো, লেকেন কারেক্ট্ বাট্ বলিয়াছে। মার্ডার কেস্ উড়াইয়া ডিলে বহুট ভোগান্টি হইবে।
পাটোয়ারী বললেন, মার্ডার কেস্। এমন ঝগড়াঝাটি তো এদের মধ্যে লেগেই আছে। এর মধ্যে মার্ডার কেস্ মানে আপনি মার্ডার কেস্ দেখলেন কোথায়?
ঃ স্টেশানে। এ্যাট দি রেলওয়ে স্টেশান। হাপনি চলিয়া আসিলেন, কিন্তু ফাটালী মাজন একডোম্ ফ্লাট হইয়া গেল।
ঃ মানে?
ঃ একঠো কুলি আড্মী উহারে ডাণ্ডা মারিয়া ফাটাইয়া ডিলো।
ঃ কুলি আদমী। কোন্ কুলি? মংলু?
ঃ হাঁ হাঁ, মংলু। ও মাই গড্ হরিব্লু। এয়সা ডাণ্ডা চালাইলো, ফাটালী মাজন প্লাটফরমে

বইঘর.কম ও রোকন
একডোম্ ফ্ল্যাট হইয়া গেলো।
মিঃ পাটোয়ারী সবিস্ময়ে বললো, আই সি। তা ঐ মংলুটা কে?
বদরু বললো, ঐ মামুন মিয়ার পোষা কুকুর। একটা জংলী।
পাটোয়ারীর দুচোখ জ্বলে উঠলো। কয়েকধাপ পায়চারি করার পর প্রশ্ন করলেন, বটে। মামুন এখন কোথায়?
ঃ শুনলাম, শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেছে। সেখানেই চাষবাস করে খাবে।
ঃ হুঁ! তার অর্থ ওখানেও আমার ফিল্ডটা নষ্ট করবে, ব্যাটাকে যে আমি কি করবো?
পাটোয়ারী অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বদরু মিয়া বললো, আপনাকে কিছু করতে হবে না স্যার। ওখানে মিস্ মমতা আছেন, কেরামত আলী আছে। আমরা একটু সাপোর্ট করলে, ওকে জব্দ করতে ওরাই যথেষ্ট।
ঃ শুধু সাপোর্ট করবে মানে? যা কিছু করার দরকার তাই করবে। যাও, আগে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নাও, ও কোথায় আস্তানা গেড়েছে।
ঃ এখনই স্যার?
ঃ হ্যাঁ, এখনই। এখন থেকে সব সময় ওদিকে কড়া নজর রাখবে।
ঃ ও কে, স্যার-
বদরু মিয়া চলে গেল। চাধারী বললো, কড়া নজর এখোন এডিকেও বহুট ডরকার মিঃ পটারী। কুলী আড্‌মী, মজডুর আড্‌মী জেন্টল্‌ম্যান্‌কো ডাণ্ডা মারিবে টো বহুট মুশকিল হোবে। হাপ্‌নি হামি কুয়ী আড্‌মী ফ্রি মুভমেন্ট করিটে পারিবে না।
পাটোয়ারী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথাই। কিন্তু পুলিশ করছে কি? পুলিশের সাহায্য নিয়েছিল?
পুলিশ? মাই গড! পুলিশ ডেখিলে ফাটালী মাজন নিজেই ফেন্ট আইমিন সেন্সলেস্। পুলিশ আড্‌মি উহার বহুট মাল আটক করিয়াছে। মুহূর্ত খানেকের জন্য পাটোয়ারী সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। তার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। এরপর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- হুঁ! পুলিশ ইদানীং খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে দেখছি। ঠিক আছে। আর কয়দিন পরেই তো ইলেকশান। সবাই মিলে আগে ইলেকশানটা পার করে দিন। যদি রেজাল্টটা ভাল হয় মানে হওয়াতে হবে- তারপর দেখবেন, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিছুই করতে হবে না।
চাধারী খুশি হয়ে বললো, ভেরী গুড! বলুন হামাকে এখোন কি করিটে হোবে?
ঃ আর কিছু টাকা দরকার। অবশ্য এম্‌নি নেবো না। বিনিময়ে আপনাকেও কিছু দেবো।
ঃ বিনিময়। আইমিন এক্‌স্‌চেঞ্জ?
ঃ ইয়েস এক্‌স্‌চেঞ্জ। ভেতরে আসুন, বলছি সব।
ঃ ও ফাইন। চলিয়ে চলিয়ে-
খুশিতে নেচে উঠে মিঃ চাধারী। পাটোয়ারীর পেছনে পেছনে ভেতরে চলে গেল।

১০

মাসাধিককাল রাজধানীতে কাটিয়ে আজকেই বাড়ী ফিরেছে মোসলেমা খাতুন মমতা। রাজধানীর অবশিষ্ট বিষয় বিত্তের ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যদিও দিন কেটেছে তার, তবু মামুনের কথা এক মুহূর্তও ভুলেনি সে। মামুনের কথা মনে পড়েছে যতটা না দুঃখে, তার চেয়ে বেশি ক্রোধে। মামুনকে না পাওয়ার আশংকায় যতখানি কেঁপে উঠেছে বুক তার, মামুনের জেদের প্রসঙ্গে তার ততখানিই জ্বলে উঠেছে অন্তর। হাসিমুখে এসে আজ যদি মামুন তার পাশে দাঁড়াতো আর হাল ধরতো তার সংসারের, তাহলে কি তাকে আজ আসতে হয় রাজধানীতে, না মেয়েছেলে হয়ে পোহাতে হয় এ ঝামেলা? মমতার অভিযোগ অনেক আর দুর্নিবার। তবুও মন তার বড়ই অবুঝ। কাজের চাপে মমতা বেগম আটকে থেকেছে রাজধানীতে, কিন্তু মন তার পড়ে থেকেছে এদিকে অর্থাৎ মামুন মিয়ার পেছনে, যাকে জব্দ করতে লাগলেও আবার কেঁদে উঠে সেই মনটাই তার। এমনই এক বিচিত্র বিড়ম্বনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে সকাল-সন্ধ্যা, সর্বক্ষণ। সেই সাথে যেটা আরো বেদনার কারণ হয়ে আছে তার সেটা হলো, মামুন মিয়া নিশ্চয়ই আর তার মধ্যে নেই। নিশ্চয়ই সে এতদিনে তার নাগালের পুরোপুরি বাইরে চলে গেছে। যে জেদি মানুষ, মমতার কোন স্মৃতিই আর অবশিষ্ট নেই ঐ লোকটার অন্তরে। জোর করেই সে সবকিছু ছুঁড়ে দিয়েছে ভাগাড়ে।

আশা নিরাশার মাঝে দোল খেতে খেতে ঘরে ফিরছে মমতা। তার আগমনে মনমরা বাড়ীটা আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চাকর নফর দাসদাসীরা দৌড়ঝাঁপ করে ঘরদোর সাজাচ্ছে। খানসামারা ঘটা করে জুড়ে দিয়েছে পাক। মিঠাই মিষ্টান্ন আনিয়ে নিচ্ছে বাজার থেকে। হাসি ফুটে উঠেছে সকলেরই মুখে। দীর্ঘ জার্নির পর মমতা বেগম ঘরে ফিরে গোছল আদি সেরে নিলো এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথাস্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলো। এরপর সে যখন অবসর হয়ে এসে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলো, তখনই তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো মামুন মিয়ার প্রসঙ্গ। সে এখন কোথায় আছে, কি করছে, তার কোন খবর মামুন আর রাখে কিনা ইত্যাদি জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠলো। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব তথ্য জানানোর মতো কোন মানুষ বাড়ীতে তার ছিল না। বাড়ীর প্রায় সকলেই মেয়েছেলে। চাকর নফর খানসামারাও ঘরকুণো লোক বাইরের খবর বড় একটা রাখে না। বাইরের লোক ছাড়া এসব তথ্য পাওয়া যাবে না বুঝে সে আগ্রহ সংবরণ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে চিঠির বাক্স খুলে বসলো। কিন্তু এখানেও উৎসাহিত হওয়ার মত প্রথমে কিছু পেলো না। এই এক দেড় মাসে যে পরিমাণ ধুলা জমেঁছে চিঠির বাকসে, সে পরিমাণ চিঠি পত্র জমেনি। কয়েকখানা মামুলী বৈষ্যিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই সে চিঠির বাকসে পেলো না।। না ভিন্ন কোন খাম বা ভিন্ন কোন পোষ্ট কার্ড। ঐ বৈষ্যিক চিঠিপত্রের মাঝে চিরকুটের মতো ভাঁজ করা ছোট একটা কাগজ আগেই মমতার হাতে এসেছিল। ফালতু কাগজ ভেবে সেটা একপাশে ঠেলে রেখে অন্যন্য চিঠিপত্রে চোখ বুলালো মমতা। এরপর নিরাসক্তভাবে ঐ

চিরকুট মাফিক ভাঁজ করা কাগজখানা মেলে ধরেই মমতার তামাম আসক্তি কেন্দ্রিভূত হলো ঐ চিরকুটটার মধ্যে। এক অনির্বচনীয় শিহরণে শিহরিত হলো তার তনুমন। মামুলী চিরকুট নয়, এটা একটা চিঠি আর এ চিঠির লেখক মামুন উর রশিদ মামুন। খামহীন ছোট্ট এই চিঠিটি চিঠির বাক্সে ঢুকলো কি করে সেটাও একটা ছোটখাটো রহস্য হয়ে উঠলো তার সামনে। যদিও এই ক্ষীণকায় চিঠিতে প্রেমের কোন আহ্বান নেই, নেই কোন সুমধুর সম্ভাষণ, তবু যেহেতু মামুন তাকে লিখেছে- এই চিঠি মমতার কাছে একটা বিরাট কিছু পাওয়া আর পরম এক তৃপ্তির বিষয়। চিঠিখানা মেলে ধরে এক নিঃশ্বাসে পরপর কয়েকবার পাঠ করলো মমতা। চিঠির বিষয়বস্তু যদিও সেরেফ একটা অভিযোগ; তবুও মমতার মুখমণ্ডল খুশিতে চিক্ চিক্ করতে লাগলো। মামুন লিখেছেঃ

"পাটোয়ারীর মতো একজন পাষণ্ড যে তোমার আত্মীয় এ কথা আমার ভাবতেও ঘৃণা হয়। পাটোয়ারীর গৃহে তোমার যাতায়াত, তার সাথে তোমার উঠাবসা শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, রুচিবহির্ভূত ব্যাপার। আমি চাইনে তোমার এমন অধপতন হোক- অর্থাৎ এমন জঘন্য লোকের সাথে তুমি মেলামেশা করো। অবশ্য তোমার রুচিতে যদি না বাধে, আমার বলার কিছু নেই। ইতি মামুন"

চিঠিটা পরপর কয়েকবার পড়ে মমতা হৃষ্টচিত্তে চিঠিটা বুকের কাছে ব্লাউজের নিচে রাখলো এবং আবেগে ও অভিমানে আপন মনেই বলতে লাগলো, ও বাব্বা! এদিকে আবার ঈর্ষাও শুরু হয়েছে। আমি বাড়ীতে নেই তবু (চিঠির দিকে ইংগিত করে) এই হুকুমনামা এসে ঠিকই পড়ে আছে। মমতার অভিমানটা ক্রমেই রাগে পরিণত হতে লাগলো। সে বলতে লাগলো, আমার অধঃপতন হোক, আমি গোল্লায় যাই তাতে তোমার কি? তুমি তো আত্মঅহংকারেই দিশেহারা তোমার চেহারা আছে, বিলেতের ডিগ্রি আছে, আজকাল আবার ব্যবসায় নেমে দু' পয়সা বেশ রোজগারও করছো। এখন তো তোমার পোয়াবারো। আমি জাহান্নামে গেলে তোমার কি? এই সময় লছমী দুয়ারে এসে বললো- ভিতরে আস্তি পারি মেমছাব্?

নিজেকে সামলে নিয়ে মমতা বললো- এসো-

লছমী ভেতরে এসে দাঁড়ালে, তার দিকে চেয়ে মমতা সবিস্ময়ে বললো, কে? তুমি মানে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে? লছমী স্মিতহাস্যে বললো, মাষ্টার বাবুর উখানে হামারে দেখেচিস্ বটে। হামি লছমী। স্মরণ হতেই মমতা বললো, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, লছমী। তা তুমি এখানে।

ঃ তোর মাকানে হামি কাম করচি মেমছাব্। ঝাড়ু দিই, ঘরদুয়ার ছাফা করি।

ঃ তাজ্জব! এক মাসের কিছু উপরে আমি বাড়ি ছাড়া। এর মধ্যে এত সব? তোমাকে এখানে চাকরি কে দিলো?

ঃ তোর সরকার বাবু। খানছামা বাবু বুড্ঢা আদমী। উ আর সোব্ কাম করতি পারেক লাই।

ঃ আচ্ছা। তা তোমার মাষ্টার বাবু তোমাকে আসতে দিলো?

ঃ লাই মেমছাব, বাবুছাব কুচু জানতে পারেক লাই। হামি চুপ্ চুপ্ করি চলি আইচিঁ বটে।

ঃ সে কি! মাষ্টারকে ছেড়ে চলে এলে? সে বুঝি আর তোমাকে পেয়ার করে না? গালে হাত দিয়ে লছমী বললো, হাইরে মাই! কেনে করবেক লাই? উ হামারে বহুত পেয়ার করে।

ঃ বহুত পেয়ার করে?

ঃ হঁ মেমছাব। বাবু ছাব বুলে লছমী, ই দুনিয়ায় হামি সিরেফ দুনো লেড়কীকে পেয়ার করি। এক লেড়কী হামার কাছে আসবেক লাই। তু হামারে ছাড়ি যাস্নি বটে।

ঃ দুনো লেড়কী? আর একটা কে?

লছমী হাসিমুখে বললো, কেনে মৃচকারা করচিঁস মেমছাব। তু তো সব জানিস্ বটে।

মমতা বিস্মত কণ্ঠে বললো, আমি জানি, আমি কি করে জানবো?

ঃ কেনে? উ তো তুরেই পেয়ার করে মেমছাব। এত্তো জিয়াদা পেয়ার হামি আর কুতাও দেক্‌চেক্ লাই।

www.boighar.com

ঃ আমাকে! তুমি কি করে জানলে?

ঃ উ আমি দেখি লিচিঁ বটে। হামি সোব জানি। তুর তছ্বির বাবু ছাবের বাক্সোর মদ্দি আচে।

ঃ আমার তসবির! মানে আমার ছবি?

ঃ হঁ মেমছাব। বাবুছাব একেলা বছিয়া বছিয়া তুর তছ্বির দেখে আর জব্বোর জব্বোর লিঃশ্বাস ফেলে।

ঃ লছমী!

ঃ একদিন হামি দেখ্ন, বাবুছাব ছারাবেলা ঘরের মদ্দি ঘুমাই আচে। কুনো কামে যাইচেক্ লাই। হামি চুপ করে পিছে খাড়াই দেখনু হাইরে মা! বাবুছাব ঘুমাই আচেক লাই, তুর তছবিরের দিকে তাকাই আচে। চোখ্ দিয়া জব্বোর পানি গড়াই পড়চেক বটে।

মমতার গলা ধরে এলো সে ধরা গলায় বললো লছমী!

লছমী বলেই চললো হামারে দেখি বাবুছাব তুর তছ্বিক লুকাই দিলেক বটে, কিন্তু চোখের পানি লুকাইতে পারলেক লা। হামি বলনু বাবুছাব তু' ই কাম করতে গেলি কেনে? পেরজা আদমী হই রাজার ঘরে হাত দিতি গেলি কেনে? ই ধান্দা তু ছাড়িয়া দে।

ঃ ও কি বললো?

ঃ কুনো কুতা বুল্লেক লাই। হামি ফির বল্নু, তু কাঙ্গাল আদমী, একটো কাঙ্গাল লেড়কী দেখে ছাদি কর্। উকেলিয়া ঘর কর্। তু সুকে থাকবি। বাবুছাব তাও কুনো কুতা কইলেক লাই। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি ছুদু হামার মুখের দিকে তাকাই থাকলেক বটে।

মমতা এ কথায় আরো অধিক চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। এরপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে ধীরকণ্ঠে বললো, তুমি এখন যাও লছমী।

কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে লছমী বললো, কেনে মেমছাব, তু গোস্সা করলি? বাবুছাবের তো দোষ লিছ না মেমছাব। উ জব্বের ভাল মানুষ। সোব দোষ উর লছিবের।

মততা বেগম গলায় জোর দিয়ে বললো, নছিবের নয়, সব দোষ ওর আক্কেলের।
ঘাবড়ে গেল লছমী। অপরাধীর কণ্ঠে বললো, হামার গল্‌তি হই গেইচেঁ মেমছাব ই সুব্ কুতা তুর কাছে হামি আর বুলবেক লাই। তু গোস্‌সা করবি, সি কুতা হামি বুঝতি পারলেক লাই। তু হামারে মাফ করিয়ে দে। লছমীর ভাব দেখে হাসি পেলো মমতার। সে স্মিতহাস্যে বললো, আচ্ছা হয়েছে হয়েছে। তুমি আমার কাছে কেন এসেছিলে, এখন সেই কথা বলো।
ঃ তুর খাবার সুময় হই গেইচে মেমছাব। খানসামা বাবু কইচেঁ, তু আখুন কি খাইবি? ভাত না পোলাও?
ঃ পোলাও! মানে?
ঃ হঁ মেমছাব। তু অনেকদিন পর ঘরে আসলি, তাই খানসামা-বাবু পোলাও করচে, মাংছ করচে দই-মিষ্টি সোব্ করচে। হামি সোব্ দেখচি বটে।
ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। সব তৈরি করুক, আমি আস্‌ছি।
ঃ হঁ তু যা মেমছাব। হামি ভি যাই। হামার দেরি হলে বাবু ছাব আজও ভূখা থাক্‌বেক বটে। বুঝতে না পেরে মমতা মুখ তোলে বললো, তার মানে? তুমি এখন আবার শহরে যাবে? শহর তো এখান থেকে প্রায় চার পাঁচ মাইল।
ঃ কেনে ছহরে কেনে? আখুন তো হামরা ইখানেই থাকচি বটে।
ঃ এখানে! কোথায়?
ঃ হুই মাঠের লিকটে, রাস্তার কিনারে। উখানেই বাবুছাব চালা-ঘর বানাইচেঁ। জমিন চাষ করচেক বটে।
ঃ সে কি! তোমরা আর শহরে থাকো না?
ঃ লাই মেমছাব। বাবুছাবের দুকানপাট সোব লুট হই গেঁইচে। বাবুছাব সাতদিন জেল খাটি আইচে। উখানে হামরা আর থাক্‌বেক লাই।
ঃ এ্যাঁ! এই এক মাসের মধ্যে এতটা হয়েছে? তাহলে তোমাদের এখন চলছে কি করে?
ঃ বহুত দিক্‌দায়ী হইচে মেমছাব। বাবুছাবের সোব পয়সা খতম হই গেঁইচে আজ তিন রোজ বাবুছাব ছিরেফ চিড়া মুড়ি খাই দিন কাটাইচে।
মমতা রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, সে কি!
লছমী বললো, বাবুছার কইচেঁ, কুঁনো দুঃখ লিস্‌নে লছমী, তিন মাসের মদ্দি আবাদ হই যাবে। আবাদ হই গেলে আর কোন দুখ্ থাক্‌বেক লাই। কিন্তু তিন মাস তো বহুত দিন, তাই লয় মেমছাব?
ঃ হ্যাঁ, অনেক দিন।
ঃ তাই হামি আর খাদেম বাই চুপ চুপ করি ইখানে ছিখানে একবেলা কাম করচিঁ। যা পয়ছা পাই তাই দি বাবু ছাবের রোটি হইচেঁ। আজ তিন রোজ হামরা পয়ছা পাইলেক লাই। বাবুছাব রোটিও পাইলেক লাই।
মমতা ফের রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, লছমী!

লছমী বললো, তু বাবুছাবকে ই কুতা বুলিছন নে মেমছাব। হামরা কাম করচি জানলে বাবুছাব গাল দিবেক, রোটি খাইবেক লাই।
ঃ কিন্তু তোমার বাবুছাব বুঝতে পারে না।
ঃ লাই মেমছাব। বাবুছাব কাম লি তলাই থাকে। কুথা থাকি রোটি আসে সি কুতা বুঝতি পারেক লাই। হামি যাই। আজ তিন রোজ ও ভুখা আছে।
ঃ তিন রোজ ভুখা!
মমতা অস্ফুট কণ্ঠে এ কথা বললো।
লছমীকে চলে যেতে দেখে সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আরে এই, শোনো শোনো। তুমি কিছু খেয়েছো?
লছমী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, হঁ মেমছাব। খানসামা বাবু হামারে খাই দিলেক বটে, ছাড়লেক লাই। পয়ছাও দিলেক। আখুন হামি যাই। দেরি হলে বাবু ছাব আজও ভুখা থাকবেক।
লছমী চলে গেল। মমতা বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে লাগলো, আজও ভুখা থাকবে। তিনদিন খাওয়া হয়নি।
নেপথ্যে কে একজন ডাক দিয়ে বললো, মামণি, টেবিলে খানা দিয়েছি। তাড়াতাড়ি এসো -
একইভাবে বিড়বিড় করে মমতা বলতে লাগলো, এ্যাঁ! টেবিলে খাবার দিয়েছে? পোলাও- মাংস-দই-মিষ্টি,
নেপথ্য থেকে আবার ডাক এলো মামণি, পোলাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে-
সম্বিত ফিরে এসে মমতা চিৎকার করে বললো, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও, পথে ছড়িয়ে দাও-
দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মমতা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো, সে আজ তিন দিন ধরে একখানা শুকনো রুটিও খায়নি, আর আমার পোলাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। উঃ! একি বিড়ম্বনা! ওরে নিষ্ঠুর আর কত দুঃখ দেবে আমায়?
কিছুক্ষণ আফসোস করে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াইতে জানান দিয়ে ঢুকলো মামুন। তার পরনে ছেঁড়া পায়জামা ও ছেঁড়া পাঞ্জাবি। উস্কোখুস্কো বেশ। চোখের কোলে কালী একটা লম্বা ও মোটা খাম হাতে জানান দিয়ে ঘরে ঢুকেই মামুন উর রশিদ মামুন হকচকিয়ে গেল। বললো, আমি দুঃখিত। তুমি বিব্রত আছো, জানলে আমি এ সময় আসতাম না।
মমতা "কে" বলে চোখ তুলে মামুনের দিকে চেয়েই চমকে উঠে বললো, একি ! একি তোমার চেহারা।
অপ্রতিভ মামুন বললো- এ্যাঁ, না- মানে-
মামুন তার ছেঁড়া পোশাক টেনেটুনে ঠিক করতে লাগলো। মমতা কান্নাজড়িত কণ্ঠে ফুঁপিয়ে উঠে বললো, আমি তোমার এমনকি মাথায় বাড়ি দিয়েছি? তুমি বলতে পারো,

তোমার এমনকি ভরাডুবি আমি করেছি?
ঃ কেন, হঠাৎ একথা কেন?
ঃ তোমার এই দুরবস্থা কেন?
ক্লীষ্টহাসি হেসে মামুন বললো, সেটা তুমিই ভাল জানো। আমাকে বলে লাভ কি?
ঃ তুমি নাকি জেলও খেটেছো? দোকান পাট সবই খুইয়েছো?
ঃ সে তো তোমাদেরই মর্জি। তোমরা সবাই মিলে আমাকে যা বানাচ্ছো, আমি তাই হচ্ছি।
ঃ আমরা মানে?
ঃ মানে তোমার জ্ঞাতিভাইরা, তার সাংগোপাংগোরা এবং তুমিও।
ঃ আমিও?
ঃ কেন, তুমি তা অস্বীকার করতে পারো? তুমি বলতে পারো, আমাকে জব্দ করার জন্য তুমি উঠপড়ে লাগোনি? তোমার আত্মীয়স্বজনদের উত্তেজিত করোনি?
মমতাকে নিরুত্তর দেখে মামুন চাপ দিয়ে বললো, কি, জবাব দিচ্ছো না কেন?
মমতা ঠেকে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, করেছি।
ঃ তাহলে আর এই অবান্তর প্রশ্ন তুলছো কেন?
ঃ আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই।
ঃ তোমাদের খেয়াল বিধাতারও অজ্ঞাত। তা যাক, যদি খুব অস্বস্তি বোধ না করো তাহলে যে জন্য এসেছি, সেই কথাটা বলতাম।
ঃ বলো। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে। নিজে বসে আমাকে একটু বসার সুযোগ দাও।
একান্ত পাশে পাতা চেয়ারটির দিকে ইংগিত করলো। চেয়ারটায় বসতে বসতে মামুন ক্লীষ্টহাসি হেসে বললো, ফরম্যালিটিটা ঠিকই রেখেছো দেখছি।
মামুন তার হাতের খামটা সামনের টেবিলের উপর রাখলো। মমতা ফের বসতে বসতে বললো, তা তো দেখবেই, আমি যে জমিদারের মেয়ে।
ঃ সেটা কি কখনো ভুলতে পেরেছো?
ঃ যা সত্যি তা ভুলতে যাবো কেন? সে যাক, বলো কি বলতে চাও?
ঃ আমার ভিটেয় দেখলাম কোন বিল্ডিং শুরু করোনি। অথচ ঘরখানা নেই, ঘরের টিনগুলো কি তোমার কাছে আছে।
ঃ কেন, যদি থেকেই থাকে, ও দিয়ে করবে কি?
ঃ বর্তমানে খুব টানাটানির মধ্যে আছি। টিনগুলো বিক্রি করলে হয়ত কিছুটা সরতো।
এই সময় খাবারে যাওয়ার জন্য আবার তাকিদ এলো- মামণি
জবাবে মততা উচ্চ কণ্ঠে বললো, দাঁড়াও। এরপর সে মামুনকে বললো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? ঠিক জবাব দেবে তো?
মামুন বললো- বলো।

ঃ তুমি আজ কয়দিন ধরে খাওনি?
ঃ খাইনি মানে? কিছু না কিছু তো খাচ্ছিই।
মমতা বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, হুঁউ, কি যে খাচ্ছো তাতো জানিই। আমার একটা অনুরোধ রাখবে? দোহাই তোমার, বলো রাখবে?
ঃ সম্ভব হলে রাখবো।
ঃ আমার এখানে আজ দুটো খাবে?
ম্যমুন উর রশিদ বিস্মিত কণ্ঠে বললো - তোমার এখানে খাবো!
ঃ ভয় নেই, বিষ দেবো না। আর যত শত্রুতাই করি, এ শত্রুতা করবো না। বলো, খাবে দুটো?
মামুন গম্ভীর কণ্ঠে বললো, না ।
মমতা অসহায় কণ্ঠে বললো, কেন?
একই কণ্ঠে মামুন বললো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।
আর্তনাদ করে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকলো মমতা। বললো আহ্! তুমি এও পারো"
ঃ আগে এটা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু এখন পারি।
ঃ দোহাই তোমার এমন পরিহাস তুমি করো না।
ঃ পরিহাস আমি করি না। অনেক দিন থেকে ওটা আমি ভুলে গেছি।
ঃ বেশ, আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস, তাহলে কিছু টাকা দিচ্ছি, নাও।
ঃ কি, দান করতে চাচ্ছো?
ঃ না না, দান করলে তো তুমি ছোঁবেই না। তোমার ঘরের দাম হিসেবেই নাও।
ঃ কত দাম দেবে?
ঃ যা চাও। বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার তুমি মুখ ফুটে যা চাইবে, আমি তাই দেবো।
উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মামুন বললো, অর্থাৎ তোমার ভিক্ষে আমাকে একভাবে না একভাবে নিতেই হবে। ফন্দিটা মন্দ আঁটোনি দেখছি।
মতাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, উঠলে যে?
ঃ আমি টিনগুলো চাই, টাকা চাইনে।
ঃ কিন্তু তুমি তো বললে টিন বিক্রি করবে।
ঃ না, বিক্রি করলে অন্যখানে করবো, তোমার কাছে নয়।
এবার মমতাও কঠোর হলো। শক্ত কণ্ঠে বললো, আমার কাছে বিক্রি না করলে টিন যে আমি তোমাকে দেব, একথা ভাবলে কি করে?
ঃ মমতা!
ঃ আমার কথা তুমি রাখলে না, আমি তোমার কথা রাখতে যাবো কেন?
ঃ তুমি টিন দেবে না?
ঃ না।

ঃ হুঁ । তোমার হাতে পড়লে যে ওটা আর পাবো না, সেটা আমি আগেই ভেবেছি।
ঃ তাই যদি ভেবেছ, তা হলে আর এসেছো কেন?
ঃ ভুল করেছি। বারেক এমন ভুল আর করবো না। মমতার ক্রোধের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। সে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, তোমার এত অহংকার কিসের জন্য শুনি? যার অন্ন নেই বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই, তার অহংকার আমি চিরকাল সহ্য করব ভেবেছো?
ঃ কি করবে?
ঃ এই অহংকার চূর্ণ করতে আমি সর্বস্ব পণ করবো।
ঃ তাই করো। কিন্তু তবু দেখবে, ঐশ্বর্য দিয়ে মানুষ কেনা যায় না।
মামুন চলে যেতে লাগলো। মমতা ক্রোধ চেপে বললো, তোমার কাগজগুলো পড়ে রইলো। এগুলো নিয়ে যাও-
মমতা টেবিলের উপর খামটার দিকে ইংগিত করলো। সেদিকে তাকিয়ে মামুন বললো, ওগুলো কাগজ নয়, আমার পরীক্ষা পাসের সমুদয় সার্টিফিকেট। ঘর নেই বলে তোমার কাছে রেখে যেতে এসেছিলাম। এবার তোমার কাছেই রেখে গেলাম। ঘর নেই বলে নয়। তোমার প্রেরণায়, তোমার অনুকম্পায় যে সার্টিফিকেটগুলো আমি অর্জন করেছি, সেগুলো আমি আর আমার বলে দাবি করতে চাইনে। তোমাকে ফেরত দিয়ে আমার সব দেনা চিরদিনের মত পরিশোধ করে গেলাম।
ঃ আমি এগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো।
ঃ তাই ফেলো। জমি চাষ করার জন্য আমার কোন সার্টিফিকেট দরকার হবে না।
আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল মামুন। মমতা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে প্রাণপণে কান্না সম্বরণ করতে লাগলো। পুনরায় হাজির হলো লছমী এবং বললো, মেমছাব।
সচকিত হয়ে মমতা চোখ মেলে চেয়ে দেখে বললো, এ্যাঁ! ও, তুমি?
ঃ হুঁ মেমছাব। বাবুছাবুরে আসতি দেখি হামি উখানে লুকাই ছিনু। বাবু গোস্‌সা করলেক কেনে মেমছাব? তুর ইখানে খাইলেক লাই কেনে?
মমতা খেদ করে বললে, ও আর আমার এখানে খায় না লছমী। আগে খেতো। কিন্তু তিন চার বছর ধরে আর একটা দানাও মুখে দেয়নি।
ঃ কেনে মেমছাব?
ঃ আমার কাপাল গুণে। আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে ও নিজেই আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি তা পরম আগ্রহে সমর্থন করেছিলাম। শুধু বলেছিলাম, বিয়ের পর তাকে আমার বাড়ি এসে থাকতে হবে। কিন্তু ঘরজামাই থাকতে সে রাজি হয়নি। সে বলেছিল, আমি যদি ভাগাড়েও থাকি, আমার যে বউ হবে, তাকে সেখানে গিয়েই থাকতে হবে। সেদিন আমার কি হয়েছিল জানি না। আমি বলেছিলাম ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? রাজত্ব আর রাজকন্যা একসাথে পেলে কত মহাপুরুষ আমার দ্বারে দ্বারোয়ান

বইঘর.কম ও রোকন
হয়ে থাকতে রাজি হবে। আমি তোমার সাথে ভাগাড়ে যাবো কোন্ দুঃখে।

ঃ মেমছাব!

ঃ বিশ্বাস করো, তুমি বিশ্বাস করো লছমী, ওটা আমার মনের কথা নয়। হঠাৎ কেন যেন ওটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ শুনে সে চলে গেল। আর কোনদিন মন খুলে কথাও বলেনি।

ঃ মেমছাব!

ঃ আমাকে যখন সে এত দুঃখ দিলো, তাকেও আমি সুখে থাকতে দেবো না লছমী, ওর অহংকার আমি চর্ণ করে তবেই ছাড়বো। আমার মুখের কথাটাই বড় হলো? মনটা কিছুই নয়?

ঃ মেমছাব!

www.boighar.com

ঃ তুমি যাও লছমী। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ঃ জি আচ্ছা মেমছাব। লছমী চলে গেল। মমতা টলতে টলতে এসে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লো এবং মামুনের খামটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ওটা বুকে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার অন্তরাত্মা কেঁদে কেঁদে গাইতে লাগলো-

" শুধু মুখের কথাটি, শুনে গেছো তুমি, শুনোনি মনের ভাষা।
যে মালার ফুল দলে গেছো হায়, সে যে মোর ভালবাসা...

১১

পাগলের ধরন নিয়ে নানা রকম কথা আছে। বদ্ধ পাগল, ঘোড়া পাগল. গাছ পাগল-এই রকম সব কথা। মামুন মিয়ার চাকর খাদেম আলী এই ধরনগুলোর কোনটার মধ্যে পড়ে, তা সূক্ষ্মভাবে বিচার করা কঠিন। তবে মোটামুটিভাবে বদ্ধ পাগল না হলেও, ঘোড়া পাগল আর গাছ পাগল এ দুটোর একটার মধ্যে ফেলা যায় তাকে। রাজা পাগলা জন্মগতভাবে পাগল নয়। বিষের ক্রিয়ায় তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। আর কারণেই তার বোধশক্তি বিপুলাংশে লোপ পেয়েছে। কিন্তু খাদেম আলী জন্ম থেকেই পাগল। শিশুকাল থেকেই তার বোধশক্তির তেমন একটা ক্রমোন্নতি ঘটেনি এবং বড় হওয়ার পরও তাই তার ম্যাচিউরিটি আসেনি। আজীবন সে স্বল্পবুদ্ধির শিশুই রয়ে গেছে। এতে করে যে যা বলে আর যখন যা খেয়ালে আসে, সেইটিকেই সে পরম সত্য বলে ধরে নেয় আর বেয়াকুফের মতো সেই সত্যের পেছনেই ছুটতে থাকে। ফলে মতলববাজ বদমায়েশরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা রকম আজগুবী কথা বলে তাকে হামেশাই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। গ্রাম্য টাউট কেরামত আলী এমনই একজন মতলববাজ লোক আর খাদেম আলী এবার তার খপ্পরে পড়েছে।

পাশাপাশি গোলাম আলীর কল্যাণে শম্ভুজির তাবিজের মাহাত্ম একটা সীমিত মহলে এমনই প্রচার পেয়েছে যে, তাবিজ-পলতেয় অবিশ্বাসী অনেক নরনারীই এখন শম্ভুজীর

বইঘর.কম ও রোকন
তাবিজ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। " কার মধ্যে কি আছে কে বলতে পারে" এই স্থূল বিবেচনায় অনেক বিজ্ঞজনও তার তাবিজ ট্রাই করে দেখতে এগিয়ে আসছে এখন । কাজেই শম্ভুজীর তাবিজের আকর্ষণ বেয়াকুফদের মাঝে যে আরো প্রবল হবে এটা বলার অপেক্ষাই রাখে না। এক কথায় অজ্ঞ-বিজ্ঞ বেয়াকুফ, অনেকেই এখন ঝুঁকে পড়েছে শম্ভুজীর তাবিজের ওপর। রক্ষে যে, এ প্রচারটা একটা অতি ক্ষুদ্র হমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। নইলে গোলাম আলীর প্রচারগুণে তাবিজ প্রার্থীদের ভিড় সামলাতে না পেরে শম্ভুজীকে হয়তো গাছেই উঠতে হতো। শম্ভুজীর তাবিজ নিতে শাঁইজীর আখড়ায় আজ এসেছে মিস্ রোজী ও খাদেম আলী। শম্ভুজীকে এখন এই আখড়াতেই পাওয়া যায় অধিক সময়। একটু আগে এসেছে মিস রোজী, তার পরেই খাদেম আলীও ছুটে এসেছে আখড়ায়। মিস্ রোজী এসে শাঁইজীর আখড়ার পরিবেশ, অর্থাৎ জায়গাটা দেখে অনেকটা ঘাবড়ে গেছে। এ ছাড়া এসেই সে শম্ভুজীকে না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে। মিস্ রোজী আনমনে পায়চারি করছে আর ভাবছে " ইস্! বাসায় ফিরতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে দেখছি। গোলাম আলীটাই বা আবার গেল কোনদিকে। নাঃ ঝোঁকের মাথায় কাজটা ভাল করিনি। উঃ! জায়গাটা কি ভয়ংকর।"

এই মুহূর্তে লাফাতে লাফতে সেখানে এসে হাজির হলো খাদেম আলী। কোনদিকে না চেয়ে সে আওয়াজ দিয়ে উঠলো ব্যোম্ শংকর- ব্যোম শংকর! দাও দেখি বাবা ব্যোম্ শংকর, টচপট ছাইভস্ম ধুলামাটি যা হয় একটু দিয়ে দাও তো। ব্যাটা আমাকে পেত্নীর ভয় দেখায়? আরে শম্ভুজী থাকতে পেত্নী তো পেত্নী, পেত্নীর বাবাকেও আমরা পরোয়া করি নাকি? দাও দেখি বাবা-

চোখ তুলে রোজীর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো খাদেম আলী। মনে মনে বলতে লাগলো, চাকরি শ্যাষ। এতো শম্ভুজী নয়।

রোজীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে দেখতে লাগলো পুনঃ পুনঃ। রোজী বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কে তুমি?

খাদেম আলী ঢোক গিলে বললো, আমি? বলছি- বলছি-

বলেই সে ভাবতে লাগলো, কি অসম্ভব ব্যাপার! এখানে এই আখড়াতে এত সুন্দরী মেয়ে মানুষ। চাকরি শ্যাষ। এটা মানুষ হতেই পারে না। পেত্নীরা শুনেছি যখন যে চহারা খুশি সেই চেহারা ধরতে পারে। তাহলে কি...

খাদেম আলীকে নীরব দেখে রোজী কিছুটা এগিয়ে এসে বললো, একি কথা বলছো না কেন? আঁতকে উঠে পিছু হটলো খাদেম আলী। হাত জোড় করে বললো, দোহাই বিবি! ওখানেই থাকো, আর এগিও না। তাহলে আমি হার্টফেল করবো।

ঃ কি রকম?

আকুতি মিনতি করে খাদেম আলী বলতে লাগলো, আমার ভুল হয়ে গেছে বিবি। না বুঝে দুটো গালমন্দ দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। এই কান ধরছি, অমন কথা আর বলবো না।

এরপর সে স্বগতোক্তি করলো বাবা, কেরামত তো ঠিকই বলেছিল।
ঃ কি চাই এখানে?
আবার দুহাত জোড় করে খাদেম আলী বললো, নেবো না নেবো না, আমি কছম করে বলছি দোআ তাবিজ, ছাইভস্ম কিছুই নেবো না। এখন থেকে তোমার হুকুমই আমার সব।
রোজী ফের তাজ্জব হয়ে বললো, আমার হুকুম! তার মানে তুমি আমাকে চেনো?
ফের ঢোক গিলে খাদেম আলী বললো, জি,চিনি।
রোজী বললো, বলো তো আমি কে আর কোথায় থাকি?
খাদেম আলী সভয়ে বললো, তুমি ডুংগি পেত্নী। আমাদের বাসার পাশে যে শ্যাওড়া গাছ আছে, ঐগাছে থাকো।
মিস্ রোজী ধমক দিয়ে বললো, চুপ্ করো। তুমি তো দেখ্ছি নিজেই একটা ভূত।
ঃ এ্যাঁ। ভূত।
এর মাঝেই শম্ভুজী চলে এলো। এসেই আওয়াজ দিলো ব্যোম্ শংকর। সংগে সংগে খাদেম আলী ছুটে গিয়ে শম্ভুজীকে জড়িয়ে ধরে বললো, বাঁচাও! বাঁচাও বাবা, বাঁচাও।
শম্ভুজী বললো, কিয়া হুয়া বেটা? কিয়া হুয়া?
আড়চোখে রোজীর দিকে চেয়ে খাদেম আলী বললো, পেত্নী, পেত্নী। ডুংগি পেত্নী। আর একটু হলেই আমার হাড়ে ডুংগী লাগাতো। খাদেম আলী ভয়ে কাঁপতে লাগলো। রোজীর প্রতি চেয়ে শম্ভুজী হেসে বললো, আরে নাদান, উও তো এক মেম সাহেব হ্যায়। খানদানী মেম সাহেব।
খাদেম আলীর ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো সে আশ্বস্ত হয়ে বললো। এ্যাঁ। মানুষ? অন্যকিছু নয়? আমি তো ভাবলাম-
শম্ভুজী রুষ্টকণ্ঠে বললো, তুম্ সেরেফ একটো উল্লোক হ্যায়। ভাগ্ যাও উধার-
শম্ভুজী খাদেম আলীকে ঠেলে দিলো। একধারে সরে এসে খাদেম আলী হতবুদ্ধিভাবে আওয়াজ দিলো, চাকরি শ্যায়।
শম্ভুজী মিস্ রোজীকে বললো, কিস্ লিয়ে মেমসাব? আপ এহি আখ্ড়ে মে কিস্ লিয়ে আয়া হ্যায়?
মিস রোজী ব্যগ্রকণ্ঠে বললো, আমার বড় মুসিবত বাবা। গোলাম আলীর মুখে শুনলাম, আপনার দোআ তাবিজের নাকি অপূর্ব শক্তি। তাই-
শম্ভুজী মুচকি হেসে বললো, হ্যাঁ, হ্যায় থোড়া থোড়া। লেকেন কিয়া মুসিবত? রোজী বলল, পাটোয়ারী সাহেবের মতিগতি দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে বাবা। সে ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ-
বলতে গিয়ে রোজী থেমে গেল। শম্ভুজী সাহস দিয়ে বললো, বাতাইয়ে, ঘাব্ড়াতি হ্যায় কেঁউ?
ঃ আমি তার সন্তানের মা হতে চলেছি বাবা। শম্ভুজী বিপুল বিস্ময়ে আওয়াজ দিল, মেম সাহেব!

রোজী বললো, আমার সব কথাইতো আপনি জানেন বাবা। আগে ভেবেছিলাম ঐশ্বর্যই সব। সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু রাজা মিয়ার কাছে ফিরে যাবার পথ আমার নেই। আমার সন্তানের স্বীকৃতির জন্যে ঐ পাটোয়ারীকেই আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। তাই-

ঃ কিয়া মেমসাব তব্ কিয়া মাংতি হো?

ঃ একটা তাবিজ বাবা। বশীকরণ তাবিজ টাবিজ থাকলে ঐ একটা তাবিজ আমাকে দিন।

শুনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো খাদেম আলী। বললো, চাকরি শ্যাষ। তাহলে তুমিও তাবিজের জন্য এসেছো? আরে আমিও তো ঐ জন্যই এসেছি।

রোজী অনিচ্ছাভরে বললো, বেশ করেছো।

খাদেম আলী বললো, করবো না মানে? সাধু বাবার তাবিজের কাছে সব ব্যাটা কাবু। তা তোমার পেছনে কি লেগেছে মেমসাব। ভূত, না পেত্নী?

শম্ভুজী বিরক্ত হয়ে বললো, আহ্! ভাগ যাও হিঁয়াছে-

খাদেম আলী হাত জোড় করে বললো, আমারও এই একই মুসিবত বাবা। চট্ করে একটা তাবিজ দিয়ে দাও, আমি একবারেই চলে যাই।

শম্ভুজী বললো, কিয়া কাহা? একই মুসিবত।

ঃ হ্যাঁ বাবা, ঐ একই কেস্।

ঃ তাজ্জব! তুম্হারা পেটমে ভি বাচ্চা হ্যায়?

খাদেম আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো, বাচ্চা? না না, বাচ্চা নয়। বাচ্চার মা। ইয়া বড় তাগড়া জোয়ান।

শম্ভুজী অতিষ্ঠ কণ্ঠে বললো, উঃ। ইয়ে তো বিলকুল পাগলা বন্ গিয়া। মেমসাব, আপ্ থোড়া ওধার যাইয়ে। ম্যায় আভি আতে হুঁ।

মিস রোজীকে অন্যদিকে সরে যেতে বললো। জবাবে মিস্ রোজী বললো, ঠিক আছে বাবা। তবে আমি বেশি দেরি করতে পারবো না। আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসুন।

মিস্ রোজী সরে গেল। শম্ভুজী এবার খাদেম আলীকে বললো, তুমহারা দিমাগ ঠিক হ্যায় তো?

খাদেম আলী বললো, এখনও আছে বাবা। কিন্তু ঐ পেত্নী পিছ না ছাড়লে দিমাগ আমার বিলকুল বিগ্ড়ে যাবে।

ঃ পেত্নী!

ঃ হ্যাঁ বাবা, ডুংগি পেত্নী। মানে, যে শ্যাওড়া গাছে থাকে।

ঃ শ্যাওড়া গাছমে! তুম কিয়া কাহাতে হো?

ঃ চাকরি শ্যাষ! এ তো কিছুই বুঝো না দেখছি। আরে বাবা, আমাদের বাসার পাশে একটা শ্যাওড়া গাছ আছে হ্যায়। ঐ গাছে ডুংগি ডুম্নী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল হ্যায়। মরার পর থেকেই সে পেত্নী হয়ে ঐ গাছেই আছে হ্যায়। এখন ঐ পেত্নী আমার পেছনে

লেগেছে হ্যায়। সেই জন্যই তাবিজ নিতে এসেছি। বুঝতে পেরেছো হ্যায়।
ঃ হাঁ বেটা, সমঝ্ লিয়া। লেকেন উও পেত্নী তুম্হারা বিছমে্ ছুট্তি হ্যায় ইয়ে বাত তুমকো কোন্ বাতায়্যা?
ঃ কেরামত, কেরামত মাতবর। সে বলেছে আমরা ওখান থেকে, মানে ঐ গ্রাম থেকে চলে না গেলে, ঐ পেত্নী আমাদের হাড়ে হাঁড়ি লাগাবে। রক্ত-মাংস সব চুষে নেবে। আমার ওপরই নাকি তার নজর বেশি। ব্যাপারটা এখন বুঝতে পেরেছো বাবা?
ঃ হাঁ বেটা, জরুর।
ঃ কি বুঝলে?
ঃ তুম একঠো গিদ্ধর হ্যায়, গিদ্ধর।
ঃ গিদ্দর!
ঃ আরে বেয়াকুফ, কেরামত মাতবর বহুত হারামী আদমী হ্যায়। তুম লগুকো হুঁয়াছে ভাগানে কে লিয়ে ধোকা দিয়া হ্যায়।
খাদেম আলীর জ্ঞান কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। সে সায় দিয়া বললো, ধোকা? চাকরি শ্যায! হ্যাঁ, তাও হতে পারে। ওখান থেকে আমাদের তুলে দোয়ার জন্য সে উঠেপড়ে লেগেছে।
ঃ তব্? আরে বুরবক, ভূত প্রেত ইয়ে সব ঝুটা বাত্। উধার কুছ নেহি। তুম মাত্ ঘাব্ড়াও।
ঃ ঠিক তো বাবা? কোন বিপদ হবে না তো?
শম্ভুজী উষ্মার সাথে বললো, তুম্ মরদ কেঁউ হুয়া হ্যায়? তুম্হারা আউরাত হোনা জরুরত থে-
শম্ভুজী মিস্ রোজীর উদ্দেশে চলে গেলো। খাদেম আলী দাঁড়িয়ে থেকে স্বগতোক্তি করল চাকরি শ্যাষ আমি তো এতটা বুঝতে পারিনি। ঠিক হ্যায়। ঐ ব্যাটা কেরামত যা বলে বলুকগে। এই খাদেম আলী সেসব আর পরোয়াই করবে না।
কেরামত মিয়ার কেরামতই আলাদা। মমতাকে জোগাড় করে নিয়ে কেরামত মাতবর ঠিক সময়ে এখানে এসে হাজির হলো। খাদেম আলীর কথা শুনে কেরামত আলী দ্রুত এগিয়ে এসে বললো, পরোয়া না করলে পরে পোস্তাতে হবে।
খাদেম আলী মাথা তুলে বললো, কে? ও কেরামত মাতবর? তা পরে যা হয় হবে। এখন ভয় কাকে?
মমতা এসে কেরামতের পেছেনে দাঁড়াল। ঝোপ বুঝে কোপ মারলো কেরামত। মমতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কেরামত আলী বললো, সমাজ! সমাজকে তোমরা ভয় করো না?
মুড়ে ছিল খাদেম। মমতার উপস্থিতি খাদেম আলীর চোখেই পড়লো না। সে সদম্ভে বললো, সমাজকে আমরা থোড়াই পরোয়া করি।
কেরামত আলী বললো, তাহলে ঐ জংলী মেয়েটাকে নিয়ে তোমার সাহেব যা ইচ্ছে তাই করবে?

ঃ করবেই তো! মরদ নয়?

ঃ তাই বলে একটা জংলী মেয়েকে...!

ঃ এই, জংলী জংলী করো না। ও কি কারো চেয়ে কম?

ঃ তাই নাকি? সেই জন্যই বুঝি ওকে শাদি করবে?

ঃ একশো বার করবে। ভয় কাকে? আমিও কি আর তোমার কথায় ভয় পাবো মনে করেছো? ঐ ডুংগী মাগীকে যদি কোথাও দেখতে পাই, তাহলে চুল ধরে টেনে এনে ওকে আমিও নিকাহ্ করবে। দেখি, কে আমার কি কচু করতে পারে-

মুডে ছিল, মুডের উপরই চলে গেল খাদেম আলী।

কেরামত আলীর উদ্দেশ্য ষোলআনা পূর্ণ হলো। সে এবার মমতাকে বললো, শুনলেন তো মামণি, শুনলেন তো নিজের কানে? এমনি কি আপনাকে রাস্তা থেকে টেনে আনলাম? এখন বুঝুন আমার কথা সত্যি না মিথ্যে।

মমতা বেগম গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হুঁউ।

কেরামত আলী বললো- এদের কারো স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। দেখলেন, ঐ চাকরটা পর্যন্ত কতবড় চরিত্রহীন?

ঃ তাইতো দেখছি।

ঃ এবার আপনি ভেবে দেখুন, ওদের এখান থেকে তাড়ানো উচিত কিনা? তা আমি যাই মামণি। এখনই আবার আমাকে বদরু সাহেবের সাথে ক্যান্ভাসে বেরুতে হবে।

মেড়ার কান মুচড়ে দেয়ার মতো মমতাকে উস্কে দেয়া সম্পন্ন করে দ্রুত চলে গেল কেরামত আলী। মমতাও দ্রুতপদে টলতে টলতে আপন্ পথ ধরলো। মমতার মনে আগুন জ্বলছে তখন। সে সক্রোধে আর অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগলো-

আশ্চর্য! মামুন, তুমি এই? শেষ পর্যন্ত ঐ লছমী হলো তোমার সব। তাই তো তাকে বলেছিলে, "লছমী, তুই যেন আমাকে ছেড়ে যাস্নে"? ছেড়ে যায় কিনা তা আমি এবার দেখবো। তোমার মধ্যে এত গলদ!

গ্রামের নিচেই আবাদি জমি। জমির পর জমি। প্রশস্ত আবাদী মাঠ। মাঠ এবং গ্রাম এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে চলাচলের রাস্তা। লোক বসতির নীচ দিয়ে ডহর আর ছোট বড় আঁকাবাঁকা পথ। এইসব গ্রাম্য পথে সব সময়ই লোকের ভিড় থাকে না। স্বাভাবিকভাবে এসব পথে লোক চলাচল পাতলা থাকে। কিন্তু এখন বেজায় ভিড়। ভোটের কারণে রাস্তাগুলো এখন বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। গাঁয়েই ভোটার বেশি। এই শেষ সময়ে সবাই তাই ঝুঁকে পড়েছে গাঁয়ের দিকে। ক্যানভাসারেরা ভোটের ক্যানভাস করে বেড়াচ্ছে। অনেক জট্লা করছে হেথা হোথা। প্রায় সবার মুখেই ভোটের কথা। কেউ কেউ আবার ভোটের জের ধরে ভিলেজ পলিটিক্স্কে চাঙ্গা করে তুলছে। স্বার্থের সংঘাত নিয়ে একে বিষ ঢালছে অন্যের ওপর। এ পক্ষের ক্যানভাসার ঝাল ঝাড়ছে আর অন্য পক্ষের ক্যানভাসার আর সাপোর্টারদের উদ্দেশ্যে। এতে করে রাস্তায় এখন ভিড়ই শুধু বাড়েনি, রোষে বিদ্বেষে রাস্তাগুলো মাঝে মাঝেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মামুন উর রশিদ

মামুন গ্রামের যেদিকে চালা তুলে আবাদ করছে, সেই দিকের একটা রাস্তা বদর উদ্দিন বদরু আজ গরম করে তুললো। এই গ্রামে পাটোয়ারীর ফিল্ড খুবই খারাপ দেখে ভীষণ ক্ষেপে উঠেছে বদরু। তার তামাম রোষ এসে পড়েছে মামুন মিয়ার ওপর। গ্রাম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসেই বদরু মিয়া ঝাল ঝাড়তে লাগলো মামুনের বিরুদ্ধে। বলতে লাগলো- শয়তানী, যত শয়তানী সব ঐ মাষ্টারের মধ্যে। ঐ শালাই সব নষ্টের মূল। তা না হলে, এত সুন্দর ফিল্ড এমন ঘোলাটে হয়ে গেল কি করে? পাটোয়ারীর নাম কেউ শুনতেই পারছে না। ব্যাটা তুমি পিঠে খাচ্ছো, পিঠের ফোঁড় গুনছো না? দাঁও মতো একবার পেলে, এমন গাট্টা দেবো কষে যে, বাছাধনের জিন্দেগী একদম বরবাদ হয়ে যাবে। পাশেই ছিল কেরামত আলী। সে এসে বললো, বরবাদ করে দিলো স্যার। আমার একচেটিয়া মাত্বরীটা এই ব্যাটাই বরবাদ করে দিলো। বদরু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, কিছু ভেবো না মাত্বর। কাজ করে যাও। যেভাবেই হোক, পাটোয়ারী সাহেবকে যদি উৎরাতে পারো, তাহলে মামুন তো একটা মামুলী বাত্, কত লাট সাহেবও তোমার ঐ ফাটা পায়ে তেল মাখতে দিশে পাবে না।

www.boighar.com

ঃ লাট সাহেব থাক স্যার। শুধু ঐ বিদ্যার বস্তাটাকে গাঁছাড়া করতে পারলেই আমি খুশি। শহরে ছিলি, শহরে থাক, তা নয় গাঁয়ে এলো লাঙ্গল বাইতে। ব্যাটা আমার এত দিনের প্রতাপটা একদম পানি করে দিলে। ওকে পেয়ে আমাকে আর কেউ মানতেই চায় না।

ঃ মানবে মানবে। শুধু দু'দিনের অপেক্ষা। এখন ভোটের সময় গরম কিছু করা চলছে না। নইলে ও তো একটা ছারপোকা। টুপ্ করে ধরে ছোট্ট একটা টিপ দিলেই ব্যস্ ঠাণ্ডা। খুশিতে গড়িয়ে পড়লো কেরামত আলী। বললো, হে হে হে, আমি তা জানি স্যার। আপনার হাতেই তো এ এলাকার চাবিকাঠি।

ঃ এক ঠ্যালায় শালাকে শহরছাড়া করেছি, আর এক ঠ্যালা পড়লেই ব্যাটা এ দুনিয়া থেকে পালাবে।

ঃ কিয়াবাত কিয়াবাত। এইটেই তো চাই স্যার। ও ব্যাটা এখানে থাকায় ক্ষতি কি একটু আধ্টু। মাতবরী তো গেলই, তার ওপর ওর জমিগুলো পড়েছিল, আরাম করে খেতাম, এখন তাও বন্ধ হলো। ওকে উচ্ছেদ করতে না পারলে আমার শান্তি নেই স্যার।

ঃ এ আর এমন কঠিন কাজ কি? "দুই পোড়া, এক পাইন্যাট" এই মন্তর ঝাড়লেই সব ভূত পগার পার।

ঃ কি মন্তর স্যার, কি মন্তর?

ঃ কাউকে জব্দ করতে হলে প্রথমে দিবে তার ঘরদোর পুড়িয়ে একবার, দুইবার। তবু যদি আক্কেল না হয় তাহলে এক পাইন্যাট। অর্থাৎ কায়দামত ধরে বস্তায় পুরে একদম গানির নিচে। ব্যস্, ছারপোকার বিছন সাফ।

ছুটে গিয়ে পায়ের ধুলা নিতে নিতে কেরামত আলী বললো, পায়ের ধুলা দিন স্যার, পায়ের ধুলা দিন। এমন তোফা হেকমত ক'জন বাত্লাতে পারে? শালা লোকজনকে ঋণ করতে নিষেধ করে আমার সুদের কারবারটাও লাঠে তুলেছে। ওকে আমি ছাড়বো?

ঃ তুমি একা না পারো আমরাও সাহায্য করবো। কিন্তু এখন নয়। এখন ভোটের কাজ করে যাও। শালা, চৌধুরীর ঢোল বাজিয়ে পাটোয়ারীর ফিল্ডটাই একদম পাল্টে দিয়েছে। তোমরাও জোর ক্যানভাস চালাও।

এই সময়ে মানিক মিয়া এই রাস্তায় এসে এদের দেখেই "ওরে বাবারে" বলে আড়ালে গা ঢাকা দিলো। বদরুর কথার জবাবে কেরামত আলী বললো, সে আপনি ভাববেন না স্যার। সাদিক চৌধুরীর বাক্সে ঢুকলে দু'একটা মরা চামচিকে ছাড়া আর কিছুই ঢুকবে না।

বদরু বললো, গুড্। এবার চলো, ঐ পাড়াটা ঘুরে আসি।

কেরামত আলী বললো, চলুন স্যার-

বদরু অগ্রসর হলো। কেরামত আলী দাঁড়িয়ে থেকে একা একাই সপুলকে বলতে লাগলো, ব্যাটা পণ্ডিত, তুমি পণ্ডিত হলে কি হবে? এর নাম ভিলেজ পলিটিক্স। এই কাল কেউটের কাছে তোমার ঐ বিলেতি বিদ্যা একদম ঢোঁড়া। গাঁয়ের গোমুখ্যেরা আজ তোমাকে মাথায় নিয়ে নাচছে বটে, কিন্তু এই কেরামতের কেরামতির জোরে কল এমনভাবে ঘুরে যাবে যে, কিছুদিন পর মাত্বরী তো দূরের কথা, মজুর নেয়ার জন্য আর একটা লোকও খুঁজে পাবে না। এরপরও যদি এখান থেকে না যাও, তাহলে ঐ উস্তাদী মন্তর জিন্দাবাদ। 'দুই পোড়া, এক পাইন্যাট্' হাঃ হাঃ হাঃ-

হাসতে হাসতে কেরামত আলী বদরুর পেছনে ছুটলো।

এরা অদৃশ্য হয়ে গেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো মানিক মিয়া এবং হাঁফ ছেড়ে স্বগতোক্তি করলো, ওরে বাপ্রে। এখনই গিয়াছিলাম ফেঁসে। পাটোয়ারীর ক্যানভাস্ করবো বলে একসাথে বেরিয়ে এসে আমি যে দল কাটা হয়ে অন্য তালে ঘুরছি, এ খবর পাটোয়ারীর লোক জানলে আর কি রক্ষে আছে? উঃ। এই সময়টা আমার জন্য বড় দুঃসময়। হারজিতটা পরিষ্কার হয়ে গেলেই, কাকে লাথি মারবো আর কাকে মাথায় তুলবো, এটা ঠিক করতে পারি। এখন চৌধুরীরও যা ফিল্ড, তাতে দুইজনেরই মন যুগিয়ে চলতে না পারলে পরকাল একবারে ঝরঝরে।

হঠাৎ তার পেছনে এসে খাড়া হলো মামুন। বললো, কার পরকাল মিষ্টার?

চমকে উঠে পেছনে ফিরে মানিক মিয়া বললো, এ্যাঁ? আরে ভাই সাহেব যে!

ঃ কার পরকালের কথা বলছেন?

ঃ এ্যাঁ? মানে ঐ পাটোয়ারীর। ওর পরকাল একদম ঝরঝরে। চৌধুরী সাহেব এবার নির্ঘাত জিতে যাবেন।

ঃ কি করে বুঝলেন?

ঃ ফিল্ড ওয়ার্ক করে। আমি তো চৌধুরী সাহেবের জন্যেই ফিল্ডে নেমেছি। তার জন্যই ওয়ার্ক করছি। চৌধুরী সাহেবের ফিল্ড একদম সলিড্।

ঃ আচ্ছা! তা হঠাৎ তার প্রতি আপনার এত সুনজর।

ঃ কি যে বলেন ভাই? তার মতো আদর্শ ব্যক্তির পেছনে খাটবো না তো খাটবো কার পেছনে?

বইঘর.কম ও রোকন
ঃ কেন? পাটোয়ারী তো বেশ পয়সা ফুরাচ্ছে। আপনাকেও মোটা টাকা দিয়েছে।
ঃ আরে বাদ দেন ভাই। পাটোয়ারী একটা মানুষ নাকি? একটা শয়তান, ধাপ্পাবাজ। তার মতো লোক জিতলে দেশটা গোল্লায় যাবে
ঃ ভেরী ষ্ট্রেঞ্জ।
ঃ চৌধুরী সাহেবই হচ্ছেন দেশের সকলের একমাত্র ভরসা। তাকে যদি জিতিয়ে দিতে পারি ভাই সাহেব, তাহলে এমন একটা রিসিপ্‌শান দেবো যে, ফুল দিয়ে সারা রাস্তা ঢেকে দেবো। আমার ছাত্রেরা সে জন্য একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে
ঃ সত্যি সেলুকাস্, কি বিচিত্র এই দেশ!
ঃ কি বললেন?
ঃ না বলছি, কোথায় যাচ্ছেন?
ঃ চৌধুরী সাহেবের জন্য ক্যানভাস্ করতে এসেছিলাম। এখন ফিরে যাচ্ছি। চলি ভাই, দেরি হয়ে গেল, আদাব-
মানিক মিয়া চলে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর মামুন মিয়া ক্লীষ্ট হাসি হে আপন মনে বললো, এ ম্যান ইজ্ এ বাইপেড্ এ্যানিম্যাল। মানুষ মানে দোপায়া জন্তু এরা আশরাফ উল মখ্‌লুকাত হলো কি করে তাই ভাবি।
শাঁইজীও এই পথে আসছিল। মামুনকে ভাবতে দেখে শাঁইজী তার কাছে এসে বললো কি বাবা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছো?
মামুন দার্শনিকের মতো ভূমিকা করে বললো, একটা কুকুর পোষো, তাকে খেতে দাও, সে তোমাকে কখনো বিট্রে করবে না। কিন্তু মানুষ তা করবে। মানুষে আর কুকুরে এখানেই পার্থক্য।
ঃ ভাল বুঝলাম না বাবা।
ঃ তেঁতুলিয়ার হেড্ মাষ্টার মানিক মিয়াকে তো চেনো?
ঃ হ্যাঁ চিনি। আগে চৌধুরী সাহেবের ওখানে দুইবেলা যেতো।
ঃ কারণ, তখন চৌধুরী সাহেব ক্ষমতায় ছিলেন।
ঃ তারপর দেখলাম, পাটোয়ারীর নামে পঞ্চমুখ।
ঃ কারণ, তারপর পাটোয়ারী ক্ষমতায় এসেছিলেন।
ঃ এখন আবার দেখছি দুইজনের পেছনেই সমানে ছুটছে।
ঃ কারণ, কে জিতবে তা এখনও ঠিক হয়নি।
ঃ তাহলে ঐ জিতাটাই বড় কথা? ভাল মন্দ বিচার নেই?
ঃ না।
ঃ মানুষ এটা পারে কি করে? একটা কুকুরও তো এভাবে প্রভু বদল করে না।
ঃ মানুষ আর কুকুরে এখানেই প্রভেদ।
শাঁইজী গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হুঁ। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শাঁইজী আবার বললো, তা চৌধুরী সাহেব আল্লাহর রহমে এবার জিতে যাবেন, তাই নয় বাবা? মামুন মিয়ার

বইঘর.কম ও রোকন
দার্শনিক ভাব গেল না। জবাবে সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, সম্ভাবনা খুবই কম।
শাঁইজী বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কেন? তার মতো সৎ ব্যক্তি কয়জন আছে?
ঃ সেই জন্যই তিনি হারবেন। কারণ, তিনি পাবলিককে ধোঁকা দিতে পারবেন না, গুণ্ডা পাণ্ডার ভয় দেখাতে পারবেন না, টাকা দিয়ে ভোট কিনতে পারবেন না, ভোটের বাক্সো ছিনতাই করতে পারবেন না। কাজেই, তিনি জিততেও পারবেন না।
ঃ সে কি! পাটোয়ারী যে একটা মস্তবড় চোর, তাতো সবাই জানে। তবু তাকে ভোট দেবে?
ঃ দেবে। কারণ, চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই।
ঃ মামুন!
ঃ সমাজে মানুষের সংখ্যা খুবই কম শাঁইজী। অসংখ্য চোর আর অমানুষের চাপে মুষ্টিমেয় মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তারা হারিয়ে যাচ্ছে। চৌধুরীও হারিয়ে যাচ্ছেন।
একটু থেমে শাঁইজীও এবার সায় দিয়ে বললো, ঠিক, ঠিকই বাবা, সেই জন্য তো তোমাকেও বলি, এ সমাজে তুমিও টিকতে পারবে না। একের পর এক অহেতুক ধাক্কায় তুমি শুধু ভুগবে, কষ্ট পাবে।
ঃ শাঁইজী!
ঃ অযথা দুর্ভোগ পোহায়ে কি লাভ বাবা? তার চেয়ে আমার সাথে এসো, খাই না খাই, বনে জঙ্গলে বসে আল্লাহ আল্লাহ করি। আখেরের কাজ হবে।
ঃ না শাঁইজী। সবাই বিবাগী হলে সমাজ সংসার, তথা এ দুনিয়াটা চলবে কি করে? সংসার ধর্মও তো একটা ধর্ম। বনে না গিয়ে সংসারে থেকেও তো ধর্ম করা যায়?
ঃ তার মানে তুমি কি বলতে চাও?
মামুন মিয়া উদাস কণ্ঠে বললো, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" চলি শাঁইজী।
মামুন মিয়া উদাসভাবেই চলে গেল। সেদিকে চেয়ে থেকে শাঁইজী বললো, মিথ্যা। সে যুক্তি এখন মিথ্যা হয়ে গেছে। যে সংসার শয়তানের দখলে, মানুষ যেখানে অপাংক্তেয়, সততা যেখানে অপরাধ, ধর্মতো দূরের কথা, আত্মরক্ষার জন্যও সে সংসার বাসের চেয়ে বনবাস হাজারগুণে শ্রেয়ঃ।

১২

মিঃ পাটোয়ারীর বাগানবাড়িটা একটা ছায়াঘেরা এলাকা। চারদিকে আম জাম কাঁঠাল নানা ধরনের গাছ। প্রশস্ত আঙ্গিনাতেও ফাঁকে ফাঁকে দু'তিনটে বড় বৃক্ষ। আঙ্গিনাটা গোটাই আবার ঘাস দ্বারা সযতনে আচ্ছাদিত। ফলে ঝাড়ু দিয়ে আঙ্গিনাটা সাফ করা যায় না। গাছের যে বড় বড় পাতা পড়ে আঙ্গিনায়, অধিক ক্ষেত্রেই সেগুলো কুড়িয়ে তুলতে হয়। আর এই কুড়িয়ে তোলার ডিউটি এখন গোলাম আলীর ঘাড়ে। ইদানীং প্রতিদিনই এই বাগানবাড়িতে লোকের ভিড় জমছে। জমছে পাটোয়ারীর যাতায়াত। তাই প্রতিদিনই গোলাম আলীকে সাফ রাখতে হয় আঙ্গিনা। আগের দিন সাফ করলেও কিছু পাতা পরের

বইঘর.কম ও রোকন
দিন আবার পড়ে আঙ্গিনায় আর গোলাম আলীকে আবার এসে পাতাগুলো কুড়িয়ে তুলতে হয়।

নিত্যদিনের মতো আজও আসর জমার আগেই গোলাম আলী এসে এই কাজেই লেগেছে। পাতাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ডালিতে তুলছে আর আপন মনে বক বক করে বলছে, দুঃশালা, এই পাতা কুড়ানো চাকুরীর চেয়ে ঘুঁটে কুড়ানো হাজারগুণে উত্তম। ওরা দৈনিক এই বাগানবাড়িতে আড্ডা দেবে আর আমাকে পাতা কুড়িয়ে তা সাফ রাখতে হবে। ঝাড় যে দেবো, ঘাসের জন্য সে উপায়ও নেই। দূর! এমন বিচিত্র ডিউটি মানুষে করে?

কথা বলতে বলতে মমতা আর পাটোয়ারীকে এইদিকে আসতে দেখে গোলাম আলী নীরব হলো আর নীরবে পাতা কুড়াতে লাগলো। বাগানবাড়ীতে এসে মমতা বেগম হৃষ্টচিত্তে বললো, বিচিত্র আপনার কারবার ভাইজান। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার একটা টেষ্ট আছে।

পাটোয়ারী খুশি হয়ে বললো, এই যে এই বাগানবাড়ীটা দেখছো, জাষ্ট একটু আমোদ ফুর্তির জন্যে তৈরি করেছি। এটা কেমন লাগছে?

ঃ অপূর্ব! একা মানুষ, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিব্রত থাকি বলে সময় পাইনে। নইলে এখানে এসে কিছু দিন থাকতাম।

ঃ আইডিয়া। তুমি এখানে এসেই থাকো না । কি ঐ অজপাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে?

ঃ না, ঠিক অজ নয়। এই তো শহর থেকে মাত্তর তিন চার মাইল। আব্বা শহরের ঝামেলা পছন্দ করতেন না বলেই এই ব্যবস্থা। তা সে যাক, সময় করতে পারলে অবশ্যই একবার আসবো। খপ্ করে মমতার এক হাত ধরে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, আসাবো নয়, তুমি আমাকে কথা দাও। বলো, আসবে? বিশেষ করে আমি এখানে থাকতে?

হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মমতা বললো, আসবো- আসবো। আমার জন্মদিনটা পার হয়ে যাক। এখন চলি-

ঃ এখনই যাবে?

ঃ হ্যাঁ, নইলে রাত হয়ে যাবে। আপনি আবার ভুলে যাবেন না যেন। আগামী পাঁচ তারিখ সন্ধ্যেয় আমার জন্মদিনের উৎসব। ঠিক ঠিক যাওয়া চাই কিন্তু।

ঃ ও শিওর- শিওর।

কথার মধ্যেই রতন এসে বললো স্যার, একটা সন্ন্যাসীকে নাকি আসতে বলেছিলেন? সে খবর পাঠিয়েছে, এখনই এসে পড়বে।

পাটোয়ারী সাহেব বললেন, আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

মমতা সবিস্ময়ে বললো, সন্ন্যাসী!

হা হা করে হেসে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, একজন কামেল সাধু। ঐ গোলাম আলীর জেদ তার তাবিজ নিলেই আমি ইলেকশানে জিতে যাবো। তাই ভাবলাম, ডাকিনে একবার সাধুকে। দেখি, কি বলে।

বইঘর.কম ও রোকন
মমতা হাসিমুখে বললো, আপনার সবই অদ্ভুত।
পাটোয়ারী বললেন, আমি নিজেও কিন্তু কম অদ্ভুত নই মিস্?
ঃ ছিঃ। আবার মিস্ কেন ভাই? বোনকে...
ঃ হা হা হা! নাথিং! এমনি একটু প্রাকটিস্ করলাম।
মমতা কিছু বুঝতে না পেরে এক নিমিষ চেয়ে রইলো। এরপর বললো, আচ্ছা চলি।
ঃ এসো-
মমতা চলে গেল। মমতার গতিপথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর রতনকে উদ্দেশ্য করে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, কেমন লাগলো মিষ্টার?
না বোঝার ভান করে রতন বললো, কি স্যার?
পাটোয়ারী বললেন, ন্যাকামো করছো কেন? ঐ নতুন মডেলটা?
ঃ ও স্যার ফাইন! একেবারে জীবন্ত ম্যাডোনা!
ঃ ওকে আমার চাই।
ঃ সেকি স্যার! ও নাকি আপনার বোন?
ঃ বোন! হা হা হা! দূর সম্পর্কের বোন আবার বোন নাকি?
দে আর অল্ ডার্লিংস্। আমি ওকে বিয়ে করবো।
ঃ তাহলে মিস্ রোজী? উনি একথা শুনলে তো হার্টফেল করবেন স্যার।
ঃ ফুঁঃ ওটা বাসী হয়ে গেছে। ওটাকে ট্রান্সফার করে দিলাম। ও হ্যাঁ, গোলাম আলী-
গোলাম আলীকে ডাক দিতেই গোলাম আলী বললো, পাতা কুড়াচ্ছি স্যার।
ঃ কুড়োও। চাধারী এলে সংবাদ দিও। আমি দেখি তোমার ফকির, আইমিন, সাধুবাবা নাকি আসছেন। এসো রতন-
রতনকে নিয়ে পাটোয়ারী বাগানবাড়ীর বাইরে গেলেন। গোলাম আলী মুচকি হেসে নিম্নকণ্ঠে গান ধরলোঃ
" হাই কোর্টের মাঝারে কত ফকির ঘুরে,
কয়জনা আসল ফকির।
এইতো দুনিয়ায় প্রেম আর প্রেম নেই,
কোথা গেলে প্রেম খুঁজে পাই।
হাই কোর্টের মাঝারে....."
উস্কোখুস্কো রাজা মিয়া আচম্কা এসে হাজির হলো সেখানে এবং গোলাম আলীকে উদ্দেশ্য করে বললো, হ্যাল্লো মিঃ হাইকোর্ট!
গোলাম আলী চোখ না তুলে বললো, নো, লোয়ার কোর্ট। হাইকোর্ট বাইরে।
এরপর উঠে দাঁড়িয়ে রাজা পাগলাকে দেখে গোলাম আলী সবিস্ময়ে বললো, সর্বনাশ। এযে দেখছি স্বয়ং রাজা, দি কিং।
www.boighar.com
তা হুজুর বাহাদুর এখানে কিভাবে পৌছলেন? হস্তীপৃষ্ঠে, না পদব্রজে? একা না সবান্ধবে?

প্রবেশ পথে কোন বিঘ্ন ঘটেনি তো?
রাজা বললো, বিঘ্ন!
ঃ মানে এই একটু গলাধাক্কা। এটা আবার নিষিদ্ধ এলাকা কিনা?
ঃ ও শ্ শালা আমার কাছে কোন নিষিদ্ধ-ফিসিদ্ধ নেই। সব সিদ্ধ।
ঃ তা ঠিক- তা ঠিক। রাজার সর্বত্র অবাধ গতি। তা হুজুরের এই শুভাগমন কি উদ্দেশ্যে?
ঃ রোজীকে একটু ডেকে দাও। ওকে আমি খুন করবো।
ঃ সর্বনাশ! একেবারে খুন?
www.boighar.com
ঃ ইয়েস, মার্ডার। শালা আমার নাম রাজা; যা বলি, তাই করি।
ঃ বটেইতো বটেইতো, রাজা বলে কথা। কিন্তু হুজুরের চরণে দাসীর অপরাধটা কি?
ঃ সে-ই আমাকে রাজা বানিয়ে আবার পথে নামিয়ে দিয়েছে। এখন আমার কি ট্রাবল্। যে সে আমাকে ধরে যেখানে সেখানে পুরে দিচ্ছে।
ঃ (স্বগতঃ) ভেরী ইন্টারেষ্টিং কেস্। (প্রকাশ্যে) তা রাজা বাহাদুর এখন কোত্থেকে আসছেন?
ঃ পাগলা গারদ থেকে। ফ্রম হেমায়েতপুর। ওখানে শালা এক বিন্দু স্বাধীনতা নেই। আমি তা বরদাস্ত করবো কেন? প্রাচীর টপ্‌কে ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম।
ঃ খুব ভাল করেছেন। রাজা থাকবে বন্দি এও কি একটা কথা?
ঃ তবু আমি তাকে খুন করতাম না। কিন্তু এখন আর কেউ আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। আমিই বা ওকে ছাড়বো কেন? আমার এ হালের জন্য তো সে-ই দায়ী।
ঃ এ্যাঁ? রাজা বাহাদুরের তাহলে এই রাজার হাল চিরকাল ছিল না?
রাজা মিয়া জোর গলায় বললো, নো। আই এ্যাম এ গ্রাজুয়েট। এমএই পাস করতাম। কিন্তু ঐ রোজীর খরচ যোগাতে লেগে আমার পুঁজিতে কুলালো না। তাই চাকরিতে ঢুকতে হলো।
ঃ চাকরি?
ঃ হ্যাঁ চাকরি। উঃ। সেও একটা ভয়ংকর জগৎ। উপরওয়ালারা সব সময় নীচওয়ালাদের কাছ থেকে হপ্তা পাওয়ার জন্য হা করে থাকে। আরে বাবা, আমি কি হারাম খাই যে হপ্তা দেবো?
ঃ সে তো ঠিকই।
ঃ কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করবে কেন? সব শালারা যে হারামখোর। দিলে আমায় ডি গ্রেড করে। তা নিচে নামিয়ে দিলি দে। কিন্তু শালা এমনই জায়গায় দিলো যে আমার নক্‌রীই খতম।
ঃ কি রকম?
ঃ আমার আন্ডারে এক ব্যাটা হারাম খেতো। একদিন ঘাড় ধরে দিলাম তাকে অফিস থেকে বের করে। এখন শালা গিয়ে দেখি, সেই ব্যাটাই প্রমোশন পেয়ে সাহেব হয়ে বসে আছে আর আমাকে তারই আন্ডারে পাঠানো হয়েছে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সে কি!

ঃ অফিসে ঢুকতেই উনি যে সম্বোধন করলেন, তাতে মা বোন কেউ থাকলে আর ইজ্জত থাকতো না। ওখান থেকেই এ্যাবাউট টার্ন করে চলে এলাম রোজীর কাছে।

ঃ এই রোজী?

ঃ ইয়েস। দিস্ ব্লাডী বীচ্। আমার পয়সায় বিএ পাস করে শরবত বলে আমাকে বিষ খাওয়ালে।

ঃ বিষ!

ঃ মরেই গিয়েছিলাম। কিন্তু শালা বেঁচে উঠেই এখন এই দুর্গতি।

ঃ কেন, বিষ খাওয়ালো কেন?

ঃ পাটোয়ারীর পাপের পয়সা শালীর চোখে ঝিলিক মেরেছিল যে। ডেকে দাও, ওকে খুন করে তবে আমি এখান থেকে বেরুবো।

কাউকে ডেকে দিতে হলো না । ফুঁসতে ফুঁসতে রোজী নিজেই এখানে এসে হাজির হলো। বলতে লাগলো, একটু আরাম বিরাম নেবো, সে উপায় কি আছে? হঠাৎ হুকুম হলো যাও বাগানবাড়ীতে। এখনও যে এখানে আমাকে কিসের এত দরকার-

তার মুখের কথা শেষ হলো না। রাজা মিয়া এগিয়ে এসে বললো, বুঝবে, এখনই বুঝবে। কাম এলং মাই ডার্লিং।

রাজা মিয়াকে দেখে চমকে উঠলো রোজী। বললো, কে? একি তুমি!

এরপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে গোলাম আলীকে বললো, গোলাম আলী, তুমি একটু-

বুঝতে পেরে "ইয়েস ম্যাডাম" বলে গোলাম আলী সেখান থেকে চলে গেল। রোজী এবার রাজাকে নিরীক্ষণ করে করুণ কণ্ঠে বললো, উঃ। একি চেহারা হয়েছে তোমার?

রাজা বললো, মাই গড। হঠাৎ আবার দরদ ঢালছো যে। আবার কোন ফন্দি আঁটছো নাকি?

ঃ দেখো, ঝোঁকের মাথায় যে ভুল আমি করেছি, তার জন্য আমি ভীষণ অনুতপ্ত। কিন্তু আর উপায় নেই। এ ভুলের খেশারত আমাকে দিতেই হবে।

ঃ একশোবার। ইউ মাষ্ট্।

ঃ তোমার জন্য যতটা পারি আমি করবো। তুমি ভাল করে নিজের চিকিৎসা করাও। ভাল হয়ে নতুন করে ঘর সংসার পাতো। তুমি মনে করো, রোজী মরে গেছে।

ঃ মরতে তোমাকে হবেই।

রোজী গলা থেকে হার খুলে বললো, আজ এই হারখানা নিয়ে যাও, শিগগির কিছু টাকাও-

রাজা মিয়া তিরিক্কের কণ্ঠে বললো, বটে! চালাকি? পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছি বলে পুলিশ গারদে তুলবে।

রোজীর চোখ ছলছল করে উঠলো। সে করুণ কণ্ঠে বললো, তুমি বিশ্বাস করো, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। আমি আর প্রতারণা করছি না।

অদূরে চাধারী আর পাটোয়ারীর গলা শোনা গেল। পাটোয়ারী চাধারীকে বলছে, "আপ অন গড চাধারী আমি ও সব জাল জুচ্চুরির ধার ধারিনে। আমার যে কথা সেই কাজ।
এদের গলা শুনেই চমকে উঠলো রোজী। বললো, সেকি! ঐ তো উনারা এসে পড়েছেন। এখন উপায়?
এরপর রাজাকে বললো, পালাও, শিগ্গির কোথাও গাঢাকা দাও।
রাজা বললো কেন, পালাবো কেন?
রোজী আকুল কণ্ঠে বললো, দোহাই তোমার, এ অবস্থায় তোমাকে এই বাগানবাড়ীতে দেখলে ওরা নির্ঘাত তোমাকে খুন করবে। (চারদিকে চেয়ে) তুমি আপাততঃ যাও, ঐ আড়ালে গিয়ে গাঢাকা দাও-
রোজী রাজাকে ঠেলতে লাগলো। রাজা অবশেষে হতাশ কণ্ঠে বললো, দুশ্ শালা, আমার প্লানটাই মাঠে মারা গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিকটেই আড়ালে গিয়ে গাঢাকা দিলো রাজা।
কথা বলতে বলতে চলে এলো পাটোয়ারী ও চাধারী। পাটোয়ারী চাধারীকে বললো, আইডিয়াটা তোমার মন্দ নয় চাধারী, এখানেই থাকবে, কিন্তু সে হবে চাধারী স্পেশাল।
কিন্তু চাধারীর সে দিকে কান নেই। রোজীকে দেখেই সে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং "হ্যাল্লো মাই ডার্লিং, কাম ট্যুমী" বলে রোজীকে জড়িয়ে ধরতে গেল।
সবিস্ময়ে পিছু হটে রোজী পাটোয়ারীকে প্রশ্ন করলো, একি! মিষ্টার পাটোয়ারী?
মিঃ পাটোয়ারী বললেন, ওহো, কথাটা তোমাকে বলাই হয়নি। আমি নানা ঝামেলায় থাকি বলে ঠিক মতো তোমার খোঁজ খবরই নিতে পারিনে। তাই আজ থেকে তোমার ভার চাধারীকে দিলাম।
রোজীর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। সে বিপুল বিস্ময়ে পাটোয়ারীকে প্রশ্ন করলে,া তার মানে?
পাটোয়ারী জবাব দেয়ার আগেই চাধারী বললো, হামি তোমাকে খরিড্ করিয়াছি। ডাম মাত্র টুয়েন্টি থাউজ্যেন্ট টংকা।
এমন সরাসরি ব্যাপারটা ফাঁস করে দেওয়ায় মিঃ পাটোয়ারী বিব্রত হলো এবং বিব্রত কণ্ঠে বললো, আহ্ চাধারী-
চাধারী হোঁচট খেয়ে বললো, আই এ্যাম সরি।
www.boighar.com
রোজী প্রতিবাদ করে বললো, তার অর্থ? আমি গরু না ছাগল যে-
মিঃ পাটোয়ারী উড়োকণ্ঠে বললো, নানা, ঠিক খরিদ নয়। শুধুমাত্র একটা একস্চেঞ্জ।
চাধারী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো, ইয়েস ইয়েস্, এক্স্চেঞ্জ।
রোজী ফের পাটোয়ারীকে প্রশ্ন করলো, সে কি! তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে পাটোয়ারী বললো, এ্যাঁ, বিয়ে? হা হা হা! ঠিক আছে। ও কাজটা মিঃ চাধারীই কম্প্লিট করবে।
ঃ দোহাই তোমার। এমন করুণ উপহাস তুমি করো না।
রোজীর কথায় কান না দিয়ে পাটোয়ারী সাহেব চাধারীকে বললেন, চলি চাধারী তোমার

জিনিস্ তুমি বুঝে নাও-
পাটোয়ারী ঘুরে দাঁড়ালো। রোজী ছুটে গিয়ে পাটোয়ারীর পা জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার এতবড় সর্বনাশ তুমি করো না। আমি যে তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি। আমাকে বিয়ে করে তোমার সন্তানের স্বীকৃতি দাও।
পাটোয়ারী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন, কি বললে? স্বীকৃতি? একটা সোসাইটি গার্লের সন্তানকে স্বীকৃতি?
ঃ কি, আমি সোসাইটি গার্ল?
লাথিমেরে রোজীকে সরিয়ে দিয়ে পাটোয়ারী বললেন- সর্, সর্ এখান থেকে।
রোজী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, পাটোয়ারী!
পাটোয়ারী ধমক দিয়ে বললেন, ইউ শাট্ আপ। এরপর চাধারী কে বললেন, ওকে চাধারী, বাঈ-
মিঃ পাটোয়ারী দ্রুতপদে চলে গেলেন। "পাটোয়ারী পাটোয়ারী" বলতে বলতে রোজী তার পেছনে ছুটতে গেল। রোজীর এক হাত টেনে ধরে চাধারী বললো, উঢার নয় ডার্লিং ইঢার।
হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে রোজী বললো, ছাড়, ছাড় লম্পট, ছেড়ে দে।
চাধারী বললো, ইম্পসিবল্। টুমি আমার টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড টংকা।
রোজীকে সজোরে বুকের সাথে চেপে ধরলো। রোজী চিৎকার করে বলতে লাগলো, বাঁচাও বাঁচাও-
রাজা মিয়া আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। সে ছুটে এলো আড়াল থেকে এবং পিছন থেকে চাধারীর গলা সজোরে চেপে ধরে বললো, তবেরে শালার টংকা।
রোজীকে ছেড়ে দিয়ে চাধারী চিৎকার করে বলতে লাগলো, পটারী পটারী, হেলপ-হেলপ
চাধারীর চিৎকার শুনে "কি হলো- কি হলো" বলতে বলতে তখনই আবার ফিরে এলেন মিঃ পাটোয়ারী এবং রাজাকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, একি! তবেরে। ইউ স্কাউন্ডেল-
রাজাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি ছুঁড়লেন পাটোয়ারী। পিস্তল তুলতে দেখেই "না না" বলে রাজাকে আড়াল করে দাঁড়ালো রোজী। পাটোয়ারীর গুলি রোজীর বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। আহ্ বলে রোজী মরণ চিৎকার দিয়ে পড়ে যেতে লাগলো। হকচকিয়ে গিয়ে পাটোয়ারী বললো, এ্যাঁ রোজী? ও মাই গড্
ভীতসন্ত্রস্তভাবে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেলেন মিঃ পাটোয়ারী। চাধারীকে ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ রোজীকে জাপটে ধরলো রাজা মিয়া এবং রোজী রোজী বলে আর্তনাদ করে উঠলো। রাজার বুকে মাথা রেখে রোজী অস্ফুটকণ্ঠে কয়েকবার বললো, আহ্ আহ্। রাজা আমার রাজা আমার রা-
রোজী আর কথা শেষ করতে পারলো না। তার আগেই তার প্রাণ বাতাসে মিলিয়ে গেল। রাজা মিয়া পুনরায় আর্তনাদ করে উঠলো এবং রোজীকে শোয়ায়ে দিয়ে পাশে বসে

কাঁদতে লাগলো। এই সুযোগে চাধারী ট্যাঁক থেকে ছুরি বের করে রাজাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসারের পোশাকে মুখে মুখোশ এঁটে কয়েকজন কনস্টেবলসহ সেখানে এসে হাজির হলেন শম্ভুজী। দ্রুত এসেই তিনি চাধারীকে পেছন থেকে ধাক্কা মারলেন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল চাধারী। ফের সে উঠে দাঁড়াতেই পিস্তল বাগিয়ে ধরে শম্ভুজী বললেন, হ্যান্ডস আপ।

চাধারী হাত তুলে দাঁড়ালে শম্ভুজী কনষ্টেবলদের বললেন, এ্যারেষ্ট হিম।

একজন কনস্টেবল চাধারীর হাতে হাতকড়া পরালো। হতবুদ্ধি চাধারী "ও মাই গড্" বলে একটিমাত্র আওয়াজ দিয়ে খামুশ হয়ে গেল। অতঃপর শম্ভুজী রাজার কাছে এসে দাঁড়ালে, রাজা মিয়া কান্না জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো এবং রোজীর লাশের প্রতি ইংগিত করে শম্ভুজীকে বললো, হোয়াট ইজ্ দিস্? তুমি যে-ই হও, আমাকে বলো, ইউ টেল্মি, হোয়াট ইজ দিস্? রাজা মিয়া অতঃপর পাথর হয়ে গেল। শম্ভুজী দুঃখিত কণ্ঠে বললেন- আই এ্যাম সো সরি। নাও, এখন এসো। সামনেই আমার গাড়ী। এখানে থাকা তোমার জন্য মোটেও নিরাপদ হবে না। রোজীর লাশ মর্গে এবং আসামীকে হাজতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ কনষ্টেবলদের প্রতি দিয়ে রাজাকে নিয়ে চলে গেলেন শম্ভুজী অর্থাৎ ডিআইবি ব্রাঞ্চের একজন বড় পুলিশ অফিসার মিঃ আনোয়ার হোসেন।

১৩

কেরামত আলী মাতবরের কেরামতি অনেকদূর পর্যন্ত গড়ালো। মোসলেমা খাতুন মমতার মৌন সমর্থনে শুধু নিজের গ্রামবাসীদেরই নয়, আশপাশের গ্রামবাসীদেরও সে মামুনের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষেপিয়ে তুললো। মংলুর মেয়ে লছমীর সাথে মামুনকে জড়িয়ে এমন জঘন্য কুৎসা রটিয়ে বেড়ালো যে, স্বগ্রামসহ আশপাশের সকল গ্রামবাসী একযোগে ছিঃ ছিঃ জুড়ে দিলো। কেরামতের নেতৃত্বে সকল গ্রামবাসী নাদান, লম্পট ইত্যাদি অপবাক দিয়ে মামুনকে একঘরে ঘোষণা করলো এবং তার নলজল মজুর সবকিছু বন্ধ করে দিলো। সেই সাথে কেরামত আলী সকলের মাঝে এ ধারণাও সুপ্রতিষ্ঠিত করলো যে, মামুনের আর নিজের বলতে এক ছটাক জমিও নেই। জমিদার কন্যা মমতার কাছে সে সব জমি বিক্রি করে খেয়েছে এবং যেসব জমিতে সে এখন আবাদ করছে, সেগুলো সবই মমতার জমি। মমতাকে একা এক মেয়েছেলে পেয়ে মামুন জোর করে দখল করেছে ওসব জমি। সাহায্য করার কেউ না থাকায়, মেয়েটা অসহায় হয়ে চেয়ে দেখেছে কেবল। মমতার নিজের গাঁ জোড়গাছীসহ আশপাশের গ্রামবাসীরা অল্পদিন আগেও প্রজা ছিল মমতার বাপের। তাঁর নেমক পেটে আছে সকলেরই। কেরামত আলী বোঝাল, সে হিসাবে এইসব প্রজাদের সকলেরই উচিত তাদের পিতৃতুল্য জমিদারের এই অসহায় কন্যার পাশে এসে দাঁড়ানো এবং জমির ধান কেটে এনে তার বাড়ীতে পৌছানো। নেহায়েত এটা করতে আগ্রহী না হলেও ঐ ধান গ্রামবাসী নিজেরাই কেটে নেয়া উচিত। কারণ জমিগুলো জমিদার কন্যার। জমিদার কন্যার ভোগে তা না লাগলেও, ঐ জমির

বইঘর.কম ও রোকন
ধান মামুনের ভোগে কিছুতেই লাগতে পারে না। মামুন ঐ জমি বেচে বেচে টাকা গুনে নিয়েছে। এরপর আর ঐ জমির উপর তার কোন হকই থাকতে পারে না। জমিদারের প্রজা হিসেবে জমিদার কন্যার পরেই ঐ জমির ওপর হক আছে সমুদয় গ্রামবাসীর। সুতরাং গ্রামবাসীরা অনায়াসেই ঐ ধান কেটে নিজ ঘরে তুলতে পারে।

জমিদার কন্যার হক আদায়ের আগ্রহ কারো না থাকলেও নিজেদের হক আদায়ের তাকিদ অনেকের মধ্যে দুর্বার। মামুনের ঐ পাকা ধান কেটে নেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু অসৎ ও পরখেকো গ্রামবাসী ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে ফেললো। মামুনের অনুগত মংলু ধান কাটার মজুর খুঁজতে এসে একঘরে হওয়ার অপরাধে কোন গাঁয়ে কোন মজুর তো পেলোই না, তদুপরি ঐ ধান কেটে নেয়ার মতলবে গ্রামবাসীদের অনেকের ভীষণ তোড়জোড় দেখে মংলুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে জেনে গেল, তামাম কেরামতি ঐ কেরামত মাত্বরের। তাই সে হতাশ হয়ে ফিরে আসছে আর কেরামতকে তৎক্ষণাৎ নাগালের মধ্যে না পেয়ে কেরামতের উদ্দেশে পাগলের মতো চিৎকার করে বলছে, ছাম্নে পাইলেক লাই, ছালারে হামি ছামনে পাইলেক লাই। হারামী ছালা, তু হামার নামে বদনামী দিলি, লছমীর নামে বদনামী দিলি, মাষ্টার বাবু দেউতা আদমী, উর নামে ভি বদনামী দিলি। ভাগোয়ানজীর দুহাই, ছামনে পাইলে তুরে হামি জরুর খতম করি ছাড়বেক বটে, হঁ।

পথেই সামনে পড়লো শাঁইজী। মংলুকে এ অবস্থায় দেখে শাঁইজী প্রশ্ন করলো, কি হলো মংলু? তুমি এত ক্ষেপ্লে কেন?

শাঁইজীকে দেখে মংলুর ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। কথা বলার মানুষ পেয়ে সে আরো জোরদার কণ্ঠে বললো, ছুনে লে, তু ছুনে লে ছাঁইজী, ই ছালা জংলী দুনিয়া তুরে, হামারে, বাবুছাব্রে কাঁইরে বাঁচতি দিবেক লাই। মারি দিবেক বটে, বিলকুল মারি দিবেক। মারি দিবেক তো হামরা ছাড়বেক কেনে? দু'চার ছালারে ছাথে লিয়ে তবেই মরবেক বটে, হঁ।

ঃ কি, হলোটা কি?

ঃ ছালা কেরামত মাতবর জব্বোর কেরামতি করলেক বটে। ছোব মানুষের মুনে ভাংগানী দিলেক। হুই গেরামে মজুর ঢুঁড়তি গেনু, মজুর পাইলেক লাই, বদনামী পাইলেক। বদনামী পাইলেক।

এ কথা শুনে শাঁইজী গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হুঁউ!

মংলু ফের বললো, ধান পাকি গেঁইচে, আখুন কাটাই হোবে। কেরামত সুবাইকে বুলচে, উ ধান মাষ্টার বাবুর লাই আচে। তুদের আচে বটে। তোরা সোব্ ধান কাটি লি আয়।

শাঁইজী ফের গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হুঁ। আমি জানতাম, আমি জানতাম এমনই ঘটবে। তাই তোর সাহেবকে সমাজ থেকে পলিয়ে আসতে বললাম। কিন্তু সে শুনলো না। একটা ভাল মানুষের এমন জিল্লতি আমি আর সইতে পারছিনে মংলু।

মংলু আরো ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, ছুইবেক লাই শাঁইজী, আখুন বদ্লা লিবো। যি ছালা ধানে হাত দিবে, ছি ছালার মাথা হামি ফাটলাই দিবেক বটে।

বইঘর.কম ও রোকন
বলেই মংলু পাগলের মতো ছুটতে লাগলো। শাঁইজী তাকে ব্যস্তকণ্ঠে ডেকেও ফেরাতে পারলো না। মাথা গরম করে সে ছুটে চলে গেল।

অট্টহাসি হাসতে হাসতে পথ বেয়ে চলে এলো বদরু, রতন ও কেরামত। বদরু মিয়া উল্লাসে নাচতে নাচতে বললো, এবার দেখে নেবো শালা কার ঘাড়ে ক'টা মাথা।

রতন মিয়া একই কণ্ঠে বললো, আরে স্যার যে জিতবেন তা আমি আগেই জানতাম।

কেরামত আলী বললো, শালা সাদিক চৌধুরীর মুখ একদম চূর্ন হয়ে গেছে।

রতন বললো, হবে না, জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার অবস্থা যে। এরই নাম উস্তাদি খেল। কেমন করে ভোট আদায় করতে হয়, তা দেখিয়ে দিলাম।

এরা শাঁইজীর পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। এদের কথা শুনে শাঁইজী বললো, এটা কি তোমরা ভাল করলে বাবা?

সবাই এরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রতন বললো, কে? আরে সেই ব্যাটা চৌধুরীর দালাল না?

কেরামত আলী বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ। ব্যাটা জব্বোর ধড়িবাজ। দিনে সাজে সাধু, রাতে সাজে চোর।

শাঁইজী বললো, কেরামত, তুমি আমাকে চোর বললে?

বদরু বললো, মান গেল বুঝি? শালা টিকটিকি, সাধু সেজে খুব পাঁয়তারা মেরে ফিরেছো? ভাগ্, ভাগ্ শালা এখান থেকে।

কেরামত বললো, দু'ঘা লাগিয়ে দিন না স্যার। সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়ে কে?

শাঁইজী বললো, কেরামত-

ঘুঁষি বাগিয়ে নিয়ে রতন বললো, আব্বে শালা কুত্তেকী বাচ্চা! এখান থেকে যাবি, না মারবো গাট্টা?

ক্ষুণ্ন মনে যেতে যেতে শাঁইজী বললো, আল্লাহ, এদেরকেও তুমি সৃষ্টি করেছো না? তোমার মহিমা বোঝা ভার।

শাঁইজী চলে গেল। সামনে তাকিয়ে বদরু বললো, ঐ তো শালা মামুন মিয়ার খামারবাড়ী। লছমী কোথায়? কেরামত মিয়া, লছমী কোথায় তা কি জানো?

কেরামত মিয়া বললো, লছমী? মানে ঐ মামুন মিয়ার মনের মানুষ?

ঃ মনের মানুষ!

ঃ হ্যাঁ স্যার, একেবারে দীলকা টুক্‌রা। দিনরাত দুজনের সেকি হাসাহাসি আর ছোটোছুটি। যেন একজোড়া রাজহাঁস প্রেমসাগরে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

ঃ বটে! কিন্তু শালী গেল কোথায়?

ঃ ওখানেই আছে স্যার। খাদেম, লছমী ও আরো কয়েকজন বাইরের লোককে ওখানে দেখে এলাম।

বদরুকে লক্ষ্য করে রতন বললো, সেকি! তাহলে তো এখন হামলা করা ঠিক হবে না?

বদরু বললো, ঠিক আছে, চলো আর একটু অপেক্ষা করি।

যেতে গিয়ে বদরু কেরামতকে বললো, তুমি এদিকে তোমার নাটক বেশ ভাল করে জমিয়ে তোলো, বুঝলে?

রতনসহ বদরু স্থানান্তরে চলে গেল। কেরামত আলী উল্লাস ভরে বললো হে হে হে। সে আর বলতে! এবার ব্যাটা বুঝবে কত ধানে কত চাল।

কেরামত আলী মামুনের এই অস্থায়ী বাসস্থান আর ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হলো। পথেই কেরামত মামুনের সামনে পড়ে গেল। মামুন তাকে দেখেই বললো, এটা তোমরা করতে পারলে? চৌধুরীর মতো একটা সৎ লোককে তোমরা এইভাবে ডোবালে? স্বার্থটাই তোমাদের কাছে এতবড় হলো?

কেরামত আলী বিরূপকণ্ঠে বললো, তা হাড়কাঁটা থাকলেই এই কেরামত আলী এঁটো চাটে। হাড়কাঁটা যেখানে নেই, সেও সেখানে নেই।

ঃ তোমাদের প্রবৃত্তি এত নীচ?

ঃ কেরামত আলী সরোষে বললো, নীচ? হ্যাঁ হ্যাঁ নীচ। আর এই নীচের কামড়ে কত বিষ, তা এখনই টের পাবে।

মামুনকে পাশ কাটিয়ে কেরামত আলী সক্রোধে চলে গেল। মামুন দাঁড়িয়ে থেকে স্বগতোক্তি করলো, তাজ্জব !

সামনের দিকে এগুতে গিয়ে মামুন আবার থমকে দাঁড়ালো। যে কাজে যেতেছিল সে কাজে যাওয়া তার আর হলো না। কেরামতের উক্তি ও হাবভাব অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সে তার আস্তানার দিকে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। খাদেম আলী বাজারের থলে হাতে মামুনকে খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসে মামুনকে দেখেই ব্যস্তকণ্ঠে বললো, চাকুরি শ্যাষ। আপনি এখানে? যান যান, শিগ্গির যান। মংলু একাই ছোটোছুটি করছে। আজ একটা মজুরও কাজে লাগেনি।

মামুন বললো, সে কি!

খাদেম বললো, সবাই দল বেঁধে ক্ষেতের ধারে বসে জটলা করছে। খুব গরম গরম ভাব।

www.boighar.com

মামুন সচকিত হয়ে উঠলো। ব্যস্তকণ্ঠে বললো, তুই তাড়াতাড়ি আয়তো দেখি- বলেই মামুন বাসার দিকে দৌড় দিলো। খাদেম আলী দোটানায় পড়ে গেল। আপন মনে বললো, চাকরি শ্যাষ। বাজারে না গেলে যে ওদিকে আবার হাঁড়িও উঠবে না।

জায়গাটা গ্রামের বাহির দিয়ে, গ্রাম লম্বা একটা বড় রাস্তা। রাস্তার উপর এখানে মস্তবড় কদম গাছ। এই কদম গাছের কাছে আর একটা রাস্তা লোকবসতি থেকে বেরিয়ে এসে এই বড় রাস্তার সাথে মিলেছে। মামুনের আস্তানাটা এখান থেকে দূরে নয়। অনেকটা নিকটে। এখানে এই কদম গাছের নীচে খাদেম আলীকে রেখে আস্তানার দিকে ছুটে গেল মামুন। দোটানায় পড়ে খাদেম আলী এখানেই দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলো, সে কি করবে। বাজারে যাবে না মামুনের পেছনে ছুটবে। এই সময় লোকবসতি থেকে বেরিয়ে এই বড় রাস্তায় নেমে এলো মমতা। খাদেম আলীর কাছে এসে সরাসরি

আক্রমণ করে বললো, তোমরা এখান থেকে আজই উঠবে কিনা, বলো?
হকচকিয়ে গিয়ে খাদেম আলী বললো, একি আপামণি! আপনি হঠাৎ এদিকে?
মমতা বেগম রোষের সাথে বললো, দরকার হয়েছে বলেই তো এসেছি। তোমার সাহেবকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে শিগগিরিই এখান থেকে উঠে যেতে বলো। তার এই নোংরামি আমরা আর সহ্য করবো না।
ঃ নোংরামি!
ঃ হ্যাঁ নোংরামি। একটা বুনো মেয়ে নিয়ে তোমার সাহেব এখানে যা শুরু করেছে, তা আর কারো অজানা নেই। এটা পাড়া গাঁ, বিন্দাবন নয়। খাদেম আলী সবিস্ময়ে বললো- তাই বুঝি মজুরদের কাজ করতে দিচ্ছেন না?
দূর থেকে মমতাকে দেখেই ফের ছুটে এলো কেরামত আলী মাতরর। কাছে এসে খাদেম আলীর কথার জবাবে কেরামত আলী বললো, তোমরা একঘরে। তোমাদের কাজ করতে একটা লোকও পাবে না। তোমরা তল্পী তোলো।
মমতা ক্ষোভের সাথে বললো, আমার সংসারটা একটু দেখাশোনা করতে বললাম, তা গায়েই লাগলো না।
কেরামত আলী উস্কানি দিয়ে বললো, তা করবে কেন? তা করলে যে এই ঢলাঢলির সুযোগ থাকে না?
হতবুদ্ধি খাদেম আলী বললো, কিন্তু আপনারা যা বলছেন, তা মিথ্যা।
কেরামত আলী ফুঁসে উঠে বললো, মিথ্যা? যাও, ঐ কথাটা ঐ মজুরদের বলোগে। মাথাটা একদম লাল করে ছেড়ে দেবে। ওরা এখন শুধু জ্বলছে। স্মরণ হতেই মমতা ব্যস্তকণ্ঠে খাদেম আলীকে বললো, খবরদার খাদেম, তোমার সাহেব যেন আজ জমিতে না যায়।
কেরামত আলী চাপ দিয়ে বললো, যাক না। শালা ছারপোকার বিছন শেষ হয়ে যাক।
খাদম আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সে কি! নিজের জমিতে নিজে যাবে-
কেরামত আলী ব্যঙ্গস্বরে বললো, এ্যাঁহ্, নিজের জমি! সব জমি এই মামণি কিনে নিয়েছে তা জানো না? মামণি বড়লোক মানুষ। ও জমিতে আসতেনই না। ঐ মজুরেরাই ওখানে আবাদ করে খেতো। তুই ব্যাটারা উড়ে এসে জুড়ে বসে ওদের ভাত মেরে দিলি। ওরা তোদের ছাড়বে? একটু পরেই টের পাবি, কয়হাত কাঁকুড়ের কয়হাত বীচি। যাই দেখি ওরা তৈরি কি না-
যে পথে এসেছিল, কেরামত আলী আবার সেই পথেই ছুটে গেল। মমতা ফের ব্যস্তকণ্ঠে খাদেম আলীকে বললো, দোহাই খাদেম, তোমার সাহেবকে আজ জমিতে নামতে দিও না। ঘরেও থাকতে দিও না।
ঃ কেন আপামণি?
ঃ বিপদ হবে, ভয়ানক বিপদ হবে।
ঃ আপামণি!

বইঘর.কম ও রোকন
ঃ আমার মাথার দিব্যি রইলো, যা বললাম তাই করো। কথা না শুনলে বলো, আপামণি তাহলে বিষ খাবে।
উদ্ভ্রান্তের মতো চলে গেল মমতা। খাদেম আলী দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলো, চাকরি শ্যাষ। আমার মাথায় যে কিছুই ধরছে না। সব গোলমাল হয়ে গেল। সে এগুবে না পিছুবে ভাবতেই তাদের ক্ষেতের দিকে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে লছমী এসে বললো, খাদেম বাই, খাদেম বাই তু ইখানে কি করচিস? ওদিকে গোলমাল ছুরু হই গেঁইচে খাদেম বাই। তু শিগ্গিরি যা-
খাদেম আলী চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ, চাকরি শ্যাষ। ভাইজান খবরদার খবরদার, যাবেন না, জমিতে যাবেন না-
উচ্চকণ্ঠে হাঁকতে হাঁকতে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলো খাদেম আলী। লছমীও ঘুরে দাঁড়িয়ে আবেগভরে বলতে লাগলো, হাই ভাগোয়ান ই কুন খেল্ তু দিখাইচিস্ বটে্। দেউতা মানুষরে তু দিগদারী দিবি কেনে? বজ্জাত বেহোড় মানুষরে তু ক্ষ্যমতা দিবি কেনে? পেটে বিমার দিয়া, ঘরে আগুন দিয়া উদের তু বেহাল কর্চিস্ লাই কেনে? তু বল্ তু বল্ ভাগোয়ান, তু হাড়িয়া খাইচিস্, না ডর পাইচিস্?
এ সময় আরো জনা দুই গুণ্ডাসহ বদরু ও রতন এসে লছমীকে অর্তকিতে ঘিরে ফেললো। লছমীর দিকে এগুতে এগুতে বদরু রতনকে বললো, নো প্রবলেম মিষ্টার। এবার একদম ফাঁকা ফিল্ডে গোল।
লছমী চমকে উঠে বললো, কে? তু কে?
বদরু বললো, লাগর লছমী, তুর পের্মের লাগর।
লছমী বললো, তু তু ইখানে?
ঃ একটু মোলাকাত করতে এলাম। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই একটু দরছন দিতে এলাম। চল্-
ঃ কুতায়?
ঃ যেখানে নিয়ে যাই।
ঃ কেনে?
ঃ গেলেই বুঝতে পারবি।
লছমী ভীতকণ্ঠে বললো, হাইরে মা! তুদের মতলব ভাল লয়। তুদের হামি চিনি-
দ্রুত চলে যেতে চেষ্টা করতেই সকলে তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। রতন বললো, এয়, খাবরদার! পালানোর চেষ্টা কর্বিনে।
লছমী বললো, হামি হাঁক দিবো বটে।
খটাশ করে চাকু খুলে বদরু বললো, খবরদার শালা! সেদিন টাকা দিয়ে পায়ে ধরে সেধেছিলাম। মন উঠলো না। আজ কথার অবাধ্য হলে একদম খতম করে দেবো। চলে আয়-
সবলে লছমীর এক হাত ধরে টানতে লাগলো। লছমী চিৎকার দিয়ে উঠলো- বাবুছাব্ বাবুছাব্-

রতন লছমীর আর এক হাত ধরে টান দিয়ে বললো, চুপ্, চলে আয়-
ঃ যাইবেক লাই, হামি যাইবেক লাই। বাবুছাব্ বাবুছাব্-
লছমী চিৎকারের পর চিৎকার দিতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ লছমীর মুখ চেপে ধরে তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে সকলে চলে গেল। একটু পরে মামুন ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো আর উচ্চৈকণ্ঠে ডাকতে লাগলো, লছমী লছমী-
কোন সারাশব্দ না পেয়ে সে হতাশ কণ্ঠে বলতে লাগলো কই, কোথায় চিৎকার করলে। কণ্ঠস্বরটা তো এদিক থেকেই এলো
দ্রুত এগুনোর চেষ্টা করতেই রক্তাক্ত মংলুকে ধরে নিয়ে মাঠের দিক থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে এলো খাদেম ও শাঁইজী। মামুনের কাছে এসে শাঁইজী বললো, সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা, সর্বনাশ হয়ে গেল।
মংলুকে দেখেই মামুন ছুটে গিয়ে মংলুকে ধরলো এবং বললো, একি! মংলু!
খাদেম আলী বললো, ওরা জোড় করে ধান কাটতে লাগলো। মংলু বাধা দিলো আর ওরা সবাই এসে মংলুর মথায় লাঠি মারলো।
মামুন আর্তনাদ করে বললো, মংলু মংলু, তুই একি করলি, তোকে নিষেধ করলাম, তবু কেন তুই জমিতে গেলি?
মংলুর এখন অন্তিম অবস্থা। সে টেনে টেনে বললো, তু দুখ্ লিসনে বাবু, তু দুখ্ লিসনে। হামরা জংলী মানুষ, জংগলেই মরি যাই বটে। ই মরণে হামার কোন দুখ লাই। কিন্তুক একটা দুখ্ বাবু, ছালা কের্মইতারে হামি ছামনে পাইলেক লাই।
শাঁইজী বললো- মংলু!
মংলু বললো- হামি ছর্গে যাবো ছাঁইজী। বাবুছাব দেউতা মানুষ। উর লেগে জান দিলে হামার ছর্গ হবে বটে।
মংলুর শ্বাস দ্রুত হয়ে এলো। মামুন রুদ্ধকণ্ঠে বললো, মংলু।
মংলু অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বললো, তু লছমীরে দেখিছ্ বাবুছাব। একটা ভাল বর দেখি উর সাদি দিছ্ ব...টে।
মংলুর জবান বন্ধ হলো এবং একটু পরেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।
"মংলু" বলে সকলে একসাথে আর্তনাদ করে উঠলো এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে মংলুকে শোয়ায়ে দিল। এরপর সকলেই নির্বাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। শাঁইজী মামুনকে বললো, বেঁচে গেল বাবা, ওর তামাম দুঃখ এই সাথে শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কাটলো। এরপর কিছু দূরে "আগুন আগুন" শব্দ শুনে সবাই সেই দিকে তাকালো এবং তাকিয়েই চমকে উঠলো।
খাদেম আলী চিৎকার করে বললো, চাকরি শ্যাষ। আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে ভাইজান, আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে!
খাদেম আলী সেই দিকে ছুটে যেতেই শাঁইজী তাকে আটকালো। বললো, খবরদার! ওখানে যাস্নে। ওরা মানুষ নয়। ওরা জন্তু, ওরা জানোয়ার।

মুখের কথা শেষ না হতেই সবাই সবিস্ময়ে দেখলো, এলোমেলো চুলে বিবস্ত্রভাবে আর্তনাদ করতে করতে লছমী তাদের দিকে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে আসছে। তাদের কাছে এসেই লছমী বলতে লাগলো, জানোয়ার জানোয়ার! জানোয়ারেরা হামার ইজ্জত, হামার ভরম ছিনাই লিচে বাবুছাব্ বিলকুল ছিনাই লিচে-

দুহাতে মুখ ঢেকে লছমী ডুকরে উঠলো।

শাঁইজী বললো, লছমী!

লছমী বললো, ওরা হামার-

হঠাৎ মংলুর ওপর নজর পড়ায় লছমী আবার চিৎকার করে বললো এ্যাঁ, কে? বাপী-

ছুটে গিয়ে মংলুর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, কি হইচেঁ? হামার বাপীর কি হইচে?

খাদেম আলী বললো, মরে গেছে। শালারা ওকে মেরে ফেলেছে।

লছমী "এ্যাঁ" বলে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে উঠলো। এরপর আত্মবিস্মৃতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, মরে গেইচেঁ। হামার বাপী-

বলেই সে হঠাৎ উন্মাদিনীর মতো হাঃ হাঃ হাঃ বলে হেসে উঠলো এবং এরপর বলতে লাগলো, হামার বাপী মরে গেইচেঁ- হামার ইজ্জত উরা ছিনাই লিচে। হা- হা- হা। হামরা জংলী আদমী, ছোট জাত। হামাদের ছোব্ উরা লিয়া লিবে, বটে। হা হা হা।

খাদেম আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো, লছমী লছমী-

লছমী মামুনকে বললো, কেনে, কেনে, তু হামারে জংগল থাকি ই সমাজে আনলি বাবুছাব? তু বল, কেনে আনলি?

জবাবে মামুন উদ্ভ্রান্তের মতো বললো, এ্যাঁ।

লছমী আক্রমণ করে বললো, এ সমাজ সমাজ লাই আছে। বেহোড় বন আছে। বেজম্মা জংগল আছে। পচা লরক আছে। ভাগোয়ানের পবিত্তর জংগল থাকি ই বেজম্মা জংগলে তু হামারে কেনে আনলি?

শাঁইজী বললো, লছমী লছমী, শোন, শান্ত হও।

লছমী বিদ্রোহ করে বললো, লাই লাই, হামি ছুনবেক লাই। হামার বাপী গেঁইচে, হামার ইজ্জত গেঁইচে, হামিও আর থাকবেক লাই, হামিও আর থাকবেক লাই, বলেই সে উর্ধ্বশ্বাসে সামনের দিকে দৌড় দিলো।

খাদেম আলী ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, চলে গেল, লছমী চলে গেল-

শাঁইজী বাধা দিয়ে বললো, যাক। একে আগে আমার আখ্ড়ায় নিয়ে চলো, পরে ওকে দেখছি।

শাঁইজী মংলুর লাশের দিকে এগুলো। তা দেখে মামুন ও খাদেম আলীও লাশ তুলে নিতে এগিয়ে এলো। লাশটি তুলতে তুলতে মামুন উর রশিদ মামুন বিড় বিড় করে বলতে লাগলো

বইঘর.কম ও রোকন

'আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা
শুধিতে হইবে ঋণ।'

১৪

আজ মমতার জন্মদিন। সেই মোতাবেক ঘরদোর সাজানো-গুছানো হয়েছে। জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে বাড়ীর বাইরের দিকের হলঘরে। সেই হল ঘরটি সাজানো হয়েছে আরো বেশ পরিপাটি করে। রং বেরং -এর কাগজ, ব্যানার, ফেষ্টুন, লতাপাতা, ফুল নানা কিছু দিয়ে হলঘরটিকে সাজানো হয়েছে বিয়ের কনের মতো। হলঘরটির একপাশ চেপে লম্বা টেবিল পাতা। টেবিলটি মূল্যবান টেবিলক্লথ দিয়ে আবৃত। টেবিলের উপর কয়েকটি ফুলদানী। ফুলদানীতে নানা বর্ণের ফুল। টেবিলের পেছনে এক সারিতে অনেকগুলো মূল্যবান চেয়ার পাতা। চেয়ারগুলো সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য ভিআইপিদের জন্য। টেবিলের সামনে মেঝেতে পাতা একটা মস্তবড় ও বহু ব্যবহৃত সতরঞ্জি। এখানে বসবে সাধারণ অতিথিগণ, অর্থাৎ আমন্ত্রিত সাধারণ মানুষ। দাসদাসী, চাকর, নকর আর মামুলী পাড়াপড়শীর স্থান বাইরের বারান্দায় হল ঘরের খোলা দরজার সামনে। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে নিয়োজিত আছে অনেক মানুষ। কেরামত আলী মাতবর আছে সার্বিক তত্ত্বাবধানে।

অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এসেছে। খোলা দরজার পাশে বারান্দায় ইতিমধ্যেই ভিড় জমেছে ছেলে ছোক্‌ড়া ও মামুলী লোকজনের। হল ঘরের ভেতরেও কিছু আমন্ত্রিত লোকজন এসে গেছে। তারা অতি সাধারণ মানুষ হেতু দূরে খোলা দরজার পাশ ঘেঁষে সতরঞ্জিতে বসেছে। ভিআইপিদের কেউ এখনও আসেননি। আসেননি অন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও। ফলে টেবিল ও সতরঞ্জির সামনের অংশটা এখনও ঢন ঢন করছে।

উষ্কোখুষ্কো বেশে রাজা মিয়া এসে হন হন করে ঢুকে পড়লো এই হল ঘরে এবং চলে এলো একদম টেবিলের কাছে। মুখে তার গানের কলিঃ

"আবে, শুনরে যোগী, শুন গোঁসাইজী,
শুনেক হামার এক বত্
আচ্ছা কহো কহো তুম ভাল..."

উপস্থিত লোকজন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো এই উষ্কোখুষ্কো রাজা মিয়ার দিকে। রাজা মিয়া টেবিলের কাছে এসে কোথাও কাউকে না দেখে হো হো করে হেসে উঠলো এবং উপস্থিত লোকজনের দিকে ঘুরে তাদের উদ্দেশ্য করে আজগুবী বলতে লাগলো, শুনেন আপনারা, মন দিয়ে শুনেন, ভালর যুগ আর নেই। যুগ পাল্টে গেছে। এ যুগে সত্য কথা বললে আর রক্ষে নেই, নির্ঘাত মৃত্যু। কেন খামাখা মরতে যাবেন? যদি বাঁচতে চান, তাহলে একটানা মিথ্যা কথা বলে যান। দেখবেন, অমৃত পান না করেই আপনি অমর। যমই বলেন আর আজরাঈলই বলেন, সব ব্যাটাই দেখবেন আপনাকে দেখে ভয়ে থরথর

বইঘর.কম ও রোকন
করে কাঁপবে। বানিয়ে বলছিনে, এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা একটা মূল্যবান জিনিস।

কোনদিকে না চেয়ে কেরামত আলী হলে ঢুকে বললো, তা যা বলেছেন। অভিজ্ঞতাটার একটা দাম আছে স্যার। আমার মতো ঝানু লোক ছাড়া এমন মোক্ষম ডাইরী আর কে করতে পারতো?

দূর থেকে কেরামত আলী ভেবেছিল ভিআইপিদের কেউ। কিন্তু কাছে এসে চোখ তুলে রাজা মিয়াকে দেখেই ভড়কে গেল কেরামত আলী। থতোমতো করে বললো, এ্যাঁ! কে?

রাজা মিয়া বললো, ভয় নেই। লাইনের লোক। কি ডাইরী করলেন?

কেরামত আলীর মানে বাধলো। একটা পাগল ছাগলকে দেখে ভয় পাবে কেরামত আলী? কখ্খোনো না।

সে দম্ভভরে বললো, তা মানে, যা সত্যি তাই ঠুকে দিয়ে এলাম। দারোগাকে বললাম ঐ মামুন মিয়া লছমীর ইজ্জত নষ্ট করার সময় লছমীর বাপ মংলু বাধা দেয়। আর তাই ঐ পাষণ্ড মংলুকে খুন করে মেয়েটার ইজ্জত নষ্ট করে। উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে রাজা মিয়া বললো, শুনলেন? এর কাছে কি আর আজরাঈল ভিড়তে পারে?

কেরামত আলী বললো, কি বললেন?

ঃ না মানে আপনার বাজিমাত। যে ডাইরী করে এসেছেন তাতে আপনি নির্ঘাত মহাপুরুষের কাছাকাছি চলে গেছেন।

মমতা বেগম ব্যস্তভাবে হল রুমে এলো এবং কেরামতকে উদ্দেশ্য করে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আটকাতে হবে, বুঝলেন কেরামত মিয়া, জোর করে আটকাতে হবে। চিন্তা করে দেখলাম, আমি ভুল পথে চলেছি। ওকে আর এভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখা উচিত নয়। ওকেও দাওয়াত করেছি, ও আসছে।

কেরামত আলী খোশকণ্ঠে বললো, আর আপনাকে দু'বার বলতে হবে না মামণি। একবার এলে হয়।

হঠাৎ রাজার ওপর নজর পড়ায় মমতা বললো, তুমি?

রাজা মিয়া বললো, রবাহুত। খাওয়া দাওয়ার খুব আয়োজন শুনে এলাম। আপত্তি থাকলে চলে যাই।

মমতা বললো, না না, যাবেন কেন? থাকুন থাকুন।

এরপর মমতা বেগম কেরামতকে বললো শুনলাম, পাটোয়ারী সাহেবের আসতে দেরী হবে। আলোচনা সভার কাজটা আগেই সেরে নিতে বলেছেন। ওটা আগেই সারতে হবে, বুঝলেন?

কেরামত আলী বললো, ঠিক আছে। যেমনটি বলবেন, ঠিক তেমনটি হবে।

ছিন্নভিন্ন পোশাকে এই সময় মামুন এসে হাজির হলো এবং মমতাকে লক্ষ করে বললো, আমি তোমাকেই খুঁজছি। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে, ঠিক তেমনটিই হলো, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো তোমার। তুমি জয়ী। নাও, আমি এসেছি। এবার তুমি হুকুম করতে থাকো, আমি নীরবে সব পালন করে যাবো।

যারপরনেই খুশি হয়ে মমতা হাসিমুখে বললো, আমি জানতাম, তুমি আসবে। বসো, খুবই ব্যস্ত আছি। আমি আসছি-
ব্যস্তভাবে মমতা চলে গেল।
মামুন ক্লান্তভাবে পাশের একটা চেয়ারে বসতে গেল। তা দেখে কেরামত আলী হৈ হৈ করে উঠলো। বললো, আরে এই এই, করেন কি করেন কি? ওসব সভাপতি, প্রধান অতিথি আর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আসন। আপনারা ঐ নিচে বসুন-
সতরঞ্জি দেখিয়ে দিল। রাজা মিয়া বললো, ঠিক হ্যায়, আসুন মাইডিয়ার। যেখানে হয় একটু বসে পড়ি। আমরা তো শালা পথের লোক, থার্ডক্লাস পিউপ্‌ল।
রাজা ও মামুন অগত্যা সতরঞ্জির একপ্রান্তে বসে পড়লো। সময় যেতে লাগলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময় কলরব করতে করতে হাজির হলো মানিক, বদরু ও রতন। তাদের আলোচনার জের ধরে মানিক মিয়া বললো, ফাল্‌তু। শালা সাদিক চৌধুরী আবার একটা মানুষ নাকি? একটা ইতর শ্রেণীর লোক। তার সাথে পাটোয়ারী সাহেবের তুলনা? হুঁ!
এদের দেখে কেরামত আলী কলকণ্ঠে বলে উঠলো, এই যে আমাদের মহান অতিথিরা এসে গেছেন।
www.boighar.com
ইতিমধ্যে আমন্ত্রিত লোকদের অনেকেই এসে গিয়েছিল। তাদের দিকে চেয়ে কেরামত আলী বললো, আমি প্রস্তাব করছি, আজ মিস্ মমতা বানুর শুভ জন্মদিনের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন তেঁতুলিয়া হাইস্কুলের স্বনামধন্য হেড মাষ্টার জনাব মনির উদ্দিন ওরফে মানিক মিয়া এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন জনদরদি জননেতা জনাব বদর উদ্দিন ওরফে বদরু মিয়া।
রতন বললো, আমি প্রস্তাব সমর্থন করছি।
কেরামত বললো, আমি তাঁদের আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি এবং জনাব রতন মিয়াকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি-
"গুড" বলে খুশির আওয়াজ দিয়ে তারা তিনজন গিয়ে তিন চেয়ারে বসলো এবং তা দেখে উঠে দাঁড়ালো রাজা ও মামুন। কেরামত আলী বললো- কি ব্যাপার, তোমরা উঠে দাঁড়ালে যে , বসো- বসো-
রাজা বললো- নো। এটা প্রহসন। এখানে আমরা থাকবো না।
কেরামত আলী প্রশ্ন করলো, কেন- কেন-?
জবাবে রাজা বললো, কেন? এই মামুন মিয়া একজন বিলাত ফেরত মানুষ। যেমনই শিক্ষিত তেমনই সৎ। তাকে নীচে বসিয়ে রেখে কতকগুলো কালপিট আর মোসাহেবকে ওখানে বসাবে আর তবু আমরা থাকবো? ইম্‌পসিব্‌ল।
এরপর মামুনকে বললো- চলুন ব্রাদার, কেটে পড়ি।
রাজাও মামুন চলে যেতে লাগলো। কেরামত আলী ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো এবং বললো, আরে যেও না যেও না, না বসো, দাঁড়িয়ে থাক।
রতন তাছিল্যের সাথে বললো- আরে যেতে দাও। যারা যেতে চায়, তারা যাক।

কেরামত আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো- না, না, যেতে দেয়া হবে না।
মামুনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো- মিস মমতার নির্দেশ, ওকে আটকাতে হবে। ও যে খুনী আর রেপ্ কেসের আসামী। থানাতে ডাইরী করা আছে।
চমৎকৃত হয়ে মানিক মিয়া বললো- এ্যাঁ, তাই নাকি?
কেরামত মিয়া বললো- ওকে আটকানোর জন্যই তো মমতা ওকে দাওয়াত করে এনেছে।
এ কথায় মামুন সবিস্ময়ে বললো- তার অর্থ?
কেরামত আলী চিবিয়ে চিবিয়ে বললো- তোমাকে সোহাগ করে দাওয়াত করা হয়নি। গা ঢাকা দেয়ার আগেই তোমাকে ধরার জন্য এখানে আনা।
মামুন-উর-রশিদ মামুন অপারবিস্ময়ে বললো- তাজ্জব!
এই সময় খাদেম আলী এই হল ঘরে ছুটে এলো এবং হাঁপাতে হাঁপাতে মামুনকে বললো, পারলাম না, পারলাম না ভাইজান, এত করেও লছমীকে বাঁচাতে পারলাম না। কোন ফাঁকে গিয়ে সে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিলো। এই সন্ধ্যার সময় তার লাশ পাওয়া গেছে।
মামুন ফের চমকে উঠে বললো, সে কি! কোথায়? খাদেম আলী বললো, আখ্ড়ার পাশে ঐ নদীতে।
শাঁইজী ওর লাশ তুলে নিয়ে গেছে। মামুন বললো, উঃ। চল্ চল্ শিগগির চল্-
বদরু বললো, হল্ট। পথ নেই।
বদরু ও রতন দরজার দিকে পেছন দিয়ে মামুনের পথ আগলে দাঁড়ালো এবং মামুনকে লক্ষ্য করে পিস্তল ধরলো।
রতন বললো, এক পা এগুলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।
মামুনকে হুকুম করে বদরু বললো, হ্যান্ডস আপ।
পুলিশের পোশাকে মুখে মুখোশ এঁটে শম্ভুজী ও গোলাম আলী বিদ্যুত বেগে এদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন এবং এদের পিঠে পিস্তলের নল ধরে শম্ভুজী, তথা ডিআইবি অফিসার এদের হুকুম করলো, হ্যান্ডস আপ। পেছন ফেরার চেষ্টা করলে কলজে ঝাঁঝরা করে দেবো।
কেরামত আলী আঁতকে উঠে চিৎকার করে বললো, ওরে বাপরে! পুলিশ পুলিশ!
পিঠে পিস্তলের নল। দ্বিরুক্তি করার উপায় নেই।
রতন আর বদরু হাত উপরে তুললো। গোলাম আলী পেছন থেকে এদের পিস্তগুলো নিয়ে নিলো। শম্ভুজী এবার গোলাম আলীকে বললো, রইচ উদ্দিন, এদের সবাইকে এ্যারেষ্ট করো।
গোলাম আলী এক এক করে রতন, মানিক ও কেরামতকে একটা মোটা দড়িতে বেঁধে সারতেই বদরু দৌড় দিলো। গোলাম আলী তথা রইচ উদ্দিন বদরুকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলে বললো- হুকুম দিন স্যার, শয়তানটাকে শুইয়ে দিই।

শম্ভুজী হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, যেতে দাও। ওর ব্যবস্থা পরে। এদের আগে হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।
এরপর মামুনদের প্রতি বললেন, আপনারা এখন যেতে পারেন।
বন্দিদের নিয়ে শম্ভুজী ও গোলাম আলী চলে গেলেন। "চাকরি শ্যাষ' এ যে একদম 'ভেল্কিবাজি" বলে আগে খাদেম আলী এবং তার পেছনে চিন্তিতভাবে "কে কে এই পুলিশ?" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজা মিয়া।
বলা বাহুল্য, এসব দেখে ভেতরের ও বাইরের তামাম লোক "ওরে বাবারে" বলে আগেই পালিয়েছিল। অবাক বিস্ময়ে একমাত্র মামুন মিয়া দাঁড়িয়ে রইলো হলঘরে। ছুটে এলো মমতা। বলতে লাগলো, পুলিশ! আমার বাড়িতে পুলিশ! মামুনকে দেখে সে তার কাছে এসে বললো, এই যে, তুমি আছো? ব্যাপার কি গো?
মামুন ব্যঙ্গস্বরে বললো, চমৎকার। মমতা আশ্বস্ত কণ্ঠে বললো, যাক, তুমি যে আছো, এই আমার ভাগ্যি।
ঃ আমি আবার বলছি অতি চমৎকার! বলেই কট্‌মট্ করে চেয়ে ঘৃণাভরে বেরিয়ে গেল মামুন উর রশিদ মামুন।
মমতা কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলো, শোনো শোনো, যেও না, দোহাই তোমার যেও না।
টলতে টলতে নেশাগ্রস্ত পাটোয়ারী এসে ঘরে ঢুকলেন এই সময়। নেশাগ্রস্ত ভাবেই তিনি বললেন, যেতে দাও যেতে দাও। রাত অনেক হয়ে গেছে। এখন লোকজন থাকলে জমবে না। মমতা বললো, কে? ও ভাইজান? পাটোয়ারী বললেন, ইয়েস মাই ডার্লিং। কাছে এসো হাত বাড়িয়ে পাটোয়ারী টলতে টলতে মমতার কাছে আসতে লাগলো। হকচকিয়ে গিয়ে মমতা বললো, একি আপনি নেশা করেছেন?
ঃ হা হা হা । তা একটু করেছি বৈকি প্রিয়ে। এমন রজনী ক'টা ভাগ্যে জোটে। এসে! কাছে এসো
ঃ খবরদার! এগুবে না বলছি। এই তোমার আসল রূপ?
ঃ কেন বিরূপ হচ্ছো? আমি তো তোমাকে ভাসিয়ে দেবো না। বিয়ে করবো। আমার মহলে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবো। বুকে এসো!
ঃ খবরদার পশু! আর এগুলে তোমাকে আমি জুতো ছুড়ে মারবো।
ঃ বটে?
ঃ বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।
ঃ বেরিয়ে যাবো? এত মৌজ করে এসে বেরিয়ে যাবো? তা কি হয়? মধুপান না করে বেরিয়ে গেলে চলে? পাটোয়ারী
মমতাকে ধরতে গেলেন। মমতা পিছু হটে স্যান্ডেল ছুড়ে মারলো। পাটোয়ারী ক্ষেপে গিয়ে বললেন, কি এতদূর! দৌড়ে গিয়ে সবলে মমতার এক হাত ধরে ফেললেন। মমতা তীব্রকণ্ঠে বললো, পাটোয়ারী পাটোয়ারী!
ঃ সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠলো না যখন...

ঃ ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বলছি।

ঃ ছেড়েই তোমাকে দেবো। তবে এখন নয়, একটু পরে।

মমতাকে সে জোরে আকর্ষণ করতে লাগলো। মমতা আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলো না না খবরদার -

পাটোয়ারী বললেন, ওয়েট ওয়েট, পুলিশের পোশাকে মুখে মুখোশ এঁটে আবার ছুটে এলেন শম্ভুজী ও গোলাম আলী। পাটোয়ারীর পিঠে পিস্তল চেপে ধরে শম্ভুজী বললেন, ওয়েট ওয়েট। পাটোয়ারী চম্‌কে উঠে বললেন, কে? শম্ভুজী বললেন, হ্যান্ডস আপ।

ঃ কে তুমি?

ঃ আজরাঈল। রইচ উদ্দিন, এরেষ্ট হিম। গোলাম আলী পাটোয়ারীর হাতে হাত কড়া পরালো। শম্ভুজী রওনা হয়ে গোলাম আলী কে বললেন, নিয়ে এসো-

পাটোয়ারীকে ঠেলা দিয়ে গোলাম আলী বললো চলে আয়-

পাটোয়ারী সক্রোধে বললো জানো আমি কে?

গোলাম আলী বললো জানি। তুই জাহান্নামের জানোয়ার।

বলেই পাটোয়ারীর পশ্চাৎভাগে লাথি মেরে গোলাম আলী ফের বললো, চল্ হারামজাদা!

পাটোয়ারীকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল গোলাম আলী। হতবুদ্ধি মমতা দাঁড়িয়ে থেকে বললো- আল্লাহ, সত্যিই তুমি দয়াময়!

১৫

শাঁইজী একেবারেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পরপর কয়েকটি অস্বাভাবিক মৃত্যু আর অসংখ্য অন্যায় ও অবিচার দেখে দেখে শাঁইজী অবসন্ন হয়ে গেছে। দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ তার আগে থেকেই নেই, এখন আরো ঘেন্না ধরে গেছে। আখ্‌ড়া ছেড়ে কোথাও যেতে তেমন উৎসাহই তার নেই আর। অন্নের ধান্দায় বেরুতেও মন চায় না তেমন। সে তাকিদটাও কম হয়ে এসেছে। মংলু নেই, রাজা পাগলা কয়দিন ধরে লা-পাত্তা, শম্ভুজীও উধাও। শুধু নিজের পেটটা নিয়ে বড় একটা ব্যস্ত নয় শাঁইজী। সামন্য কিছু মুখে দিয়ে কয়েক আঁজলা পানি খেলেই দিন কেটে যায় তার। বছরের সিকিটাই রোজায় কাটে শাঁইজীর। কাজেই, শাঁইজী এখন বাইরে তেমন বেরোয় না। বেশির ভাগ সময় আখ্‌ড়াতেই বসে থাকে। গতকাল লছমীর আত্মহত্যা আরো অধিক কাবু করেছে তাকে। আজও কোথাও বেরোয়নি শাঁইজী। তার নড়বড়ে ছাউনিটার বারন্দায় বসে সে উদাস নয়নে চেয়ে আছে সামনে আর তন্ময় হয়ে গাইছে;

"অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী,
যতগুণ গান হে চিরমহান, তোমারি, অন্তর্যামী।
ভূলোকে দ্যুলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারই চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারই সকাশে যাচি হে শকতি, তোমারই করুণা কামী।

শাঁইজীর গান শেষ হতেই সেখানে ছুটে এলো খাদেম আলী। এদিকে ওদিকে চেয়ে কোথাও কাউকে না দেখে সে শাঁইজীর কাছে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, চাকরি শ্যাষ। আর কাউকেই যে কোথাও দেখছিনে?

শাঁইজী প্রশ্ন করলো, কাকে তালাশ করছো বাবা?

খাদেম আলী ক্ষোভের সাথে বললো, কাকে আবার? ঐ পাগলটারে।

ঃ কাকে ঐ রাজা মিয়াকে?

ঃ আরে দূর। রাজা মিয়া তো আধাপাগলা। আমি খুঁজছি ঐ বদ্ধ পাগলটারে। গেল কোথায়, খুঁজেই পাচ্ছিনে।

ঃ বদ্ধ পাগল। কে মামুন?

ঃ হয় হয়। ঐ পাগল ছাড়া আবার কে? ভাবলাম, বোধ হয় এখানে এসেছে। কিন্তু কই, এখানেও তো দেখছিনে।

ঃ না বাবা, মামুন তো আজ এদিকে আসেনি।

ঃ গেল কোথায়? গতকাল রাতে মমতা আপার বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই যে কোথায় গেল, আর খুঁজেই পাচ্ছিনে। পোড়া আস্তানাটা পাহারা দিয়ে নিয়ে পড়ে আছি একা আমি। দূর দূর। আমার হয়েছে যত বিপদ। এই সব পাগল ছাগলের পাল্লায় পড়ে আমাকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে দেখছি।

খাদেম আলী চলে যেতে লাগলো। শাঁইজী বললো, কোথায় যাচ্ছো?

ঃ যাবে আর কোন চুলোয়? সারারাত লোকটা কোথায় থাকলো, কি হালে থাকলো, বাঁচলো না মরলো সে খবরটা পর্যন্ত দিলো না। পাগল পাগল, একটা বদ্ধ প্যাগল এ্যাহ্। আবার আমাকে বলে কিনা, পাগল। আরে আমি যদি পাগল হই তাহলে তুমি কি? তুমি যে একটা হাতী পাগল, সে খবর রাখো? যত্তোসব।

খাদেম আলী ব্যস্তভাবে চলে গেল। সে দিকে চেয়ে শাঁইজী দুঃখের মধ্যেও হেসে বললো, আল্লাহ, দুনিয়ায় মানুষ না পাঠিয়ে যদি এই রকম পাগল পাঠাতে, তাহলে আর তোমাকে ভিন্ন করে বেহেশত তৈরি করতে হতো না।

শাঁইজী আবার ধ্যানমগ্ন হতেই একখানা দলিল ও একটা চিঠি হাতে উদ্ভ্রান্তের মতো হাজির হলো মমতা। তাকে দেখে শাঁইজী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, একি! মামণি, তুমি এই আখ্ড়ায়?

দলিল ও চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে মমতা বললো, এই দলিল আর চিঠিখানা রাখো শাঁইজী। মামুনের সাথে দেখা হলে তাকে দিও। আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। হাতে সময় নেই বলে তার সাথে দেখা করতে পারলাম না। নাও শাঁইজী।

দলিল ও চিঠিখানা শাঁইজীর হাতে গুঁজে দিলো। শাঁইজী ফের প্রশ্ন করলো, অনেক দূরে কোথায় মা? রাজধানীতে।

ক্লিষ্ট হাসি হেসে মমতা বললো- হ্যাঁ রাজধানীতে। বড় রাজধানীতে। রাজার সাথে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে।

শাঁইজীর বিস্ময় বেড়েই চললো বলল- তার মানে কি মামণি,
ঃ মানে বলার সময় নেই। গাড়ী প্রস্তুত।
মমতা যেতে লাগলো-
শাঁইজী বললো গাড়ী! কোথায়?
মমতা যেতে যেতেই বললো এখানেই। সামান্য পথ।
মমতা দ্রুত পদে চলে গেল।
শাঁইজী সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বিস্ময়ের সাথে বললো, সামান্য পথ! গাড়ী প্রস্তুত! ব্যাপার কি? সবাই এরা পাগল হয়ে গেল নাকি?
কিছুক্ষণ পর টলতে টলতে মামুনও চলে এলো আখ্‌ড়ায়। ঝড়ের কাকের চেয়েও চেহারা তার বিধ্বস্ত। তাকে দেখে শাঁইজী সশব্দে বললো, আরে, এই তো তুমি এসে গেছো। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অনেকেই। কোথায় ছিলে তুমি?
মামুন আনমনে বললো, আমি? ঠিক জানি না তো। কোথায় ছিলাম আর কোথায় ছিলাম না তা সঠিক করে বলা কঠিন।
মামুনের চেহারা আর কথার ধরন দেখে শাঁইজী বললো, তাজ্জব! সবাই কি তোমরা সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেলে?
ঃ পাগল কেউ যদি হয়ে থাকে তাহলে সে বড় ভাগ্যবান শাঁইজী। এ দুনিয়ায় জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকার মতো অভিশাপ আর নেই।
ঃ মামুন!
ঃ তোমার কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো শাঁইজী। চলো, এ মানব সমাজ ছেড়ে তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যেতে রাজি আছি। এখানে থাকা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে স্নেহ নেই, মমতা নেই, প্রেমপ্রীতি-ভালবাসা নেই। চারদিকে কেবলই হায়েনা আর ডাইনীর হিংস্র দৃষ্টি। নিয়ে চলো, আমাকে নিয়ে চলো, আর বিলম্ব করো না।
ঃ বেশ তো বাবা, বুঝতে যখন পেরেছো, তখন অর্ধেক পথ এগিয়ে গেছো। তাড়াহুড়ার আর কি দরকার। এই যে এখন এগুলো নাও। মমতা এগুলো তোমাকে দিয়ে গেছে।
মমতার নাম শুনেই রোষে ও ঘৃণায় মামুনের চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। বললো আমাকে? আমার ওসব আর দরকার নেই।
ঃ দরকার অদরকার আমি বুঝিনে বাবা। তোমার হাতে পৌঁছে দেয়ার কথা, পৌঁছে দিলাম।
-এই বলে শাঁইজী দলিল ও চিঠিখানা মামুনের হাতে গুঁজে দিল। সেগুলোর প্রতি নজর দিয়ে মামুন বললো, কি এটা? দলিল? ফুঃ!
অবজ্ঞাভরে দলিল খানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, এটা কি? চিঠি? বটে! কি বলতে চায় ডাইনী?
চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলো মামুন। মমতা লিখেছে

"আমার সম্পত্তিই যখন আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখলো, তখন সেই সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে গেলাম। তোমার ইচ্ছে হয় বিলিয়ে দিও। দলিলটা আগেই করে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিল জন্মদিন উৎসবের মাঝেই দলিলটা তোমাকে দেবো। কিন্তু সে সুযোগ তুমি দিলে না। কার কথায় কি বুঝে, আমাকে উপহাস করে চলে গেলে। তাই দলিলটা শাঁইজীর কাছে রেখে গেলাম। একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি ঃ মানুষের বাইরের দিকটা সব নয়, ভেতরেও একটা দিক আছে। মুখের কথার চেয়ে মন অনেক বড়। বাপের প্রাসাদ ছেড়ে স্বামীর সাথে ভাগারে যাওয়ার ইচ্ছা সব মেয়ে মুখে প্রকাশ নাও করতে পারে। তাতেই বিগড়ে গেলে হয় না। তাকে সুযোগ দিতে হয়। অনেক সময় স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরেও নিয়ে যেতে হয়। এটুকু পৌরষ পুরুষের থাকা উচিত। অবশ্য এসব কথা তোমাকে বলা এখন নিরর্থক। কারণ এ চিঠি যখন তুমি পড়ছো তখন দুনিয়ার সাথে সব লেন-দেন আমার চুকে গেছে।

www.boighar.com

ইতি
মমতা

চিঠিখানার শেষ লাইনটা পড়েই মামুন একটা মস্ত বড় ধাক্কা খেলো। সেই ধাক্কায় হতবুদ্ধি হয়ে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো নীরবে। এরপরেই উদ্ভ্রান্তের মতো বিকট চিৎকার দিয়ে উঠলো-না ঃ

চমকে উঠলো শাঁইজী। বললো কি হলো? কি ব্যাপার?

মামুন আপনভাবে বলতে লাগলো, তা কেন তা কেন? এটা তো আমি চাইনি। এতটা চাইনি। কখখনো না কখ্খনো না।

শাঁইজী আবার প্রশ্ন করলো, তাজ্জব! ঘটনা কি মামুন? কি আছে ঐ চিঠিতে? দিশেহারাভাবে মামুন বললো মমতা আত্মহত্যা করবে।

ঃ আত্মহত্যা করবে! কি বলছো তুমি?

ঃ না, আত্মহত্যা করেছে। সে মরে গেছে।

ঃ মামুন!

মামুন থরথর করে কাঁপতে লাগলো। এরপর সম্বিতে ফিরে এসেই সে ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কতক্ষণ আগে মমতা এখানে এসেছিল শাঁইজী? কতক্ষণ আগে?

শাঁইজী বললো, এই তো একটু আগেই বাবা। মোটেও বেশিক্ষণ হয়নি।

ঃ এ্যাঁ! বেশিক্ষণ হয়নি? তাহলে কোন্ দিকে গেল সে? কেন্দিকে যেতে দেখলে তাকে? আঙ্গুলি নির্দেশ করে শাঁইজী বললো- ঐদিকে বাবা। সদর রাস্তায় না উঠে বনের ধার দিয়ে সে ঐ দিকে গেল।

ঃ তার মানে নদীর দিকে?

ঃ হ্যাঁ, নদীর দিকেও হতে পারে আবার হাতের বাঁয়ে বনের ঐ দিকেও হতে পারে। কেন, ঐ চিঠিতে কি...

ঃ হ্যাঁ শাঁইজী। সে হয়তো এতক্ষণে আত্মহত্যা করেছে। এই চিঠিতে মমতা সেই কথাই বলেছে।
শাঁইজী ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেলা। বললো, সর্বনাশ! এটা তো মোটেও অসম্ভব নয়। তার কথাবার্তা আর হাবভাবে সেইরকম ই মনে হলো।
ঃ শাঁইজী!
ঃ আত্মহত্যা করলে সে হয় কোন গাছের সাথে গলায় দড়ি দেবে, নয় লছমীর মতো নদীতে ঝাঁপ দেবে। নদীতে ঝাঁপ দেবার সম্ভাবনাই বেশি। শিগ্গির তুমি নদীর দিকে যাও। লছমী যেখানে ঝাঁপ দিয়েছিল. সেইদিকে যাও। আমি ঐ জঙ্গলের দিকটা দেখেই নদীর দিকে আসছি।
নদীতে ঝাঁপদিয়ে লছমী আত্মহত্যা করেছিল এ কথা খেয়ালে আসতেই, মামুন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলো সেইদিকে। শাঁইজীর শেষের কথাগুলো তার কানেই গেল না। বন জঙ্গল মাড়িয়ে সে ছুটতে লাগলো উন্মাদের মতো। খাড়া পাড়ওয়ালা গভীর নদী। অরণ্যের কোল ঘেঁষে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটানা বয়ে গেছে নদীটা। নদীর পাড়ে এদিকে কোন লোক বসতি নেই। এই নদীর ঠিক কোন্ খানে লছমী এসে ঝাঁপ দিয়েছিল, মামুনের তা সঠিক জানা নেই। তবে বিবরণ যা শুনেছিল, তার ওপর অনুমান করে বিদ্যুত বেগে নদীর দিকে ছুটতে লাগলো মামুন। অনুমান ভুল হয়নি মামুনের। মামুন যখন নদীর পাড় থেকে দেড়- দুশো গজ দূরে, তখন সে গাছ- গাছড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো, নদীর পাড় যেখানে খুবই খাড়া, সেই পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে মমতা। স্থির নয়নে চেয়ে আছে নদীর দিকে। দেখামাত্রই মামুন উচ্চৈঃকণ্ঠে মমতাকে ডাক দিতে গেল। কিন্তু সে ডাক মমতার কানে গিয়ে পৌঁছার আগেই ঐ খাড়া পাড় থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো মমতা। চলে গেল মামুনের দৃষ্টির আড়ালে। মামুনের পা তখন আর মাটিতে নেই। সে প্রায় উড়ে উঠলো আকাশে। প্রাণ পণে দৌড়ে সে যখন নদীর পাড়ে পৌঁছলো, ততক্ষণে মমতা তলিয়ে গেছে পানির নিচে। কোন্খানে পড়েছে তা নিরীক্ষণ করে নিতেই মামুন দেখতে পেলো, মমতার আঁচলের একটা অংশ একটু খানি জেগে উঠেই তলিয়ে গেল আবার। সংঙ্গে সংঙ্গে মামুন ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে এবং এক ডুবেই সঠিক নিশানায় পৌঁছে ধরে ফেললো মমতাকে। এরপর সে মমতাকে সবলে উপরে তুলে ধরে ডুব সাঁতার দিয়ে চলে এলো নদীর তীরে। মমতাকে যখন উপরে তুলে আনলো, মমতা তখন অজ্ঞান। অতি অল্পক্ষণের ব্যাপার বলেই জানটা বেরিয়ে যায়নি। কিছুক্ষণ উঠবোস্ করানোর ফলে মমতার পেটের পানি নাক মুখ দিয়ে সবটুকুই বেরিয়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানটা তখনই ফিরে এলো না। মমতাকে কোলের ওপর শোয়ায়ে নিয়ে নদীর পাড়ে বসে রইল মামুন। সে এখন কি করবে, বসে বসে সে কথাই ভাবতে লাগলো। মমতার ভিজে কাপড় চোপড় পাল্টানো আর শিগ্গিরই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এ সবের জন্য সে কোথায় নিয়ে যাবে মমতাকে? মমতার বাড়ী এখান থেকে অনেকখানি

দূরে। মামুনের পোড়া আস্তানাটা আরো দূরে। একমাত্র শাঁইজীর আখড়াটাই নিকটে। কিন্তু শাঁইজীর কোন পাত্তা নেই। শাঁইজীও একই সাথে দৌড় দিলো, তবু এখনও কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে। এসব কথা ভেবে নিয়ে মমতাকে শাঁইজীর আখ্‌ড়াতেই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো মামুন। এই উদ্দেশ্যে মমতাকে দুইহাতের উপর তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেই মমতার জ্ঞান ফিরে এলো। মুহূর্ত খানেক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকার পর "কে কে"? বলে মমতা ধড়মড় করে মামুনের কোল থেকে উঠে দাঁড়াতে গেল। মমতার জ্ঞান ফিরে আসায় মামুন আনন্দের সাথে স্বস্তিরেত নিঃশ্বাস ফেললো এবং মমতাকে কোলের ওপর সবলে আঁকড়ে ধরে রেখে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, করো কি করো কি? পড়ে যাবে।

মামুনের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করার সাথে মমতা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, কে? কে তুই? আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে ছেড়ে দে বদমায়েশ।

মামুন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আহ্, থামো থামো। আমি মামুন।

মামুনের কথাটা কানে যেতেই মমতা চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ! মামুন? সঙ্গে সঙ্গে মামুনের মুখের দিকে তাকালো আর মামুনকে চিনতে পেরেই হু হু করে কেঁদে উঠলো মমতা। মামুনের কোলের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অঝরে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো মমতা। ভিজে কাপড় চিপে মমতার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে মামুন সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তোমার চিঠি আমি পড়েছি মমতা। ভুল বোঝাবুঝির ওপর অনেক লড়াই হয়েছে, আর নয়।

ঠিক এই সময় শাঁইজি দৌড়ের উপর ছুটে আসতে লাগলো। আসতে আসতে বলতে লাগলো- এই যে মামুন, পেয়েছো? মমতাকে পেয়েছো?

শাঁইজীর গলা শুনেই মামুনের কোল থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এলো মমতা। এতক্ষণে তার দুই চোখ ঢেকে এলো শরমে। মামুনের পাশে সে মাটিতে বসে পড়লো মাথা নিচু করে।

শাঁইজীর প্রশ্নের জবাবে মামুন উচ্চৈঃকণ্ঠে বললো, পেয়েছি শাঁইজী। এক নিমিষ দেরি হলে আর পেতাম না।

শাঁইজী কাছে এসে বললো, একি! দুইজনেরই কাপড় চোপড় ভেজা। মমতা কি সত্যি তাহলে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল?

মামুন বললো হ্যাঁ, শাঁইজী। আমার পৌঁছতে আর একটু বিলম্ব হলে সব শেষ হয়ে যেতো।

শাঁইজী অস্থির কণ্ঠে বললো, কি কাণ্ড- কি কণ্ড। এতটাই করতে গেল মমতা? লছমী ঠিক ঐ পাশেই অঘটনটা ঘটিয়েছিল। মমতা ও শেষ মেশ চলে এলো এখানে আর এইভাবে ডুবে মরতে?

ঃ শাঁইজী!

ঃ আমার মনও ঠিক এই কথাই বলছিল। আমি এই দিকেই আসতে চাইলাম। কিন্তু একজন লোক বললো, একটা মেয়ে ছেলেকে সে ঐদিকে ছুটে যেতে দেখেছে। শুনেই আমি ঐ দিকে দৌড় দিলাম। তা যাক, এখন তাড়াতাড়ি উঠো তোমরা। ভেজা কাপড়ে এইভাবে অধিকক্ষণ থাকলে দুইজনেরই অসুখ হবে।

মামুন চিন্তিত কণ্ঠে বললো, সে তো ঠিকই শাঁইজী। কিন্তু যাবো কোথায় এ অবস্থায়? মমতার বাড়ী তো এখান থেকে অনেক দূরে।

শাঁইজী সঙ্গে সঙ্গে বললো, আরে আমার আখড়াটা তো নিকটেই। সেখানে চলো আগে। কিছু শুকনো কাপড় আমি পাশের বস্তি থেকে তাড়াতাড়ি এনে দিচ্ছি। তোমার জন্য আমার কিছু কাপড় চোপড় তো আছেই। এরপর লোক পাঠিয়ে মমতার বাড়ী থেকে ভাল কাপড় চোপড় আনিয়ে নিলেই চলবে। চলো চলো

www.boighar.com

কথা আর না বাড়িয়ে মমতাকে ধরে নিয়ে শাঁইজীর পিছে পিছে রওনা হলো মামুন। পথ চলতে শুরু করেই শাঁইজী মমতাকে প্রশ্ন করলো, দুঃখ এ জীবনে কার না আছে? তাইবলে এতটাই করতে গেলে মামনি? আত্মহত্যা মহাপাপ একথাটা ভাবলে না?

মামুনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মমতা বললো, কি করবো শাঁইজী? আমি বেঁচে থাকি এটাও তো ও চায়না।

শাঁইজী মৃদু হেসে বললো, কি যে বলো? তা যদি নাই চাইবে, তাহলে সে এসে এইভাবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন?

মমতা নত মস্তকে ও স্মিতহাস্যে বললো, শাঁইজী!

শাঁইজী বললেন, আল্লাহর মহিমার কি আর শেষ আছে? তোমরা দুইজনই নিষ্পাপ মামণি। তাই আল্লাহ তায়ালা এইভাবে শেষ রক্ষে করেছেন।

জবাবে কিছু না বলে মমতা মামুনের মুখের দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই দুইজনে তৃপ্তির হাসি হাসল। হঠাৎ এই সময় দূর থেকে মাইকে ভেসে এলো বিপুল আওয়াজ ঃ "একটি ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা। শাঁইজীর আখড়ায় আজ কিছু বিশিষ্ট জন্তু জানোয়ারের প্রদর্শনী হইবে। যাহারা আজব জন্তু দেখিতে ইচ্ছুক, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের শাঁইজীর আখ্ড়ায় সমবেত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে।"

ঘোষণাটা পুনঃ পুনঃ ভেসে আসতে লাগলো। তা শুনে মামুন প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার শাঁইজী? তোমার আখ্ড়ায় জানোয়ারের প্রদর্শনী, এর অর্থ?

শাঁইজী চিন্তিত কণ্ঠে বললো, সেই কথাতো আমিও ভাবছি। আখ্ড়া থেকে এই দিকে বেরিয়ে আসার সময়ও এ ঘোষণা একবার কানে পড়েছে আমার। অথচ আমি কিছুই জানিনে।

ঃ বলো কি শাঁইজী! কিছুই জানো না?

ঃ না বাবা। এ ব্যাপারে কেউ আমাকে কিছুই বলেনি।

ঃ তাজ্জব! চলো দেখি, কিছুক্ষণ পরই যখন করবার, তখন ব্যাপারটা কি দেখেই যাব।

আখ্ড়ায় এসে তারা তিনজন যখন পৌঁছলো, আখড়ায় তখন লোকজন তেমন

আসেনি। দু চারজন যারা এসেছে, তারা এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করছে। মমতাকে নিয়ে মামুন এসে শাঁইজীর ঘরের মধ্যে ঢুকলো আর শাঁইজী শুকনো কাপড় জোগাড় করতে বেরুল। এদিক ওদিক থেকে কিছু শুকনো কাপড় জোগাড় করে এনে সারতেই আর এই দুর্ঘটনার খবরটা লোক মারফত মমতার বাড়ীতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেই চারদিক থেকে লোকজন আসা শুরু করলো। ঘোষণা শুনে অন্যান্যের মতো আখড়ায় চলে এলো খাদম আলী, রাজা মিয়া ও আরো কিছু পরিচিত লোকজন। আখ্‌ড়ায় এসে মামুনের সাক্ষাৎ পেয়ে খাদেম আলী যারপরনাই খুশি হলো। রাজা মিয়া এসেই শাঁইজীকে আক্রমণ করে বললো, এটা আবার কোন্ খেলা শুরু করলে শাঁইজী? শালা দো পেয়ে জানোয়ারের উৎপাতেই এমনিতেই ঐ পোকাপড়া মানব সমাজে টিকে থাকতে পারছিনে, তার ওপর আবার চারপেয়ে জানোয়ার আমদানি করছো কেন?

শাঁইজী বললো আমি নই বাবা। কে এই ঘোষণা দিলো তাও আমার জানা নেই।

ঃ সে কি! এও তো শালার আর এক আজব ব্যাপার! যার বাড়ীতে অনুষ্ঠান, সে কিছুই জানে না, অথচ- যাকগে সে কথা। এই বেহুদা দুনিয়ার কারবারই আলাদা। এর কথা থাক। এখন একটা কাজ করো তো বাবা, ঐ শালা দুর্গন্ধময় পচা সমাজ থেকে আমাদের একটু ভাল জায়গায় বের করে নেয়ার পক্ষে একটা কিছু করো। আমারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

শাঁইজী অসহায় কণ্ঠে বললো, সে ক্ষমতা কি আমার আছে বাবা? ভাল জায়গা আমি পাবো কোথায়?

রাজা মিয়া ক্ষেপে গিয়ে বললো অপদার্থ! এত আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো আর এইটুকু কাজ পারো না?

ঃ রাজা মিয়া!

ঃ ভাল জায়গা একান্তই যদি না পাও, আল্লাহকে বলে অন্তত আদিম যুগের সেই পবিত্র বনজঙ্গলটা ফিরিয়ে এনে দাও দেখি?

ঃ কি বললে?

www.boighar.com

ঃ "দাও ফিরে সে অরণ্য, লহো এ নগর"।

মানুষের ভিড় ঠেলে সেখানে এসে হাজির হলো শম্ভুজী। অর্থাৎ, পুলিশের পোশাকের ওপর শম্ভুজীর গেরুয়া ও জট দাড়ির ছদ্মবেশ চাপিয়ে হাজির হলেন পুলিশ অফিসার মিঃ আনোয়ার হোসেন। এসেই তিনি আওয়াজ দিলেন- ব্যোম শংকর। শম্ভুজীকে দেখেই রাজা পাগলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এই যে, এই যে ব্যাটা শংকর, ওসব পাঁয়তারা এখন ছাড়ো তো বাবা। খুব ক্রিটিক্যাল সময় যাচ্ছে এখন। হায়েনাদের তাড়া ধাব্‌ড়ার মুখে প্রাণটা বাঁচানোর জন্য এদিক ওদিক ছোটো-ছুটি করতে হচ্ছে কেবলই। তাই যা বলি, একটু মন দিয়ে শুনো-

ঃ বাতাইয়ে ব্যাটা।

ঃ একটা তোফা মন্তর ঝেড়ে গড্ গিফ্‌টেড, মানে আল্লাহর দেয়া সেই বনজঙ্গল ফিরিয়ে আনো তো।

ঃ কেঁউ ব্যাটা।

ঃ জন্তুর মধ্যেই যদি থাকতে হয়, তাহলে ঐ অরিজিন্যাল জঙ্গলে থাকা অনেক ভাল। ফার বেটার। সমাজের নামে এই শালা ইতর অরণ্যে আর থাকতে চাইনে।

ইতিমধ্যে আখ্‌ড়ায় প্রচুর লোক জমে গিয়েছিল এবং তারা ভিড় করে রাজা পাগলা আর শম্ভুজীর কথাবার্তা শুনছিল। শম্ভুজী এবার তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ছুনিয়ে ভাইসব ইয়ে পাগেলাকা আরজ ছুনিয়ে। ভাগোয়ানকা বন জঙ্গল আপ্ লগুঁ বিলকুল সাফা কর্ দিয়া হ্যায়। উস্'পর ছহর বানায়্যা হ্যায় বন্ডর বানায়্যা হায়। কানুনছে সারা জাহান কন্ট্রোল কর রাহা হ্যায়। আভি এস্‌কো ফয়সালা আপ্ লগুঁকো করনা হোগা।

এই সময় ছোরা বাগিয়ে ধরে জনতার পাশ কাটিয়ে উন্মত্তের মতো ছুটে এলো বদরু। হুংকার দিয়ে বললো দিচ্ছি, এখনই ফয়সালা করে দিচ্ছি। চলে এসো গোলাম আলী।

বাধিত ভৃত্যের মতো পিস্তল বাগিয়ে বদরুর পিছে পিছে ছুটে এলো গোলাম আলী, অর্থাৎ গোলাম আলীর ছদ্মবেশে পুলিশের সি আই রইচ উদ্দীন। শাঁইজী এসে এই সময় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁকে লক্ষ করে বদরু ফের বললো, যত বদমায়েশী সব ঐ ব্যাটা শাঁইজীর্ মধ্যে। ওর ফায়সালা এখনই করে দিচ্ছি। ছোরা হাতে বদরু শাঁইজীর দিকে এগুলো। তার প্রতি ইংগিত করে শম্ভুজী জনতাকে বললেন, রুখিয়ে ভাইসব রুখিয়ে উসকো। উও আদমী আদমী নেহি। আপ্‌কা সোসাইটিকো এক জানোয়ার হ্যায়। এয়সা মাফিক জানোয়ার আপ্‌কা সোসাইটিকো বিলকুল জংগল বানা দিয়া। রুখিয়ে উস্‌কো।

করণীয় স্থির করতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো উপস্থিত জনতা। শম্ভুজী ফের বললেন- কেঁউ ভাইওঁ আপ লগুঁ সব চুপ্‌চাপ হ্যায় কেঁউ? ঠিক হ্যায়। আগারী ম্যয় যো কুচ ছাকেগা, কর রাহা হুঁ। লেকেন, আল্লাহর কছম, বাদবাঁকী কাম আপ লগুঁকো করনা হাগা।

ইতিমধ্যে বদরু শাঁইজীর কাছে পৌঁছে গেল এবং গোলাম আলীকে উদ্দেশ্য করে বললো, গোলাম আলী, পিস্তল বাগিয়ে রাখো। কেউ নাড়চড়া করলেই ছুড়বে গুলি। গোলাম আলী বদরুর দিকে পিস্তল তাক করে রইলো। শাঁইজীকে লক্ষ করে বদরু বললো, শালা আখড়ার নামে গুপ্তচরের আড্ডা খুলে নিয়ে বসে আছে। বল্, বল্ শালা হারামি, তুই গুপ্তচর কিনা আর কয়জন গুপ্তচর তোর সাথে আছে? বল্ বল্ শিগগির...

হতবুদ্ধি শাঁইজী থতমত করে বললো- সে কি! এসব কি? কিসের গুপ্তচর?

আরো অধিক উগ্র হয়ে বদরু বললো কি, বলবিনে? বল্‌বিনে? তবেরে শালা, এই নে তোর পাওনা।

শাইজীর বুকে ছোরা মারার উদ্যোগ করতেই, বদরুর হাত লক্ষ করে গুলি ছুড়লেন শম্ভুজী। বদরুর হাত থেঁতলে গেল এবং তার হাতের ছোরা ছিট্‌কে মাটিতে পড়লো। "আহ্" বলে আর্তনাদ করে উঠেই বদরু, চিৎকার করে বললো, গোলাম আলী, দুশমন। ছাড়ো গুলি-

বইঘর.কম ও রোকন
গুলির শব্দে কাছের লোকজন চমকে উঠে খানিকটা দূরে সরে গেল। পিস্তল হাতে সেখানে শম্ভুজী দাঁড়িয়ে রইলেন একা। তা দেখে বদরু ফের সক্রোধে বললো ঐ, ঐযে শালা দুশ্‌মন, ঐ শম্ভুজী দুশ্‌মন। গোলাম আলী, চালাও গুলি-

গোলাম আলী তবু দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে। সেদিকে তাকিয়ে বদরু ক্রোধে বিস্ময়ে বললো- সে কি! গুলি চালাবে না? তুমি গুলি চালাবে না? তবেরে শালা হারামি ট্যাঁক থেকে বাম হতে দ্রুত পিস্তল বের করলো। পিস্তল তাক করতেই গোলাম আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো-

চালাচ্ছি স্যার, চালাচ্ছি। এই চললো গুলি।

www.boighar.com

বদরুর ঠ্যাং লক্ষ করে গুলি ছুড়লো গোলাম আলী। আর্তনাদ করে উঠে টলতে টলতে বদরু এসে গোলাম আলীর পায়ের কাছে পড়লো এবং ঐ অবস্থায় "বেঈমান হারামি" বলে পিস্তল তুলে ধরতে গেল।

" তবে রে কুত্তার বাচ্চা" বলে আর একটা গুলি করার পর বদরুকে লাথির পর লাথি মেরে সামনের দিকে গড়িয়ে দিলো গোলাম আলী। মুখে বললো যাঃ, যা শয়তান, জাহান্নামের কীট জাহন্নামে চলে যা-

অর্ধমৃত অবস্থায় বদরু মাটিতে পড়ে খাবি খেতে লাগলো। গোলাম আলীর দিকে কয়েক কদম এগিয়ে এসে রাজা পাগলা সবিস্ময়ে বললো, আরে কে! তুমি সেই হাইকোর্ট না। গোলাম আলী সহাস্যে বললো না- না, আমি লোয়ার কোর্ট। শম্ভুজীর প্রতি ইংগিত করে বললো, হাইকোর্ট ঐ যে উনি।। আমার বস্ মিঃ আনোয়ার হোসেন। এ বিগ্ পুলিশ অফিসার।

রাজা মিয়া ফের বিস্মিত কণ্ঠে বললো সে কি! উনি তো শম্ভুজী। আমাদের শংকর বাবা। এবার মুখ খুললেন শম্ভুজী। বললেন হ্যাঁ ভাই, আমি আপনাদের শংকর বাবা ঠিকই, কিন্তু অরিজিন্যালি আমি শম্ভুজী বা শংকর বাবা নই। নিতান্তই প্রয়োজনে শম্ভুজী সাজতে হয়েছে আমাকে। সমাজের মধ্যে বিচরণকারী দোপেয়ো জানোয়ার গুলি চিনে নেয়ার জন্যই এই ছদ্মবেশ আমার। ঐ একই কারনে পুলিশের সি আই রইচ উদ্দীনকেও গোলাম আলীর ভেক্ নিতে হয়েছে। বলতে বলতে শম্ভুজীর ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন পুলিশ অফিসার মিঃ আনোয়ার হোসেন। এতদৃশ্যে শাঁইজী, রাজা মিয়া, খাদেম আলীসহ উপস্থিত জনতা একসাথে বলে উঠলো তাজ্জব! কি তাজ্জব! জনতার সকলেই এবার কাছে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরলো আনোয়ার হোসেন সাহেবকে। আনোয়ার হোসেন সাহেব এবার জনতাকে বললেন, মাইকে জানোয়ার দেখার ঘোষণা আমার নির্দেশেই দেয়া হয়েছিল। আমি আপনাদের জানোয়ার দেখাবো এবার। কিন্তু একটাও চারপায়ে জানোয়ার নয়, সব দো-পেয়ে জানোয়ার। চারপায়ে জানোয়ারদের কিছুটা ধর্মজ্ঞান বা নীতিজ্ঞান আছে। কিন্তু এই দো-পেয়ে জানায়ারদের ধর্মজ্ঞান, নীতি জ্ঞান বলতে একবিন্দুও নেই।

এরপর ভূ লুণ্ঠিত বদরুর প্রতি ইংগিত করে বললেন- ঐ যে মাটিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে, ওটা সেই জানোয়ারদেরই একটা।

জনতার মধ্যে খুশির হিল্লোল বইতে লাগলো। "সাব্বাস্- সাব্বাস্" "মারহাবা-মারহাবা" থ্যাংক ইউ- থ্যাংক ইউ" ইত্যাদি বলে উচ্ছাসিত আওয়াজ দিতে লাগলো। আনোয়ার সাহেব বললেন, এই একটাই নয়, আরো অনেকগুলো জানোয়ার পাকড়াও করেছি আমরা। সেগুলোও দেখাবো আপনাদের। বলেই তিনি রইচ উদ্দীনকে লক্ষ করে বললেন, রইচ উদ্দীন, আমাদের ভ্যান আর কতদূর?

ইতিমধ্যে একটা মটরগাড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেদিকে লক্ষ করে রইচ উদ্দীন বললো ঐ যে স্যার, ঐ যে এসে গেছে। আখ্ড়ার সামনের সদর রাস্তা দিয়ে একটি পুলিশভ্যান দ্রুত এগিয়ে এলো। ভ্যানভর্তি গ্রেপ্তার করা আসামি। উপস্থিত জনতা বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সেই দিকে। ভ্যানটি এসে আখ্ড়ার আঙ্গিনায় থামলে আনোয়ার সাহেব আসামিদের ভ্যান থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ লম্বা একটা দড়িতে লাইন করে বাঁধা গ্রেপ্তারকৃত আসামি পাটোয়ারী, চাধারী, ফতে মহাজন, রতন মিয়া, মানিক মিয়া ও কেরামত আলী মাতবরকে নামিয়ে আনলো ভ্যান থেকে। আসামিদের সকলেরই হাত পেছন দিকে পিঠে মোড়ে বাঁধা এবং মাথাগুলো অবনত। সকলেরই চেহারা দেখে বোঝা গেল, গ্রেপ্তার করার পর প্রাথমিক দাওয়াইটা বেশ ভাল মতোই দেয়া হয়েছে এদের।

এদের প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করে মিঃ আনোয়ার হোসেন বললেন- এই যে, এই জানোয়ারদের দেখানোর জন্যই মাইকে ঘোষণা দিয়েছি আমি। খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, চোরাচালানি, কালোবাজারিসহ এহেন অপরাধ আর হীনকর কাজ নেই, যা এরা করেনি বা করতে পারে না। ভাইসব, আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব তা করলাম। আর এটুকু করতে আমাকে আর এই সি আই রইচ উদ্দীনকে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে আর জীবনের ওপর কি পরিমাণ ঝুঁকি নিতে হয়েছে তা আপনারা দেখেছেন। এছাড়া এরা জনগণের ওপর কি পরিমাণ অত্যাচার চালিয়েছে তাও আপনারা জানেন।

উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলো উঠলো, জানি মানে? হাড়ে হাড়ে জানি। এই শালাদের অত্যাচারে একটা দিনও আমরা কেউ নিশ্চিন্তে কাটাতে পারিনি। মার, শালাদের মুখে জুতা মার। লাথি মেরে শালাদের মুখ থেত্লে দে। দেখছো কি সবাই?

উপস্থিত জনতা ভীষণ অস্থির ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। আনোয়ার হোসেন সাহেব বহু কষ্টে জনতাকে শান্ত করে রইচ উদ্দীনকে ডাক দিলেন- রইচ উদ্দীন!

পুলিশের কায়দায় সালাম দিয়ে রইচ উদ্দীন বললো, ইয়েস স্যার,

ঃ আসামিদের নিয়ে যাও এখন। কোর্টে দেয়ার আগে প্রাথমিক দাওয়াইটা আর একটু দেবে। বিচার কি হবে তাতো নিশ্চিত নয়। আমাদের করণীয়টা করে দিই আমরা।

ঃ ইয়েস স্যার।

ভূ-লুণ্ঠিত বদরু-সহ আসামিদের ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে গেলেন সিআই রইচ উদ্দীন সাহেব। জনতার মাঝে আসামিদের উদ্দেশ্যে ঘৃণাসূচক মন্তব্য আর আনোয়ার সাহেবদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন অব্যাহত রইলো। আনোয়ার সাহেব হাত তুলে জনতাকে আবার থামিয়ে দিয়ে বললেন, ভাইসব, আমাদের একার পক্ষে অর্থাৎ পুলিশ বা অন্যকারো একার পক্ষে সমাজ থেকে এই সব জানোয়ার নির্মূল করা সম্ভব নয়। কারণ, জানোয়ার কেবল এই কয়টাই নয়, আর জানোয়ারের অত্যাচারে জর্জরিত কেবল এই এলাকাটাই নয়। দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে এইরকম লক্ষ লক্ষ জানোয়ার আর আনাচে কানাচেসহ দেশের সর্বত্রই জনগণ এই হিংস্র জানোয়ারদের থাবায় ক্ষতবিক্ষত। সর্বত্রই মানব সমাজ এইসব হিংস্র আর ঘৃণ্য পশুদের জন্যে নরকের চেয়েও ভয়াবহ স্থানে পরিণত হয়েছে। সমাজকে এরা একটা জঘন্য জংগলে পরিণত করেছে। সবাই যদি আপনারা শান্তিতে বাস করতে চান, জঘন্য জংগলের পরিবর্তে সমাজকে যদি সুন্দর উদ্যানে পরিণত করতে চান, তাহলে দেশের তামাম এলাকা থেকে এইসব আগাছা তুলে ফেলতে হবে- এইসব জন্তুদের নির্মূল করতে হবে। আর একাজটি করতে হবে আপনাদেরই, আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আনোয়ার সাহেব থামতেই জনতার মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করলো, কেন স্যার, সম্ভব নয় কেন?

আনোয়ার সাহেব বললেন- সম্ভব নয় এই কারণেই যে, দেশের সর্বত্রই গিজ গিজ করছে জানোয়ারের দল। কিন্তু দেশের সকল পুলিশ সমান দায়িত্বশীল নয় আর সকলেই নিঃস্বার্থ নয়। আমাদের মতো এইভাবে সকলেই জীবনের ঝুঁকি নেবে, এটা আশা করা যায় না।

ঃ স্যার!

ঃ এ ছাড়াও সমস্যা আছে আরো। ক্ষমতার হাত অনেক লম্বা। সেই ক্ষমতা যদি অসৎ লোকের হাতে থাকে, তাহলে সে হাত আরও বেশি লম্বা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই জানোয়ারদের আমরা গ্রেপ্তার করে দিলেও যে এদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান হবে, ক্ষমতার হাত ন্যায়বিচারের টুঁটি টিপে ধরবে না এটাও আশা করা যায় না।

অনেকেই সমস্বরে বলে উঠলো, অবশ্যই অবশ্যই। কথা একদম ঠিক। এ অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট আছে।

আনোয়ার সাহেব বললেন- কাজেই, অন্য কারো মুখ চেয়ে না থেকে এই পশুদের আপনাদের সমাজ থেকে নির্মূল করতে হবে।

জনতার মধ্য থেকে কিছু লোক আবার বললো, আমরা তা পারবো কেমন করে স্যার? ঐ শয়তানদের হাতে নানা ধরনের অস্ত্র আছে, ক্ষমতা আছে। আমরা অসহায় আর নিরস্ত্র মানুষ। আমরা কি করে ঐ পশুদের নির্মূল করবো সমাজ থেকে?

ঃ আপনারা একজোট হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লাগলে অবশ্যই পরবেন। জানেন তো জনতাই বল?

ঃ তা তো জানি স্যার। কিন্তু একতার বল যত বেশিই হোক, নিরস্ত্রভাবে আগ্নেয় অস্ত্রের

সামনে -

আনোয়ার সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, কে বললে নিরস্ত্র আপনারা? যে অস্ত্র সব চেয়ে অধিক শক্তিশালী, সেই অস্ত্র হাতে আছে আপনাদের। সে অস্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করলেই সমাজ থেকে তামাম জানোয়ার নির্মূল হয়ে যাবে।

ঃ বলেন কি! তাহলে কি সে অস্ত্র?

ঃ ভোট। একযোগে ভোট দিয়ে সৎ, নীতিবান ও ঈমানদার লোকদের আপনারা ক্ষমতায় আনুন, আর বেঈমান, অসৎ দুর্নীতিবাজ লোকদের ঝেঁটিয়ে ক্ষমতা থেকে বের করে দিন, দেখবেন, পথের কুকুরের চেয়েও তারা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে এবং মদদ আর পালনকারীর অভাবে এইসব জানোয়ার শুকিয়ে মরে গেছে। সমাজ থেকে বিলকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

www.boighar.com

কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন দিয়ে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো! কথাটা তো একদম ঠিক। আনোয়ার সাহেব প্রশ্ন করলেন ঠিক নয়?

এবার উপস্থিত সমুদয় লোক এক বাক্যে বললো ঠিক- ঠিক- ঠিক।

www.boighar.com